উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৩,৩১৩.৯৩ (-৫০৩.৭৬)
নিফটি : ২৫,৬৪২.৮০ (-১৩৩.২০)

দ্বিতীয়বার ডব্লিউপিএল চ্যাম্পিয়ন স্মৃতিরা
বৃথা গেল জেমিমার অর্ধশতরান ১২

আতঙ্কের প্রহর পদ্মাপারের হিন্দুদের ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৮°	২৮°	২৮°	২৫°
সর্বনিম্ন	১১°	১০°	১১°	১৩°

পশ্চিমবঙ্গে একা লড়বে কংগ্রেস ৭

শিলিগুড়ি ২৩ মাঘ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 6 February 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 258

“রাজ্য সরকার সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের কথা ভেবে অন্তর্বর্তী বাজেট তৈরি করেছে।
-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

“রাজ্য সরকার চাকরি দিতে পারে না। তাই ভাতা দিলেও বেকারদের ক্ষোভ প্রশমন হবে না।
-শুভেন্দু অধিকারী

ভাতায় ভোট-গন্ধ

‘লক্ষ্মীলাভ’ কি আসলে ভবিষ্যতের বোঝা?

অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত
(অর্থনীতিবিদ)

গণতান্ত্রিক কাঠামোয় নির্বাচনের আগে বাজেটে জনমোহিনী ঘোষণা থাকাই দস্তুর। বিধানসভায় অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পেশ করা বৃহস্পতিবারের বাজেট সেই প্রথা থেকে একচুল সরেনি। অর্থনীতিবিদের চশমা দিয়ে দেখলে এই বাজেটের সমীকরণটি বেশ জটিল। একদিকে প্রান্তিক মানুষের হাতে নগদ অর্থের জোগান, অন্যদিকে রাজ্যের ঘাড়ে পাহাড়প্রমাণ ঋণের বোঝা- এই দুইয়ের ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে বাজেটটি কি অর্থনীতির ব্যাকরণ মেনে চলল, নাকি রাজনৈতিক প্রয়োজনে আবর্তিত হল?

৪ লক্ষ ৬ হাজার কোটি টাকার এই বাজেটের ছত্রে ছত্রে আগামী নির্বাচনের পদধ্বনি। বিশ্বজুড়ে এখন ‘ওয়েলফেয়ার ইকনমিক্স’ বা জনকল্যাণমূলক অর্থনীতির জয়জয়কার। কিন্তু জনকল্যাণ আর নির্বিচার অনুদান- এই দুইয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ফারাক থাকে। এই বাজেটে পরিষ্কার রাজ্য বার্তা দিয়েছে যে, অবকাঠামো বা দীর্ঘমেয়াদি শিল্পায়নের চেয়ে তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানুষের হাতে সরাসরি নগদ পৌঁছে দেওয়া। প্রশ্ন হল, আয়ের উৎস সংকুচিত করে ব্যয়ের এই বহর কি বাংলার অর্থনীতির স্বাস্থ্যের জন্য আদৌ টেকসই?

মুদ্রাস্ফীতির বাজারে নগদের জোগান

বাজেটের সবচেয়ে আলোচিত ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’-এর বরাদ্দ বৃদ্ধি। সাধারণ মহিলাদের জন্য ১০০০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০০ এবং তপশিলি জাতি-উপজাতিদের জন্য ১২০০ থেকে ১৭০০ টাকা ভাতা করা হয়েছে। অর্থনীতির ভাষায় একে বলা হয় ‘ডাইরেক্ট ক্যাশ ট্রান্সফার।’ যুক্তি হল, গ্রামাঞ্চলের মানুষের হাতে নগদ থাকলে তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখে।

কিন্তু মুদ্রার উলটো পিঠটি উপেক্ষা করার নয়। খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এখন আকাশছোঁয়া। অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী জোগান

এরপর দশের পাতায়

লক্ষ্মী এল ঘরে

- লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ফেব্রুয়ারি থেকে ৫০০ টাকা করে বরাদ্দ বৃদ্ধি
- ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি বেকার তরুণদের জন্য নতুন প্রকল্প ‘যুবসাথী’। অগাস্ট থেকে দেড় হাজার টাকা করে সাহায্য
- এপ্রিল থেকে ‘আশা’ কর্মীদের মাসিক সাম্মানিক বাড়ছে ১০০০ টাকা। কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য
- অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়করাও এপ্রিল মাস থেকে ১ হাজার টাকা বেশি ভাতা পাবেন। কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুতে পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য
- পার্শ্বশিক্ষক, শিক্ষাবন্ধু, সহায়ক-সহায়িকা, সম্প্রসারকদের এপ্রিল থেকে মাসিক ভাতা বাড়ছে ১ হাজার টাকা। কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুতে পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য
- সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, গ্রিন পুলিশদের পারিশ্রমিকও এপ্রিল থেকে ১ হাজার টাকা বৃদ্ধি
- খেতমজুরদের জন্য ২ হাজার টাকা করে বছরে দু’দফায় ৪ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান
- রাজ্য সরকারি কর্মচারী, আধা সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও পেনশন প্রাপকদের ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা

কৃষিই ভিত্তি

- মরশুমের সময় উৎপন্ন বাড়তি ফসল ও ফল সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে সরকার যৌথ উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে প্রয়োজনীয় এলাকায় আরও ৫০টি নতুন কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করবে
- ক্ষুদ্র চা-বাগান মালিকদের স্বার্থে, কাঁচা চা পাতা উৎপাদনের ওপর কৃষি আয়কর ছাড়ের সময়সীমা আগামী অর্থবর্ষের জন্য অর্থাৎ ৩১/০৩/২০২৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং একই সঙ্গে চা উৎপাদনের ওপর কার্যকর সেস-এর ছাড়ও আর এক বছর বাড়িয়ে ৩১/০৩/২০২৭ পর্যন্ত করা হয়েছে

শিল্প নাকি গল্প!

- প্রয়াস প্রকল্পে জলপাইগুড়ি জেলায় দুটি এবং বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি করে মোট পাঁচটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত
- রাজ্যে সরকারি জমিতে যৌথ উদ্যোগে একটি উচ্চমানের ‘গ্লোবাল ট্রেড সেন্টার’
- কলকাতার উপকণ্ঠে বারুইপুরে ‘কালচারাল সিটি’

রাজকোষে চাপ, তবু আত্মবিশ্বাসী মমতা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : ভাতার বহর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে তো বটেই। আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা, পার্শ্বশিক্ষক, সিভিক ভলান্টিয়ার ও গ্রামীণ পুলিশের ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব রাজ্যের ভোট অন অ্যাকাউন্টের মূল বৈশিষ্ট্য। উপরি পাওনা তরুণদের জন্য বেকার ভাতার প্রস্তাব।

মহিলাদের সন্তুষ্ট করার সমস্ত ব্যবস্থা মজুত অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বাজেটে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পাশাপাশি আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকাদের ভাতার উপভোক্তা সকলেই মহিলা। অন্যদিকে, এই উপভোক্তাদের বিপুল অংশ গ্রামের বাসিন্দা। মহিলারা উপকৃত হলে গ্রামের ভোটে তার প্রভাব পড়তে পারে। অন্য উন্নয়ন প্রকল্প তেমন উল্লেখযোগ্য না থাকলেও বাজেট তাই মহিলামুখী হওয়ার পাশাপাশি গ্রামমুখী।

ফলে বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা বাজেটটি ভাতার অঙ্কে ভোটমুখী বলে মনে করা হচ্ছে। যার ভিত্তিতে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘বিরোধীরা সুস্থ থাকুন। অনেক সিট হারাবেন মনে রাখুন। আপনারা জিরো ছিলেন, জিরো থাকবেন। বাংলা হিরো ছিল, হিরো থাকবে। আমরা কোর্টে জিতি, ভোটেও জিতি।’

মূলধনি ব্যয়বরাদ্দের উল্লেখযোগ্য কোনও ঘোষণাই নেই চন্দ্রিমার এই অন্তর্বর্তী বাজেট প্রস্তাবে। তাঁর আধঘণ্টার বাজেট ভাষণে কর্মসংস্থান, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ে সেই অর্থে কোনও ঘোষণা ছিল না। কেন্দ্রীয় বাজেটের মতো রাজ্য বাজেটেও চা শিল্পের সংকট কাটানোর কোনও দিশা নেই। গ্রামমুখী বাজেট পেশের আগাম প্রচার থাকলেও বাস্তবে গ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জল, নিকাশি সংক্রান্ত প্রকল্পে বরাদ্দ সেই অর্থে বাড়ানো হয়নি।

যদিও বাজেটে দাবি করা হয়েছে, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। যেমন জলপাইগুড়ি জেলায় দুটি, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি করে নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপার্ক তৈরির প্রস্তাব, রাজ্য সরকারের জমিতে যৌথ উদ্যোগে গ্লোবাল ট্রেড সেন্টার ইত্যাদি। ৫০টি হিমঘর তৈরির কথাও আছে। কাঁচা চা পাতা উৎপাদনের ওপর কৃষি আয়কর

এরপর দশের পাতায়

বকেয়া ডিএ দিতে সুপ্রিম রায়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : অবশেষে ডিএ (মহার্ঘ ভাতা) মামলায় চূড়ান্ত রায়। বকেয়া মহার্ঘ ভাতার ২৫ শতাংশ ছয় সপ্তাহের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০০৮ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের ওই বকেয়া দিতে হবে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের। বকেয়া ডিএ পরিশোধে বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের বেঞ্চ তাদের আগেকার অন্তর্বর্তী নির্দেশ বহাল রাখার দিনই রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে ৪ শতাংশ ডিএ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

তবে বকেয়া মেটাতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ নিয়ে বাজেটে কোনও দিশা দূরের কথা, উল্লেখ পর্যন্ত নেই। বাজেট পেশের পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরং বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কথায়, ‘রায়ের কপি এখনও হাতে পাইনি। পড়তে দিন। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে ডিএ নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সকলের সঙ্গে কথা বলে কী করা হবে, ঠিক করব।’

কর্মীরা উচ্ছ্বসিত, আদালতের নির্দেশে চুপ রাজ্য

মনে করা হচ্ছে, ফের আইনি লড়াইয়ের পথে হাঁটতে পারে রাজ্য। সুপ্রিম রায় মেনে রাজ্যের বকেয়া মেটানো নিয়ে সংশয়ে আছে ডিএ বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারীদের যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ। সংগঠনটির নেতা ভাস্কর ঘোষ জানান, নির্দেশ পালন করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা।

আদালত অবশ্য ডিএ সরকারি কর্মচারীদের ন্যায়সংগত অধিকার বলে মেনে নেওয়ায় চাপ বেড়েছে রাজ্য সরকারের ওপর। ওই দাবিতে নারাজ ছিল নবান্ন। সব রাজ্যে বা কেন্দ্রের সঙ্গে সম হারে ডিএ-তেও আপত্তি রাজ্যের। কিন্তু শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, প্রাইস ইনডেক্সের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ডিএ’র হার। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মনে করেন, ‘এই জয় রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সম্মিলিত লড়াইয়ের।’

তিনি বলেন, ‘ট্রাইবিউনাল থেকে কলকাতা হাইকোর্ট, একের পর এক আইনি লড়াই জেতার পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের কোষাগারের কোটি কোটি টাকা ধ্বংস করে দেশের তাবড় আইনজীবীদের দাঁড় করিয়েছেন শুধুমাত্র প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতা থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে।’

বকেয়ার ২৫ শতাংশ ৩১ মার্চের মধ্যে দিতে বললেও বাকি ৭৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ কীভাবে ও কোন সময়সীমায় মেটানো হবে, তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি আদালত। বরং সেই পদ্ধতি ও সময় স্থির করতে চার সদস্যের কমিটি গড়ে দিয়েছে। কমিটির চেয়ারপার্সন হবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা। কমিটির অন্য সদস্যরা হবেন প্রাক্তন বিচারপতি ত্রিলোক সিং চৌহান এবং ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড

এরপর দশের পাতায়

...টয়ট্রেনেই যদিদং হৃদয়ং মম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : ‘চাওয়া-পাওয়া ছিলো যত এতদিন ধরে,
পেলো সবই পূর্ণতা বিবাহ বাসরে...’

হালকা সুরে গান বাজছে সাউন্ড বক্সে। তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ। হেলতে দুলতে পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে এগিয়ে চলেছে খেলনাগাড়ি। নভেম্বরের কোনও এক সন্ধ্যা। খোলা আকাশের নীচে হাতে হাত রেখেছেন তরুণ-তরুণী। শীতল হাওয়া ছুঁয়ে যাচ্ছে শরীর। লাজুক হাসি মেয়েটির মুখে। লাল বেনারসিতে যেন পূর্ণিমার চাঁদের থেকেও বেশি সুন্দরী লাগছে তাঁকে। পলক পড়ছে না তরুণের। বিশেষভাবে তৈরি ওয়াগন কোচে বসেছে বিয়ের আসর। সাক্ষী হাতেগোনা কিছু অতিথি আর জ্যোৎস্নাস্নাত কাঞ্চনজঙ্ঘা। সবমিলিয়ে জমজমাট ‘ওয়েডিং অন হুইলস।’

স্বপ্ন মনে হচ্ছে? সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগী দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। এমন রোমাঞ্চকর পরিবেশে সেরে ফেলতে পারবেন শুভ পরিণয় কিংবা হানিমুনের ক্যান্ডেল লাইট ডিনার। হতে পারে জন্মদিন উদযাপনও। এর জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে রেল। একাধিক পর্যটন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সরাসরি ডিএইচআর-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে বা পর্যটন সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বুকিং করতে পারবেন পর্যটকরা।

পর্যটনশিল্পে নয়া চমক আনার পাশাপাশি লক্ষ্মীলাভেও নজির গড়ল ইউনেসকো হেরিটেজ তকমাপ্রাপ্ত টয়ট্রেন। গত ১৪৪ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ আয় হয়েছে বলে দাবি কর্তাদের। সবমিলিয়ে ২০২৫ অর্থবর্ষে ডিএইচআর-এর আয় ২৪.৬ কোটি টাকা। গত অর্থবর্ষে যা ছিল ২১.২ কোটি টাকা। দেশ-বিদেশের পর্যটক টানার ক্ষেত্রেও নিজেদেরই রেকর্ড ভেঙেছে ডিএইচআর। ২০২৩-’২৪ অর্থবর্ষে যাত্রীসংখ্যা ছিল ১.৭৪ লক্ষ। ২০২৪-’২৫ সালে সেটা বেড়ে হয় ২.৮ লক্ষ। শেষ অর্থবর্ষের তুলনায় প্রায় ১৫ শতাংশেরও বেশি আয় বৃদ্ধি হয়েছে, জানালেন ডিএইচআর কর্তারা। সংস্থার ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, ‘রেকর্ড পরিমাণ আয় হয়েছে। আয় আরও বাড়াতে এবং ডিএইচআর-কে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তুলতে আমরা বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ করছি। হেরিটেজ কামরা ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।’

রেল সূত্রে খবর, চার্টার্ড বা টয়ট্রেনের কামরা ভাড়ায় নেওয়ার চাহিদা ইদানীং বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই দেখেই পর্যটকদের আকর্ষিত করতে নজর দেওয়া হচ্ছে পরিষেবার মানোন্নয়নে। কলকাতার এক পরিবার তাদের ছেলের বিয়ে টয়ট্রেনে দিতে চেয়ে ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। সেই মতো ব্যবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছে। চলতি বছর নভেম্বরের শেষদিকে খেলনাগাড়িতেই এক বাঙালি যুগলের বিয়ে হওয়ার কথা। সেজন্য স্পেশাল ওয়াগন প্রস্তুত করা হচ্ছে তিনধারিয়ার ওয়ার্কশপে।

টয়ট্রেনের যে সমস্ত মালবহনকারী কামরা রয়েছে, সেগুলোকে বিয়ের মণ্ডপ বানানোর জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। এরপর দশের পাতায়

১৪৪ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ আয় ২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষে, দাবি ডিএইচআর কর্তার

- দেশ-বিদেশের পর্যটক টানার ক্ষেত্রেও নিজেদেরই রেকর্ড ভেঙেছে সংস্থাটি
- পর্যটক আকর্ষণ করতে টয়ট্রেনেই জন্মদিন, বিয়ে আয়োজনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে
- বিশেষভাবে তৈরি ওয়াগন কোচ, ডাইনিং শেড তৈরি হচ্ছে তিনধারিয়ার ওয়ার্কশপে

নভেম্বরে সাতপাকে বাঁধা পড়বেন কলকাতার এক যুগল

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সঙ্গে কুকীর্তিতে ধৃত প্রতিবেশী

নেশা করিয়ে যৌন হেনস্তা

রাজেশ দাশ

মাথাভাঙ্গা, ৫ ফেব্রুয়ারি : বাড়িতে অভিভাবকদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নাবালক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠল দুই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, হেনস্তার আগে ওই নাবালককে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে, ফুসলিয়ে মদ্যপান করানো হয়। এরপর নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার ওপর যৌন নির্যাতন চালান ওই দুই অভিযুক্ত। বৃহস্পতিবার ভোরে এলাকাবাসী এবং ওই নাবালকের পরিবারের লোক তাকে অভিযুক্তের বাড়ি থেকে উদ্ধার করেন। তড়িঘড়ি মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কিশোরকে। নাবালক এখন চিকিৎসাধীন। ঘটনা মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক এলাকার একটি গ্রামের।

- রাতে নাবালকের পরিবারের সদস্যরা কীর্তন শুনতে গিয়েছিলেন
- সেই সুযোগে ওই নাবালককে নিজের বাড়িতে ডেকে যৌন হেনস্তা করে এক প্রতিবেশী
- ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, আরেক অভিযুক্ত ফেরার

> পকসো ধারায় মামলা রুজু করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যদিও আরেক অভিযুক্ত ফেরার। তার সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
>
> **তন্ময় মুখোপাধ্যায়**
> অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

ঘটনার দিন নিগৃহীত ওই নাবালকের বাড়ি থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে কীর্তনের আসর চলছিল। তবে পরীক্ষা চলায় বাড়িতেই পড়াশোনা করছিল সে। রাত ১২টা নাগাদ তার বাড়ির লোক সেই আসরে কীর্তন শুনতে যান। অভিযোগ, সেই সুযোগে এক প্রতিবেশী নাবালককে তার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান নিজের বাড়িতে। এরপর তিনি জোর করে নেশা করিয়ে, আরও এক প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলে নাবালকের ওপর যৌন অত্যাচার করেন বলে অভিযোগ। ঘটনার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে নাবালকের বাড়ির লোক ফিরে এসে তাকে না পেয়ে খোঁজ করতে শুরু করেন। এর মধ্যে জানা যায় প্রতিবেশীর বাড়িতে আছে ওই কিশোর। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ওই প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে জড়ো হতে শুরু করেন। নাবালককে উদ্ধার করার পর অভিযুক্তের ওপর চড়াও হন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ। বেধড়ক মারে আহত হওয়ায় তাঁকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, নিগৃহীত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মা থানায় লিখিত অভিযোগে দায়ের করেছেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তন্ময় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো আইনের ধারায় মামলা রুজু করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যদিও আরেক অভিযুক্ত ফেরার। তার সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।'

জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, ওই কীর্তনের আসরে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে হইচই শুনে বেরিয়ে আসি। এরপর পাড়ার ওই কিশোরকে অভিযুক্তের বাড়ি থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

e-Tender Notice

The Chairman, Mal Municipality

invites e-Tender for APAS Scheme within Mal Municipality **eNIT No.** MM/C/APAS/13/2025-26 (Sl 01 to 05) **Tender ID.** 2026_MAD_999986_1 to 5
Last date of bidding (Online) : 12.02.**2026 up to 12:00 hrs.**
Details of Tender Documents will be available at **www.wbtenders.gov.in** and in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Chairman
Mal Municipality

NOTICE INVITING e-TENDER

Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & Secretary, DH&FWS Siliguri invites Notice Inviting E-Tender vide No. DH&FWS/1043 Dated 03.02.2026 in connection with the supply of laboratory chemicals, consumables and glasswares at Regional Food Testing Laboratory, Siliguri. The last date of submission of Bid is 23/02/2026 upto 04.00 p.m. For details please communicate office of the undersigned at 2nd Floor, Siliguri Mahakuma Parishad Building, Hakimpara, Siliguri or visit **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Dr T. Pramanik
Chief Medical Officer of Health, Derjeeling & Secretary DH&FWS, SMP

বিক্রয়

তুফানগঞ্জ রামহরি মোড়ের কাছে NH17 এ ৬ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। Call 8509812121. (K)

•

বক্সিরহাট সুভাষপল্লি মেন রোডে চার শতক জায়গা নতুন বাড়ি সমেত বিক্রি। (দালাল নহে)। মো- 9330809034. (D/S)

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
Mahish Bathan, Coochbehar
RECRUITMENT OF PGT (POLITICAL SCIENCE)
ELIGIBILITY CRITERIA :
- M.A. in POLITICAL SCIENCE; B.Ed.
- Candidates must have proficiency in English Speaking.

Please Send your resume at the latest by 15th February, 2026
Email ID : binamohitmemorialschool@rediffmail.com

পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞপ্তি নং. এসআইজি_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ০৩.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। (১) ই-টেন্ডার নং.: এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_৪২_ওটিআর, তারিখ ০৩.০২.২০২৬। কাজের নাম : মালদা ডিভিশনের ৯টি স্টেশনে বর্তমান নন-আরডিএসও ধরণের অগ্নি সনাক্তকরণ এবং অ্যালার্ম সিস্টেম প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা। টেন্ডারের মূল্য : ₹ ৪৬,২৮,১৪৫.০০; বায়না অর্থ : ₹ ৯২,৬০০.০০; ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় : ১১.০২.২০২৬ তারিখ থেকে ২৫.০২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিশ বোর্ড: www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা।
MLD-314/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট, গাড়ি কেনার লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। (M) :- 9775137242.

কর্মখালি

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িবাসীদের নিজ এলাকায় পার্ট/ফুল টাইম কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ। M - 9474875922. (K)

•

রেস্টুরেন্টে রুটি করতে এক্সপার্ট ছেলে চাই। বেতন ১২০০০/- থাকা-খাওয়া ফ্রি। শিলিগুড়ি। ফোন : 9832206061.

•

ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, বেতন 14,000/-, মাসে ছুটি আছে। অফিসে কাজের জন্য মহিলা চাই। বেতন :- 6000/-. M : 8653609553. (C/120421)

ভাড়া

শিলিগুড়িতে কোচিং সেন্টার খোলার জন্য পার্কিং সহ ভাড়ায় স্পেস প্রয়োজন। (M) 7311103567. (C120412)

•

Rent for Godown 4200 sqft $2^1/_2$ Mile Checkpost. Call 9434049894, 9851414992. (C/120501)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৫৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৫৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

আমি Mamijul Haque, ড্রাইভিং লাইসেন্সে Manijul Haque ছিল। 5/2/26 তারিখে APD EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Manijul এবং Mamijul এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/120122)

•

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত ২৯/১/২০২৬ তারিখে J.M 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি ANITA DAS এবং ANIMA DAS এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (CR No-120243)

•

I Akram Haque S/o Aktar Ali, Jalpaiguri W.B. have change my father name Aktar Ali vide affidavit Dt.22.01.26 at J.M, 2nd Court Jalpaiguri declared that. Aktar Ali and Aptar Ali is same and one Identical person. (CR No.-120241)

•

আমার স্ত্রীর জমির দলিল নং I-238, তাং 19.01.1993, L.R. খতিয়ান নং 3231, J.L. No. 249, মৌজা - পানিশালা, আমার নাম এবং স্ত্রীর নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 03.02.26, C.J. (JR. DIVN:) ADDL Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা স্ত্রী Milan Das, W/o. Sukumal Das এবং Milan Rani Das, W/o. Sukumar Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। আমার স্ত্রীর পুরো শুভ ও সঠিক নাম Milan Das W/o. Sukumal Das সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। -Sukumal Das, গ্রাম ও পো : পানিশালা, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার, পিন : 736134, প: ব:। (C/119541)

•

Digital Ration Card No. SPHH 001164 3646 আমার এবং বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। বাবার ভোটার কার্ড নং WII 2225993 এবং তাঁর আধার কার্ড নং 6721 7099 4515 বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। ভোটার তালিকা 2002, ক্রমিক নং 104, 8-নাটাবাড়ি, বিধানসভা কেন্দ্র অংশ নং 87 বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 31-01-26, J.M. (1st Class) 3rd Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Ojajd Ali এবং Oyajed Ali, বাবা Ajgar Ali, Ajgar Miya এবং Ajgar Ali Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার শুভ এবং সঠিক নাম Ojajd Ali এবং বাবার শুভ এবং সঠিক নাম Ajgar Ali সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম : কুলিডাঙ্গা, পো : ডাউয়াগুড়ি, থানা : কোতোয়োলি, জেলা : কোচবিহার, প: ব:। (C/119540)

অ্যাফিডেভিট

I SUMON ROY S/o GOPAL ROY Kharija Berubari, PS Kotwali Dt Jalpaiguri 735122 shall henceforth be known as SUMAN ROY as Declared before Ex. Magistrate Court Jalpaiguri, WB. Vide Affidavit No. 4318 Dt.30/01/26 SUMON ROY and SUMAN ROY. Both are same and Identical Person. (CR No.-120244)

•

আমি Saidul Mondal, S/o - Nabo Miah, গ্রাম - গাঁওচুলিকা. পোস্ট - নাজিরহাট, থানা - দিনহাটা, জেলা - কোচবিহার, আমার মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে (Reg. No. 18/07, Dt- 09-02-2007) মেয়ের নাম (Sahida Khatun), বাবার নাম (Saidul Haque) ভুল থাকায় গত 13-01-2026 তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে বাবার নাম Saidul Haque থেকে Saidul Mondal করা হইল। যাহা উভয় ব্যক্তি এক ও অভিন্ন। (120533)

•

আমি Md. Nazrul Islam, পিতা - Anisur Rahman সাং - নয়াবস্তি, কালিয়াচক, মালদা। আমার ছেলে Md Hasim Reja -এর জন্ম শংসাপত্রে (যার রেজিঃ নং 646, তাং 09/04/1998) ভুলবশত আমার নাম Md. Najrul Islam ও ছেলের নাম Hasim Reja লেখা রয়েছে। গত 10/01/26 তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, মালদা থার্ড কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম - Md Najrul Islam সংশোধন করে Md Nazrul Islam ও ছেলের নাম Hasim Reja সংশোধন করে. Md Hasim Reja করা হইল।

CINEMA সিনেমা

Now Showing at BISWADEEP
খাঁচা
Time : 1 P.M.
BORDER-2
Time : 4 P.M. & 7:30 P.M.
*ing : Sunny Deol, Varun Dhawan

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

খাঁচা	SHOW TIME 11.00 AM BENGALI (A)
বিজয়নগরের হীরে	SHOW TIME 1.15 PM BENGALI (U)
BORDER2	SHOW TIME 4.00 PM, 7.30 PM HINDI (U/A)

আজ টিভিতে

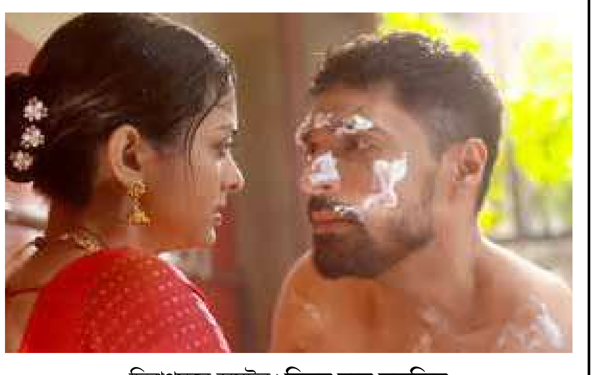

দ্বিরাগমনে অঘটন। **মিলন হবে কতদিনে**
রাত ৯.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০৫ অমানুষ, দুপুর ১.৩০ লাভেরিয়া, বিকেল ৪.৩০ ঘরে বাইরে, সন্ধে ৭.০০ লভ এক্সপ্রেস, রাত ১০.০০ শ্রীমান ভূতনাথ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ চন্দ্রমল্লিকা, দুপুর ১.০০ খোকাবাবু, বিকেল ৩.১৫ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.৩০ আওয়ারা, রাত ১০.৩০ অপরাধী
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ সংঘর্ষ, বেলা ১১.৩০ এক চিলতে সিঁদুর, দুপুর ২.০০ সত্য মিথ্যা, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, রাত ৮.০০ বন্দি, ১১.০০ প্রিয়তম মনে রেখো
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বোধন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অধিকার
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সজনী
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১.২০ হমকো তুমসে পেয়ার হ্যায়, বিকেল ৪.১০ ম্যায় তেরা হিরো, সন্ধে ৬.৫০ অচানক, রাত ১০.২০ অস্ত্র
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৫০ অগ্নি সাক্ষী, দুপুর ২.১০ ইজ্জত কি রোটি, বিকেল ৪.৩৭ তেজস্বিনী, সন্ধে ৭.৫০ ইয়ারানা, রাত ১০.৪০ ডিস্কো ডান্সার
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.০০ বালা, বিকেল ৩.১২ ভূত পুলিশ, বিকেল ৫.৩৫ হম তুম, সন্ধে ৭.৫৭ ইন্দু কি জওয়ানি, রাত ১০.০০ জিগরা

ডিস্কো ডান্সার রাত ১০.৪০
সোনি ম্যাক্স টু

অমানুষ সকাল ১০.০৫
জলসা মুভিজ

আইস রোড রেসকিউ বিকেল ৫.০০ **ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক**

বিজ্ঞাপনের ঠিকার জন্য ই-নিলাম

রঙিয়া ডিভিশনে ডিসপ্লের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপন অধিকার ঠিকার জন্য ই-নিলাম। বিস্তারিত নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং:** এডিভিটি-আরএনওয়াই-২৬-২, **নিলাম শুরু (সবগুলি লট) :** ১৮-০২-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায়, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় :** ১৮-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়, **রেট ইউনিট :** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, **ট্রিপ/দিন :** ১০৯৬, প্রাথমিক কুলিং অফ -এর সময় : ৩০ মিনিট। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান : ১০ মিনিট। স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণের সময়সীমা : ১২০ সেকেন্ড। সর্বাধিক স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ : ১০ বার।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-ওএইচ-১৭৯-২২-৩ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	রঙিয়ার ইকো পার্কের কাছে ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার হাউসে স্থিত রেলওয়ে ওয়াটার ট্যাঙ্ক-এ দেওয়াল পেইন্টিং-এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের অধিকার।
এএ/২	এডিভিটি-আরএনওয়াই-বিভিই উ-ওএইচ-২০৫-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য বালিপাড়া (বিভিইউ)-ধলাইবিল (ডিকিউএল) স্টেশনের মধ্যে রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) নং. ৩৪০-এ ৪০০ বর্গফুট হোর্ডিংয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের অধিকারের ঠিকা।
এএ/৩	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এমএসএমআই-ওএইচ-২০৪-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অব হোম)	০৩ বছর সময়ের জন্য মিসামারি (এমএসএমআই) এবং রাঙাপাড়া নর্থ (আরপিএন) স্টেশনের মধ্যে রোড ওভার ব্রিজ (আরওবি) নং.আরটি ৩২২-এ ৪০০ বর্গফুট হোর্ডিংয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য আউট অব হোম বিজ্ঞাপনের অধিকারের ঠিকা।
এবি/১	এডিভিটি-আরএনওয়াই-জিভিআর-ওএসএন-১৯৪-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য গোরেশ্বর (জিভিআর) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৫০০ বর্গফুট।
এবি/২	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-ওএসএন-২১৩-২৫-২ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য নিউ বঙাইগাঁও (এনবিকিউ) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ১০০০ বর্গফুট।
এবি/৩	এডিভিটি-আরএনওয়াই-সিজিএস-ওএসএন-২১৯-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য চাংসারি (সিজিএস) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/৪	এডিভিটি-আরএনওয়াই-জিপিজেড-ওএসএন-১৬৯-২৪-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য গহপুর (জিপিজেড) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ২০০ বর্গফুট।
এবি/৫	এডিভিটি-আরএনওয়াই-বিআইজেড-ওএসএন-২১৭-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য বাইহাটা (বিআইজেড) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/৬	এডিভিটি-আরএনওয়াই-সিপিকিউ-ওএসএন-২২০-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য চাপরাকাটা (সিপিকিউ) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/৭	এডিভিটি-আরএনওয়াই-কেডিকেএন-ওএসএন-২২৫-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য কেন্দুকোনা (কেডিকেএন) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/৮	এডিভিটি-আরএনওয়াই-জিওই-ওএসএন-২২৩-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য ঘোগ্রাপার (জিওই) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/৯	এডিভিটি-আরএনওয়াই-কেটিসিএইচ-ওএসএন-২২৮-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য কৈঠালকুচি (কেটিসিএইচ) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/১০	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এনএমএম-ওএসএন-২২৭-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য নিউ মিসামারি (এনএমএম) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/১১	এডিভিটি-আরএনওয়াই-টিবিএইচ-ওএসএন-২৩৩-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য টাংলাবাহার (টিবিএইচ) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/১২	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এজেডএ-ওএসএন-২১৬-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য আজারা (এজেডএ) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।
এবি/১৩	এডিভিটি-আরএনওয়াই-এইচএমএল-ওএসএন-২২২-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	তিন বছর সময়ের জন্য হেলেম (এইচএমএল) স্টেশন চত্বরের ভেতরে ও বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের (নন-ডিজিটাল) জন্য রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক ঠিকা, মোট আয়তন ৪০০ বর্গফুট।

এই ই-নিলাম ক্যাটালগটি ইতিমধ্যে রেলওয়ে ওয়েবসাইট তথা www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম মডিউলের মাধ্যমে ০৩-০২-২০২৬ তারিখে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, লামডিং-এ চুক্তিভিত্তিক পার্ট টাইম স্কুল শিক্ষক নিয়োগের জন্য ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ

বিজ্ঞপ্তি নং. : আরএইচএসএস/এলএমজি/কন্ট্রাকচুয়াল পিটি-I/২০২৬ তারিখ : ০৪-০২-২০২৬
শুরুর তারিখ : ২৭-০১-২০২৬ বন্ধের তারিখ : ১০-০২-২০২৬
শুরুর সময় : ১৭:০০ টা বন্ধের সময় : ১৭:০০ টা

১। রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, লামডিং-এ শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণের জন্য উপযুক্ত প্রার্থীদের সম্পূর্ণরূপে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে "ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ" পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই নিয়োগ হবে পার্ট টাইম ভিত্তিতে নির্দিষ্ট একত্রিত মাসিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে, যার মেয়াদ সর্বাধিক ২০০ কর্মদিবস (দুই শত কর্মদিবস) অথবা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড থেকে নিয়মিতভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ হওয়া পর্যন্ত বা নিয়মিত রেলওয়ে কর্মচারীর প্রাপ্যতা পর্যন্ত, যেটি আগে ঘটে অথবা রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা পরবর্তী নির্দেশ অনুযায়ী।

২। চুক্তিভিত্তিক পার্ট টাইম নিয়োগের জন্য শিক্ষকদের শূন্যপদের বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং.	শিক্ষকের বিভাগ, বিষয় ও বিদ্যালয়	সম্প্রদায় ভিত্তিক পদের সংখ্যা: এসসি	এসটি	ওবিসি	ইউআর	ইডব্লিউএস	মোট শূন্য পদ	ইন্টারভিউয়ের তারিখ, সময় এবং স্থান
১	স্নাতকোত্তর শিক্ষক (পিজিটি) :	-	-	০১	০৫	-	০৬	১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ - পিজিটি, টিজিটি (কম্পিউটার) ও পিআরটি পদের জন্য
i	পিজিটি (অর্থনীতি) = ১							
ii	পিজিটি (হিন্দি) = ১							
iii	পিজিটি (সমাজবিজ্ঞান) = ১							
iv	পিজিটি (শারীরিক শিক্ষা) = ১							
v	পিজিটি (কম্পিউটার বিজ্ঞান) = ১							
vi	পিজিটি (লজিক ও দর্শন) = ১	মোট ০৬ টি পদ অর্থনীতি - ০১ টি পদ, হিন্দি - ০১ টি পদ, সমাজবিজ্ঞান - ০১ টি পদ, শারীরিক শিক্ষা - ০১ টি পদ, কম্পিউটার বিজ্ঞান - ০১ টি পদ, লজিক ও দর্শন - ০১ টি পদ						১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ -টিজিটি, টিজিটি (নৃত্য ও সঙ্গীত) পদের জন্য
২	প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক (টিজিটি) :	০৪	০২	-	২১	০৩	৩০	রিপোর্টিং সময় ও নথি যাচাই: ০৯:৩০ টায়
i	টিজিটি (জীববিজ্ঞান) = ০২	জীববিজ্ঞান - ০২টি পদ, কলা - ১৩টি পদ, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান - ০৫টি পদ, অঙ্কন - ০১টি পদ, শারীরিক প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষক - ০১টি পদ, কম্পিউটার বিজ্ঞান - ০৬টি পদ, সঙ্গীত - ০১টি পদ, নৃত্য - ০১টি পদ, মোট - ৩০টি পদ						ইন্টারভিউয়ের সময়: সকাল ১১:০০ টায়
ii	টিজিটি কলা (অসমীয়া) = ০২ টিজিটি কলা (বাংলা) = ০১							
iii	টিজিটি (কলা) = ০৮							
iv	টিজিটি (বিশুদ্ধ বিজ্ঞান) = ০৫							নথি যাচাই ও ইন্টারভিউয়ের স্থান:
v	টিজিটি (হিন্দি) = ০২							
vi	টিজিটি (অঙ্কন) = ০১							
vii	শারীরিক প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষক = ০১							রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসাম
viii	টিজিটি কম্পিউটার শিক্ষক = ০৬							
ix	টিজিটি সঙ্গীত শিক্ষক = ০১							
x	টিজিটি নৃত্য শিক্ষক = ০১							
৩	প্রাথমিক শিক্ষক (পিআরটি) :	০২	০১	-	০৭	০১		
	পিআরটি (ইংরেজি মাধ্যম) = ০৯	পিআরটি -এর জন্য মোট ১১টি পদ						
	পিআরটি (হিন্দি) = ০১							
	পিআরটি (অসমীয়া) = ০১							

বিঃদ্রঃ : প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হলে প্রয়োজন অনুযায়ী ইন্টারভিউয়ের দিন পরবর্তী দিন অবধি বাড়ানো হতে পারে।
পারিশ্রমিক : চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত একত্রিত মাসিক পারিশ্রমিক নিম্নরূপ-
(i) স্নাতকোত্তর শিক্ষক (পিজিটি) সকল বিষয় - ২৭,৫০০/- টাকা প্রতি মাসে
(ii) প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক (টিজিটি) সকল বিষয় - ২৬,২৫০/- টাকা প্রতি মাসে
(iii) প্রাথমিক রেলওয়ে শিক্ষক (পিআরটি) সকল বিষয় - ২১,২৫০/- টাকা প্রতি মাসে
বয়স সীমা : ইন্টারভিউয়ের তারিখ অনুযায়ী প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে হতে হবে (কেভিএস-এর নিয়ম অনুযায়ী) এবং নির্বাচিত প্রার্থী ৬৫ বছর বয়সের পরে তাদের চুক্তিভিত্তিক পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যোগ্য হবেন না।
আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটটি দেখুন : www.nfr.indianrailways.gov.in (জেনারেল ইনফো - ডিপার্টমেন্টস - পার্সোনেল - নোটিশ বোর্ড)।

প্রধান শিক্ষক, রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পারিবারিক জীবনে শান্তি ও আনন্দ বজায় থাকবে। পুরোনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে। কর্মস্থল পরিবর্তন করতে হতে পারে। বৃষ : পড়ুয়ারা আজ বিশেষ কোনও সুযোগ পেতে চলেছেন। স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায় জটিল অবস্থা কেটে যাবে। প্রেমে শুভ। মিথুন : বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি। কর্মক্ষেত্রে আপনার নতুন কোনও পরিকল্পনা স্বীকৃতি পেতে পারে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্কট : নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু খেয়াল রাখুন। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তির খবরে বাড়িতে আনন্দ। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন। সিংহ : পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে আইনি সমস্যায় জেরবার হওয়ার সম্ভাবনা। রাস্তার খাবার থেকে সাবধান। অতিরিক্ত খরচ থেকে বিরত থাকুন। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের শত্রুতায় মানসিক চাপ বাড়বে। সম্পত্তি কেনাবেচায় শুভ যোগ। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। তুলা : বন্ধুদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। পুরোনো কোনও সমস্যার সমাধান হবে আজ। লেনদেনে সতর্ক থাকুন। বৃশ্চিক : আর্থিক দিক থেকে আজ স্থিতিশীলতা আসবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। সর্দিকাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। ধনু : অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তিতে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব এবং পদ পেতে চলেছেন। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। মকর : শিক্ষার্থীরা বড় কোনও সুযোগ পেতে পারেন। বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন। কুম্ভ : নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন, সাফল্য পাবেন। ব্যবসার সঙ্গে যুক্তরা সাফল্যের মুখ দেখবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। মীন : আজ কোনও সুখবর পেতে পারেন। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় ব্যবসায় সাফল্য মিলবে। চোখ ও কানের সমস্যায় ভোগান্তির সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ১৭ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৩ মাঘ, সংবৎ ৫ ফাল্গুন বদি, ১৭ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২০, অঃ ৫।২৩। শুক্রবার, পঞ্চমী রাত্রি ২।৫৪ হস্তানক্ষত্র রাত্রি ২।১৫। ধৃতিযোগ রাত্রি ১।৩৯। কৌলবকরণ দিবা ২।৩১ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ২।৫৪ গতে গরকরণ। জন্মে-কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ২।১৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, রাত্রি ২।৫৪ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৯।৬ গতে ১১।৫২ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৩৭ গতে ১০।১৫ মধ্যে। যাত্রা-শুভ উত্তরে ও পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ১১।১৮ গতে পূর্বে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ১।৩৯ গতে যাত্রা নাই, শেষরাত্রি ৪।২৭ গতে যাত্রা মধ্যম মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম-গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজপবন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন বীজসংগ্রহ কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবাহ-রাত্রি ৮।৩ গতে ৮।৩৭ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ১০।১৫ গতে ১।৩৯ মধ্যে কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিকলগ্নে সুতহিবুকযোগ বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩৩ মধ্যে ও ৮।২০ গতে ১০।৩৮ মধ্যে ও ১২।৫৭ গতে ২।৩০ মধ্যে ও ৪।২ গতে ৫।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৪ গতে ৮।৫৪ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৪।২১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ১০।৩৩ গতে ১১।২৩ মধ্যে ও ৪।২১ গতে ৬।২০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

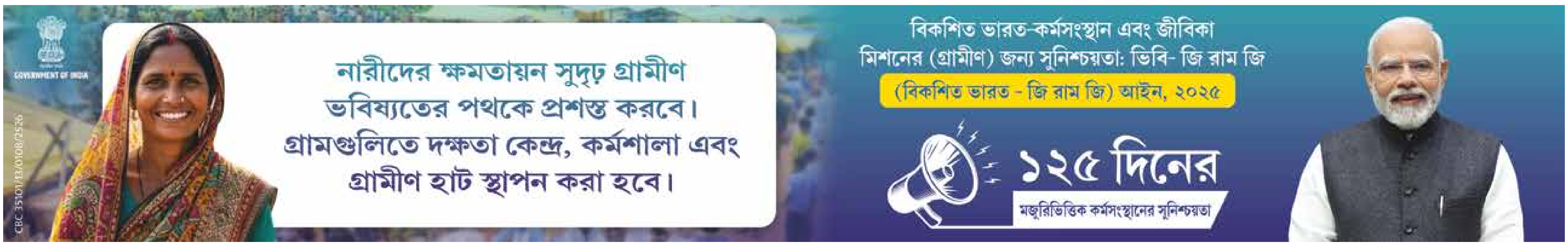

স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্টে শয্যা ফাঁকা

মেডিকেলে মেঝেতে চিকিৎসা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীরা বিভিন্ন ওয়ার্ডের করিডরে শুয়ে চিকিৎসা পরিষেবা নিচ্ছেন। অথচ স্বাস্থ্য দপ্তরের নথি বলছে, এখানে বরাদ্দ মোট শয্যার ৭৭ শতাংশে রোগী ভর্তি রয়েছেন। অর্থাৎ ২৩ শতাংশ শয্যা ফাঁকা। ফলে যে সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স ও অন্য কর্মী রয়েছেন, তা পরিষেবা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে সমস্যা কোথায়? স্বাস্থ্য দপ্তরের নথি অনুযায়ী তো রোগীদের করিডরে শুয়ে মশার কামড়, কুকুরের কামড়ের ভয়ে চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার কথা নয়। রোগীদের মধ্যেও এই পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এত বড় মেডিকেলে এসে কেন করিডরে এভাবে অনাদরে চিকিৎসা করাতে হবে, সেই প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক অবশ্য বলেছেন, 'একটা মেডিকেলে প্রচুর অন্তর্বিভাগ থাকে। সেখানে কোথাও শয্যার তুলনায় বেশি রোগী ভর্তি থেকে চিকিৎসা নেন, কোথাও আবার শয্যা ফাঁকা থাকে। স্বাস্থ্য ভবন একটা নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে হিসাব কষে।'

করিডরে রোগীকে সেলাইন দেওয়া হচ্ছে। -সংবাদচিত্র

স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, মেডিকেলে বর্তমানে ৭৬৩টি শয্যা রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের হিসাব অনুযায়ী এখানে ৭৭ শতাংশ শয্যা ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ মেডিকেলের যত শয্যা রয়েছে, তার পুরোটা ব্যবহার হয়নি। সম্প্রতি রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে বৈঠকে এসে দাবি করেছেন, এখানে যে পরিমাণ শয্যার ব্যবহার হয়, সেই তুলনায় চিকিৎসক, নার্স সহ অন্য বিভাগে পর্যাপ্ত কর্মী রয়েছে। তাহলে পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেই চিকিৎসক নেই, নার্স নেই, এসব বলা হচ্ছে কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, এখনও মেডিকেলের মেল মেডিসিন, ফিমেল মেডিসিন, সার্জারির মতো বিভাগগুলির বাইরে করিডরের দু'পাশে গদি অথবা মাদুর পেতে রেখে চিকিৎসা করা হচ্ছে। সেখানেই কখনো-কখনো কুকুর ঘুরছে, চারিদিকে মশামাছি ভনভন করছে। এর মাঝেই রোগীরা হাতে স্যালাইন গুঁজে চিকিৎসা নিতে শুয়ে রয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে মেল মেডিসিন ওয়ার্ডের করিডরে শুয়ে নকশালবাড়ির হাঁড়িপাড়ার বাসিন্দা রবি ওরাওঁ বলছিলেন, 'ডায়ারিয়ার সমস্যা নিয়ে মঙ্গলবার ভর্তি হয়েছি। ওয়ার্ডের ভিতরে শয্যা খালি না থাকায় এখানেই আমাকে রাখা হয়েছে। মশার কামড় তো রয়েইছে, মাঝেমধ্যেই এখানে কুকুর চলে আসছে। ভয়ে রাতে ঘুমও হয় না। ভিতরে একটা শয্যা পেলে ভালো হত। কিন্তু সেখানে ফাঁকা জায়গা নেই বলে জানানো হচ্ছে।'

হাসপাতাল সুপারের বক্তব্য, 'খাতায়কলমে ৭৬৩টি শয্যা থাকলেও মেডিকেলে গড়ে ১১০০ রোগী ভর্তি থেকে চিকিৎসা পরিষেবা নেন। মেল এবং ফিমেল মেডিসিন, সার্জারি, প্রসূতি বিভাগে সবচেয়ে বেশি রোগী থাকে। আবার চক্ষু, মনোরোগ সহ কিছু বিভাগে শয্যা খালিও থাকে। কাজেই যেখানে শয্যার চেয়ে রোগী বেশি আসে সেখানে মেঝেতে রেখেই চিকিৎসা করাতে হয়।'

- স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিসংখ্যানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ২৩ শতাংশ শয্যা থাকে ফাঁকা
- বাস্তবে শয্যার অভাবে বিভিন্ন ওয়ার্ডের করিডরে চিকিৎসা নিতে বাধ্য হন রোগীরা
- স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রোগীরা, সামগ্রিকভাবে ফাঁকা তত্ত্ব কর্তৃপক্ষের

টোটো চুরি করে ফ্যাসাদে, ধৃত

ব্যাটারিতে চার্জ না থাকায় ধরা পড়ল চোর

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : 'রাখে হরি তো মারে কে?' প্রবাদবাক্যটি বাংলায় বহুল প্রচলিত। এই প্রবাদবাক্যটিকে একটু বদলে 'রাখে হরি তো চুরি করে কে?' বলা হলে কী খুব ভুল বলা হবে! কেননা বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে যা ঘটল তাতে অনেকেই বলছেন, 'কপালই শেষ কথা'। কিন্তু কী এমন ঘটেছে।

রোজদিনের মতো এদিন সকালেও টোটো নিয়ে বেরিয়েছিলেন শান্তিপাড়ার বাসিন্দা রমজান আলি। দুপুরে জনবহুল এলাকা থেকে তাঁর টোটোটি চুরি হয়ে যায়। তবে আগের রাতে টোটো চার্জে বসাতে ভুলে যাওয়াই টোটোটিকে চুরি হওয়া থেকে আটকে দিল। ধরা পড়ল টোটো চোর। কিন্তু কীভাবে ঘটল এমন ঘটনা?

রমজান জানিয়েছেন, এদিন দুপুরে টোটো নিয়ে তিনি পৌঁছান শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে। টোটোতে খুব বেশি চার্জ না থাকায় সেখানে একপাশে টোটোটি রেখে চায়ের দোকানে গিয়েছিলেন। দোকান থেকে ফিরে এসে দেখেন টোটোটি আর নেই। টোটো দেখতে না পেয়ে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েন রমজান। এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজির পরও টোটোর কোনও হদিস না পেয়ে প্রধাননগর থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন।

এদিকে, অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এক অভিযুক্তকে টোটোটি নিয়ে পালিয়ে যেতে দেখা যায়। খোঁজ শুরু হয় অভিযুক্তের। পরে টোটো সহ অভিযুক্ত উত্তম সূত্রধরকে পাকড়াও করে পুলিশ। ধৃত দশরথপল্লি এলাকার বাসিন্দা। তাকে এদিনই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

অভিযুক্তকে নিয়ে আদালতের পথে পুলিশ। শিলিগুড়িতে।

পুলিশ জানিয়েছে, তল্লাশি চালানোর সময় গণেশ ঘোষ কলোনি এলাকায় উত্তমের হদিস মেলে। পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই চুরির কথা স্বীকার করে নেয় অভিযুক্ত। এরপর উত্তমের কথামতো রেগুলেটেড মার্কেট এলাকায় মাছের আড়তের পার্কিং এলাকা থেকে টোটোটি উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত জানায়, চুরির পর টোটোর ব্যাটারিতে চার্জ নেই দেখে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়ে চার্জার খুঁজতে বেরিয়েছিল সে। টোটোটি চোপড়া নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও, এই অবস্থায় এতদূর যাওয়া সম্ভব নয় বুঝতে পেরে দিশেহারা হয়ে পড়ে। টোটোটি কোথায় নিয়ে যাবে, বুঝতে না পেরে সেটি নিয়ে রেগুলেটেড মার্কেটের মাছের আড়তে চলে যায়। এরপর ব্যাটারি চার্জের জন্য হন্তদন্ত হয়ে ঘুরতে থাকে। আর এসবের মধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে পাকড়াও করে ফেলে পুলিশ। আদালতে তোলার পর ঠাঁই হল শ্রীঘরে।

পাওনা না পেয়ে অবস্থান পাতা সাপ্লায়ারদের

মানিকগঞ্জ, ৫ ফেব্রুয়ারি : বকেয়া টাকা না পেয়ে চা ফ্যাক্টরির সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন কাঁচা চা পাতা সাপ্লায়াররা। বৃহস্পতিবারের এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন নবজাগরণ চা ফ্যাক্টরিতে।

এদিন সকাল থেকে ফ্যাক্টরির সামনে অবস্থানে বসেন শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পাওনাদাররা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মানিকগঞ্জ আউটপোস্টের পুলিশ। শুক্রবার আউটপোস্টে ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পাওনাদারদের বৈঠকের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেওয়ায় সাময়িকভাবে অবস্থান বিক্ষোভ উঠে যায়।

পাওনাদারদের অভিযোগ, প্রায় কোটি টাকার ওপরে বকেয়া না মিটিয়ে ফ্যাক্টরি বিক্রি করে পালিয়ে যাওয়ার ফন্দি এঁটেছে মালিক কর্তৃপক্ষ। এতেই শঙ্কিত হয়ে ফ্যাক্টরির সামনে অবস্থানে বসেন তাঁরা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি ওই চা ফ্যাক্টরিতে বিগত কয়েক মাস ধরে কাঁচা চা পাতা সরবরাহ করেন প্রায় ২০ জনের মতো কাঁচা চা পাতা সাপ্লায়াররা। অভিযোগ, তিন মাস ধরে চা পাতা দিয়েও বকেয়া পাচ্ছেন না। কিছু অংশ পরিশোধ করে বিভিন্ন অজুহাতে তাঁদের ঘোরানো হচ্ছে। অথচ আড়ালে ফ্যাক্টরি বিক্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। শিলিগুড়ির বাসিন্দা সঞ্জয় রক্ষিত বলেন, প্রায় ৪১ লক্ষ টাকার পাতা সরবরাহ করেছি। কিন্তু বকেয়া ২৫ লক্ষ। রানিনগরের সফি কামাল বলেন, তাঁর ৯ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা পিনাকী কর্মকারের আড়াই লক্ষ, ধনতলার সুশান্ত পালের ৯ লক্ষ, স্থানীয় তরুণ সাহার ৪ লক্ষ, সফিকুল আলমের ৩ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে বলে দাবি করেছেন।

পাওনাদারদের অভিযোগ, তাঁদের মধ্যে অনেকে ঋণ নিয়ে কৃষকের কাছ থেকে চা পাতা কিনেছেন। পাতা বিক্রির টাকা না পেয়ে এখন ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না। সুদের বোঝা বইতে হচ্ছে।

এদিকে, টাকা না মেটানোয় প্রায়ই কৃষকরা বাড়িতে এসে হুমকি দিচ্ছেন। অনেকেই কৃষকদের ভয়ে রাতে বাড়িতে থাকতে পারছেন না। শিলিগুড়ির বাসিন্দা সঞ্জয় রক্ষিত বলেন, 'আমাদের বকেয়া পাওয়ার ব্যবস্থা করা না হলে আমরা ফ্যাক্টরি খুলতে বা হস্তান্তর হতে দেব না।'

এই ব্যাপারে ফ্যাক্টরির মালিক অপূর্ব রায় বলেন, 'এক বছরের জন্য এক ব্যক্তি ওই ফ্যাক্টরিটি লিজে নিয়েছিল। সে সময়ের মধ্যে ওই পাতা ক্রয় করা হয়েছে। সে সময়ের বিদ্যুৎ বিল বাবদ প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা মেটায়নি।' মালিকপক্ষের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এক সদস্য দিলীপকুমার দাস জানিয়েছেন, লিজে নেওয়া ব্যক্তিকে পাওনাদাররা তাঁদের কাঁচা পাতা সরবরাহ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁদের কোনও দায় নেই। তাঁরা ফ্যাক্টরিটি বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছেন।

সোহরাই উৎসবে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী সাজে দুই আদিবাসী খুদে। মাটিকুন্ডায় সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

তার চুরিতে পাকড়াও তিন

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে ইলেক্ট্রিক তার চুরির পর সেটাকে পুড়িয়ে একটি কাবাড়ির দোকানে বিক্রির সময় বুধবার রাতে হাতেনাতে পাকড়াও হলেন দুই তরুণ। ঘটনায় ওই কাবাড়ির দোকানের মালিককেও গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত কাবাড়ির দোকানের মালিকের নাম শংকর বসাক। তিনি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তনগরের বাসিন্দা। অন্যদিকে, চুরি করে সামগ্রী বিক্রি করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া বিশ্বনাথ মণ্ডল ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের শাস্ত্রীনগর এবং সুদীপ মালো মাঝাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বুধবার শাস্ত্রীনগর এলাকায় একটি নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে ইলেক্ট্রিক তার চুরির অভিযোগ জমা হয়। এরপর ভক্তিনগর থানা এলাকার বিভিন্ন কাবাড়িখানা ঘুরে দেখে পুলিশ। শেষে সেবক রোডের একটি কাবাড়িখানা থেকে দোকানের মালিক সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

লাইনচ্যুত ট্রেন

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : ওড়িশায় লাইনচ্যুত হল চেন্নাই সেন্ট্রাল-নিউ জলপাইগুড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ৫১ মিনিট নাগাদ জাজপুর জেলার জাখাপুরা স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয় ট্রেনটি। লাইন থেকে বেরিয়ে যায় একটি এসি এবং দুটি জেনারেল কামরা। খবর পেয়ে রেলের উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। লাইনচ্যুত বগিগুলিকে ইঞ্জিন থেকে বাদ দিয়ে ওই বগির যাত্রীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে এনজেপির দিকে রওনা করা হয় ট্রেনটিকে। এই ঘটনায় কেউ আহত হননি বলে রেল সূত্রে খবর।

বকেয়া কর আড়াই কোটি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : বকেয়া কর আদায় করতে ছাড় ঘোষণা করেছিল মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত। সেইসঙ্গে বিভিন্ন সময় বুথভিত্তিক শিবিরও করা হয়েছিল। তবে তারপরেও পাহাড়প্রমাণ বকেয়া রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উন্নয়নমূলক কাজের গতি থমকে গিয়েছে বলে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। পথবাতি, নিকাশিনালা সহ একাধিক প্রকল্পের কাজ নতুন করে শুরু করা কিংবা সংস্কার করা সম্ভব হচ্ছে না বলেও দাবি। আর এই নিয়ে বিরোধী শিবিরের পঞ্চায়েত সদস্যদের দাবি, যথেষ্ট পরিমাণেই কর আদায় হচ্ছে। তবে তার হিসেব প্রকাশ করা হচ্ছে না।

সূত্রের খবর, বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা কর বকেয়া রয়েছে। বকেয়া কর পঞ্চায়েতের ১৪টি সংসদের বসতবাড়ির। কর্তৃপক্ষের দাবি, কোনও কোনও বাড়ির কর বকেয়া রয়েছে ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। এই পরিস্থিতিতে বকেয়া আদায়ে মোট বকেয়ার উপর ১০ থেকে ২০ শতাংশ ছাড় দেওয়া শুরু হয়। সেইসঙ্গে বুথভিত্তিক শিবিরও চালু করা হয়েছিল। তাতে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে আনুমানিক ৭২ লক্ষ টাকা কর আদায় হয়। তাতেও বকেয়া করে লাগাম টানা সম্ভব হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কিছুটা কঠোর মনোভাব পোষণ করতে চলেছে বলে খবর। কর্তৃপক্ষের দাবি, বকেয়া কর পরিশোধে অনীহা কাটাতে পঞ্চায়েত আইনের ধারা অনুসারে পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান হরেন্দ্রনাথ বর্মন বলছেন, 'আমার সময়কালে বছরে গড়ে ৪০ হাজার টাকা করে কর আদায় হত।' বর্তমান প্রধান কৃষ্ণ সরকারের বক্তব্য, 'এই এলাকায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নেই। শুধুমাত্র বসতবাড়ি থেকেই কর আদায় করা হয়। শেষ অর্থবর্ষে ৭২ লক্ষ টাকা কর আদায় করা

মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

হয়েছিল। তবে আমরা কর আদায়ের ক্ষেত্রে একাধিক পদক্ষেপ করেছি। তবে এখনও বকেয়া করের অঙ্ক প্রায় আড়াই কোটি টাকা। এই পরিস্থিতিতে আমরা এবার বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত আইন অনুসরণ করব। প্রয়োজনে আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

এবিষয়ে পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা রানা রায় বলেন, 'প্রতিদিনই সাধারণ মানুষ কর জমা দিতে পঞ্চায়েত অফিসে ভিড় জমাচ্ছেন। যদিও কর্তৃপক্ষের কাছে দরবার করেও তার সঠিক কোনও তথ্য আমরা পাচ্ছি না। বকেয়া কর আদায় ইস্যুতে কর্তৃপক্ষ দ্রুত শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক।'

নাবালিকা গর্ভবতী, গ্রেপ্তার স্বামী

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন এলাকায় ফের নাবালিকা মা হওয়ার ঘটনা সামনে এল। এক্ষেত্রেও প্রেম করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনার কথা প্রকাশ্যে এসেছে। জানা গিয়েছে, প্রেম করে বিয়ে করার পর ওই নাবালিকা এবং ছোটু নামে তরুণ ভাড়াবাড়িতে থাকছিল। এরমধ্যেই গর্ভবতী হয়ে পড়ে ওই নাবালিকা স্ত্রী। জানুয়ারির ২৭ তারিখ নাবালিকাকে মাটিগাড়া ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করতে গেলে পুরো বিষয়টি জানাজানি হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে বিষয়টি জানালে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করা হয়। অবশেষে বুধবার রাতে অভিযুক্তকে পাকড়াও করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

মাটিগাড়া থানা এলাকায় প্রতিমাসে অন্তত ৫-৬ জন নাবালিকা গর্ভবতী হওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে শেষ কয়েকমাসে। নাবালিকাদের গর্ভবতী হওয়ার ঘটনায় অন্য জেলা থেকে পালিয়ে এসে মাটিগাড়া এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়ে থাকার বিষয়টিও সামনে এসেছে। শুধু তাই নয়, এলাকার একটা অংশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও সচেতনতার অভাব রয়েছে বলেও অভিযোগ। যা নিয়ে মাটিগাড়া এলাকায় বেশ চর্চাও রয়েছে। মাটিগাড়া থানার তরফে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে একাধিক জায়গায় ফ্লেক্স পর্যন্ত লাগানো হয়। তবে এতকিছুর মধ্যেও নাবালিকাদের গর্ভবতী হওয়ার ঘটনা কিছুতেই যেন আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না।

গত মাসেও নাবালিকা গর্ভবতী ঘটনায় চারজন পাকড়াও হয়েছিল। চলতি মাসের শুরুতেই সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও একটি নাম। পুলিশ সূত্রে খবর, বাইশ বছরের ছোটু সতেরো বছরের ওই নাবালিকাকে নিয়ে বছরখানেক ধরে মাটিগাড়া থানা এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া নিয়ে থাকছিল। ওই নাবালিকার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ এলাকায় বাড়ি। ইতিমধ্যেই নাবালিকার পরিবারকে খবর দিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানানো হয়েছে।

পুলিশের সচেতনতা পোস্টার।

সৎবাবার যৌন হেনস্তা কিশোরীকে

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : সৎবাবার রোষে ১৪ বছরের কিশোরী। মা বাড়ির বাইরে গেলেই সৎবাবার যৌন হেনস্তার শিকার হতে হত ওই নাবালিকাকে। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সে মাকে সব বলার পরেই কার্যত হতবাক ওই মহিলা। নিজের মেয়ের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে দ্বিতীয়পক্ষের ওই স্বামীর বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন ওই মহিলা।

অভিযোগের পরেই পুলিশের তরফে ওই নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে পগারপার হয়ে যান অভিযুক্ত সৎবাবা। বুধবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত স্বামী ও অভিযোগকারী স্ত্রী দুজনেরই প্রথমপক্ষের পরিবার রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার সূত্র ধরে ওই দুজনের মধ্যে পরিচয় হয়েছিল। ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকায় দুজনেই সিদ্ধান্ত নেন, আগের পরিবার ছেড়ে দিয়ে নতুন করে সংসার শুরু করবেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেয়েকে সঙ্গে নিয়েই দ্বিতীয় স্বামীর সংসারে আসেন ওই মহিলা।

তাঁর অভিযোগ, 'গত ২৮ তারিখ আমি বাড়ি ফিরে এসে দেখি, মেয়ে কান্নাকাটি করছে।' মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারেন, বাড়ি খালি থাকার সুযোগে যৌন হেনস্তা করেছে তার সৎবাবা। এরপরই মেয়েকে নিয়ে ভক্তিনগর থানায় ছুটে আসেন তিনি।

পুলিশের তরফে ওই নাবালিকার মেডিকেল টেস্ট করানোর পাশাপাশি জবানবন্দি নেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় দেড় বছর ধরে সৎবাবার অত্যাচারের শিকার হয়েছে ওই নাবালিকা। শেষমেশ মুখ খুলতে বাধ্য হয় সে। ওই নাবালিকাকে হোমে পাঠানো হয়েছে।

ফের আবর্জনায় ভরছে জোড়াপানি, ফুলেশ্বরী

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : জোড়াপানি এবং ফুলেশ্বরী নদী কি আদৌ কোনওদিন দূষণমুক্ত হবে? শহর শিলিগুড়িতে এমন প্রশ্ন এখন মুখে মুখে ফিরছে। কেন-না, শহরের বুক চিরে যাওয়া দুটি নদী বর্তমানে আবর্জনার বাধায় গতি হারিয়ে ফেলেছে। বিশেষ করে বাজার সংলগ্ন এলাকাগুলিতে এমন ছবি সবথেকে বেশি দেখা যাবে।

নদীতে যাতে কোনও আবর্জনা না ফেলা যায় সেজন্য দিনকয়েক আগে দুই নদীর উপর থাকা সেতুগুলিতে ফেন্সিং-এর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। যদিও তারপরেও ছবিটা বদলায়নি। এখনও মাঝ নদীতে আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যায়।

শহরবাসীর অভিযোগ, অনেকেই নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে প্রায় নিয়মিত আবর্জনা ফেলছেন। কেউ ফেন্সিংয়ের উপর দিয়ে, আবার কেউ ফাঁকফোকর খুঁজে সেখান থেকে আবর্জনা ভর্তি প্লাস্টিকের প্যাকেট ছুড়ে ফেলছেন নদীতে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ অনেকেই। তাঁদের দাবি, নদীতে আবর্জনা ফেলা আটকাতে পুরনিগমের তরফে জরিমানার প্রক্রিয়া চালু করা হোক। যদিও মেয়র গৌতম দেব অবশ্য নাগরিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে সমাধান সূত্র খুঁজে বের করার কথা বলছেন।

দীর্ঘসময় ধরে জোড়াপানি এবং ফুলেশ্বরী নদী অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে সেচ দপ্তরের তরফে পৃথক দুটি নদীতে সাফাই অভিযান চালানো হয়েছিল। সেই সঙ্গে দুটি নদীর গতিপথে থাকা একাধিক ছোট-বড় সেতুর দুই ধারে ফেন্সিং দেওয়া হয়। সেই তালিকায় ঘোগোমালি, সুভাষপল্লি, ফুলেশ্বরী বাজার সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রয়েছে। যদিও সেতুগুলির দুই ধারে ফেন্সিং বসিয়েও খুব একটা কাজ হয়নি বলে দাবি। কয়েকদিনের মধ্যেই দুটি নদীর বুকে আবারও আবর্জনার স্তূপ জমতে শুরু করেছে। বর্তমান সময়ে দুটি নদীই ফের একবার আগের রূপে ফিরে গিয়েছে বলা যায়।

জোড়াপানি নদী ঢেকেছে আবর্জনায়। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

এদিকে নদীতে আবর্জনা থাকা নিয়ে সেতু সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, পুরনিগমের তরফে নদীতে আবর্জনা ফেলতে নিষেধ করা হলেও অনেকেই তাতে কর্ণপাত করতে নারাজ। ঘোগোমালি সেতু সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী স্বপনকুমার দাস বলেন, 'ফেন্সিং বসানো হলেও নদীতে আবর্জনা ফেলা রোখা সম্ভব হয়নি। ফেন্সিংয়ের দু'ধারের ফাঁকফোকর দিয়ে অনেকে আবর্জনা ফেলে চলে যান। নিষেধ করলেও শুনতে চান না। শুধু আশপাশের এলাকার লোকজন নয়, দূরদূরান্ত এলাকার বহু বাসিন্দাও মাঝেমধ্যে আবর্জনা ফেলে চলে যান। সেইসঙ্গে নদীর দু'ধারের বসতবাড়িগুলি থেকেও নদীতে আবর্জনা ফেলা হয়।' নজরদারি চালাতে পুরনিগমের তরফে সিসিটিভি বসিয়ে আবর্জনা ফেলা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে জরিমানা আদায় করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন তিনি।

সুভাষপল্লি সেতু সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী গোপেশ ঘোষের বক্তব্য, 'কেউ ফেন্সিংয়ের পাশ দিয়ে আবর্জনা ফেলছেন। আবার কেউ ফেন্সিংয়ের উপর দিয়ে আবর্জনা নদীতে ছুড়ে ফেলছেন।'

সমস্যার সমাধান কীভাবে সম্ভব? মেয়র বলছেন, 'এটা আটকানোর রেডিমেড সলিউশন নেই। তবে আমরা নিয়মিত প্রচার চালাচ্ছি। প্রচারে আরও জোর দেব। নাগরিকদের সঙ্গে বৈঠক করে এনিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।' বিষয়টি নিয়ে মেয়রকে খোঁচা দিয়েছেন পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। তাঁর বক্তব্য, 'আগের মেয়র চিঠি লিখতেন। এখনকার মেয়র শুধু মিটিং করেন। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হচ্ছে না।' তিনি জানান, নদী দুটি বাঁচাতে সিসি ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি গ্রিন পুলিশিং চালু করা প্রয়োজন।

খাঁচাবন্দি

নাগরাকাটা, ৫ ফেব্রুয়ারি : খাঁচা পাতার তিনদিনের মাথায় ধরা পড়ল চিতাবাঘ। বুধবার রাত দশটা নাগাদ নাগরাকাটা চা বাগানে ওই বুনোটি ধরা পড়ে। রাতেই চিতাবাঘটিকে গরুমারার জঙ্গলে ছেড়ে দেয় খুনিয়া রেঞ্জ। খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার নির্মল এক্কা বলেন, 'উদ্ধার হওয়া চিতাবাঘটিকে রাতেই জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

খাবারের ব্যবসা যেন কুটিরশিল্পে পরিণত হয়েছে শিলিগুড়িতে। স্বাস্থ্যবিধি শিকেয় তুলে প্রায় দিনই নতুন ক্যাফে, ফাস্ট ফুডের দোকান খুলছে। সৌজন্যে প্রশাসনের উদাসীনতা আর খাদ্যপ্রেমীদের চোখ বন্ধ রাখার অভ্যেস। আজ তৃতীয় কিস্তি

‘আড়ালেই’ ক্লাউড কিচেন

খাচ্ছিটা কী

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : অ্যাপ-নির্ভর খাবারের ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে শহর শিলিগুড়িতে। রেস্তোরাঁ, ফাস্ট ফুড সেন্টারের পাশাপাশি সেই তালিকায় নাম লিখিয়েছে ক্লাউড কিচেন। বাড়িতে বসে যে কেউ এটা চালাতে পারেন। খরচ কম হয় রেস্তোরাঁ, ক্যাফে চালানোর তুলনায়। কিন্তু যার কোনও সাইনবোর্ড নেই, চাইলেও যে রান্নাঘরে উঁকি দিতে পারেন না ক্রেতারা, সেখানে কীভাবে কাজ চলছে- এসব খবর রাখবে কে? কোন ব্র্যান্ডের তেল ব্যবহার হল রান্নায়, সবজি বা মাংসটি বাসি কি না, এমন গুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর নেই কারও কাছে।

পুরনিগমের বিশেষ দল এর আগে অভিযানে বেরিয়ে ফাস্ট ফুড সেন্টার, রেস্তোরাঁ, ফুডকোর্টে ঢুঁ মারলেও ক্লাউড কিচেনে যায়নি। এ শহরে কতগুলো ক্লাউড কিচেন চালু রয়েছে, তার সঠিক পরিসংখ্যানও নেই পুরনিগমের কাছে। স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর কাছ থেকেও স্পষ্ট জবাব মিলল না।

অনলাইনে আবেদনের ভিত্তিতে ট্রেড লাইসেন্স পাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ, তারপর ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া’র নিয়ম মেনে আদৌ রান্না হচ্ছে বা অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিক আছে কি না, সেদিকে নজর থাকছে না কারও।

ছবি : এআই

দুলালের বক্তব্য, ‘জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এসব দেখা হয়। ওরা আমাদের অভিযানের কথা জানালে একজন করে ইনস্পেকটরের নেতৃত্বে টিম দিই।’ এদিকে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুরনিগমের এক আধিকারিক স্বীকার করলেন, অনলাইন অ্যাপে নথিভুক্ত এমন বহু ক্লাউড কিচেনের হদিস তাঁদের কাছে নেই। ফলে, পুরনিগমের খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের পক্ষে সেখানে অভিযান চালানো বা মান যাচাই করা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খোঁজখবর নিতে গিয়ে উঠে এল ভয়ংকর তথ্য। ধরা যাক, আপনি অনলাইন ফুড ডেলিভারি সংস্থার অ্যাপে ঢুকে একটি ক্লাউড কিচেনের তথ্যে দেখলেন, চার কিংবা তারও বেশি রেটিং স্টার রয়েছে। আপনার অগাধ বিশ্বাস জন্মাল। এরপর অর্ডার দিলেন। অথচ, বাস্তবে সেই খাবার রান্না হচ্ছে ভাড়া নেওয়া গ্যারাজে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। সেখানে দীর্ঘদিন ব্যবহার হতে হতে কালো হয়ে যাওয়া তেল, কৃত্রিম রংয়ের যথেচ্ছ ব্যবহার। অথচ, খাবারের মান যাচাই করার নির্দিষ্ট কোনও পরিকাঠামো বা তৎপরতা নেই।

শক্তিগড়ের ৬ নম্বর রাস্তায় বালিকা বিদ্যালয়ের পেছনে বাড়ি শুভজিৎ গোস্বামীর। তিনি এক ক্লাউড কিচেনে ফ্রায়েড রাইস অর্ডার করেছিলেন। প্রথম চামচ মুখে তুলতেই অস্বস্তি বোধ। ধরা পড়ে মরা মাছি।

শিলিগুড়ির তিনবাত্তি থেকে চম্পাসারি অবধি ব্যাঙের ছাতার মতো ক্লাউড কিচেন গজিয়ে উঠেছে। কোনওটি চলছে বাড়ির হেঁশেল থেকে, কোনওটি গ্যারাজ ভাড়া নিয়ে। ক্রেতার ভরসা পেতে অনেকেই আবার রান্না করার সময় ব্লগিং করে ভিডিও নিজের সমাজমাধ্যমের পেজে আপলোড করছেন এবং তারপর ফিরছেন আসল ছন্দে। কথায় বলে, সব চকচকে বস্তু সোনা হয় না।

কাজের ফাঁকে, দিনশেষে ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে এক ক্লিক করতেই সামনে হাজির হচ্ছে বিরিয়ানি কিংবা কন্টিনেন্টাল। ব্যস্ততার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে শরীরের দিকে খেয়াল রাখতে ভুলে যাচ্ছেন আমজনতা। কতটা ক্ষতি হয় শরীরের? চিকিৎসক কৌশিক সরকারের বক্তব্য, ‘দিনের পর দিন ধরে একই তেলে ভাজাভুজি করা হলে, সেই খাবারে পেটের সমস্যা অবধারিত। ফুড কালারযুক্ত খাবার বেশিদিন খেলে শরীরের বড় বিপদ হতে পারে।’

একাংশ ক্লাউড কিচেন স্বাস্থ্যবিধি মানে না, সে কথা স্বীকার করলেও সবাই এক নন বলে দাবি সুপ্রিয়া বিশ্বশর্মার। বলাকা মোড়ের কাছে তাঁর ক্লাউড কিচেন। সংসার চালাতে স্বামীকে সাহায্য করতেই ক্লাউড কিচেন শুরুর ভাবনা। বললেন, ‘আমরা বাড়িতে যা খাই, সেটাই অর্ডারে দিই। খারাপ খাবার কখনও যায় না।’ আশ্রমপাড়ায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ক্লাউড কিচেন চালান রানা দাস ও তাঁর এক সঙ্গী। রানার আশ্বাস, ‘ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে আমাদের কাছে। খারাপ খাবার মানুষকে খাওয়াব না কখনও।’

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

একটু বিশ্রাম।। মিরিকে ছবিটি তুলেছেন অর্ণব দত্ত।

ফের চালু হচ্ছে সাহুডাঙ্গির শ্মশান

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : ফের চালু হতে চলেছে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সাহুডাঙ্গির ‘বৈতরণি’ শ্মশানঘাট। বৈদ্যুতিক চুল্লি বিভ্রাটের জেরে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে শ্মশানটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-এর তরফে জানানো হয়েছে, সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন শেষে এবার বৈতরণির দায়িত্বভার শিলিগুড়ি পুনিগমের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আগামী সপ্তাহেই হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। যদিও তা কবে, স্পষ্ট করেননি এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। তবে মেয়র গৌতম দেব বলছেন, ‘আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। পরদিন থেকেই পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।’ বিষয়টি নিয়ে ভোটের রাজনীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়। শ্মশানঘাটটি জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত হওয়ায় পুরনিগম কীভাবে পরিচালনা করবে, প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

দীর্ঘ সময় ধরে বৈতরণি শ্মশানঘাটের চুল্লি বিকল থাকায় ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সহ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের বিপাকে পড়তে হচ্ছিল। তাঁদের বক্তব্য, শবদাহের ক্ষেত্রে মৃতের পরিজনদের প্রায়শই শিলিগুড়ির কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটে ছুটতে হয়। নিম্নবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে যা অনেক সময় ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে তাঁদের দাবি, এবার যেন পরিষেবা চালুর পর তা পুনরায় বন্ধ না হয়ে যায়। শ্মশানঘাট সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সুভাষকুমার সাহা বলেন, ‘কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে কাঠের চুল্লিতে দাহকাজ সারছেন। তবে এখানকার পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। শুনেছি আগামীতে শিলিগুড়ি পুরনিগম এই শ্মশানঘাটটি পরিচালনা করবে। আশা করছি সেক্ষেত্রে নতুন করে সমস্যার পুনরাবৃত্তি হবে না।’ স্থানীয় ব্যবসায়ী মানিক রায় বলেন, ‘শ্মশানঘাটটি নতুনভাবে চালু হলে অনেক সুবিধা হবে।’

পুরনিগমের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন শিখার

এসজেডিএ-র তরফে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে দুটি বৈদ্যুতিক চুল্লি সংস্কার করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ঘাট বাঁধানো, রেস্ট রুম ও টয়লেট ব্লক গড়ে তোলা হয়েছে। সবমিলিয়ে প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ বলেন, ‘সংস্কারের কাজ পুরোপুরিভাবে শেষ হয়ে গিয়েছে। আগামী সপ্তাহেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের হাতে দায়িত্বভার হস্তান্তর করা হবে। এরপর পুরনিগমই ওই শ্মশানঘাট পরিচালনা করবে।’

দিনহাটায় ৫ মৃত্যুর বিচার আজও অধরা

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৫ ফেব্রুয়ারি : পাঁচটি তরতাজা প্রাণ ঝরে গিয়েছে ১৮টি বছর হল। কিন্তু আজও প্রকাশ্যে আসেনি শীল কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট। তা ধামাচাপা পড়েছে, নাকি উধাও হয়েছে, সেই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। ২০০৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি দিনহাটার গুলি কাণ্ডে মৃত পাঁচজনের পরিবারের কাছে বিচারের বাণী এখনও নীরবে নিভৃতে কাঁদছে।

দুর্ঘটনার দিন ফরওয়ার্ড ব্লকের আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন উদয়ন গুহ। বহু বছর আগে তৃণমূলে নাম লিখিয়েছেন। এখন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের গুরুদায়িত্ব তাঁরই কাঁধে। অথচ মন্ত্রীসভায় থেকেও সরকারের সঙ্গে কথা বলে তিনি গুলি কাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ ফরওয়ার্ড ব্লক এবং সিপিএমের। বৃহস্পতিবার গুলি কাণ্ডের ১৮ বছর পূর্তিতে দিনহাটায় মন্ত্রীর অনুপস্থিতি নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

এদিকে, উদয়ন গুহ ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্বকে তোপ দেগে বলেন, ‘ওরা মূর্খের মতো কথা বলছেন। আমি বলেছিলাম বলেই ২০১৩ সালে বিধানসভায় ওই ঘটনার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সেদিনের আন্দোলনে যারা মার খেয়েছিল, তাদের মতো আমার নামেও মামলা চলছে। আমাকে আদালতে হাজিরা দিতে হয়। রাজ্য বিধানসভায় বাজেট থাকায় কলকাতায় ছিলাম।’ বিপিএল তালিকায় সকল গরিব মানুষের নাম তোলা সহ বিভিন্ন দাবিতে ২০০৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ফরওয়ার্ড ব্লক দিনহাটা মহকুমা শাসকের দপ্তরে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। সেই আন্দোলন চলাকালীন

পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের আশায় পরিবার

পুলিশের গুলিতে পাঁচ ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী প্রদীপ বর্মন, স্বপন মহন্ত, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, নিরোদ রায় ও নীরেন হালদারের মৃত্যু হয়। এ ঘটনা বামফ্রন্টের অন্দরে অনৈক্য তৈরির পাশাপাশি ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের অন্যতম কারণ। অথচ সমসাময়িক নন্দীগ্রাম গুলি কাণ্ড কিংবা একুশের বিধানসভা ভোট পর্বে শীতলকুচির গুলি কাণ্ড নিয়ে রাজনৈতিক মহলে যতটা আলোচনা হয়, দিনহাটা গুলি কাণ্ড সেই গুরুত্ব পায় না। তা অন্তরালে চলে গিয়েছে।

পুলিশের গুলিতে মৃত সিতাইয়ের ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তীর ভাই কুন্তলকিশোর চক্রবর্তী এদিন তাঁদের হতাশা ব্যক্ত করেন। তাঁর কথায়, ‘আমরা আমাদের প্রিয় মানুষকে হারিয়েছি। অথচ এত বছর পরেও সেই অন্যায়ের বিচার হল না। বর্তমান সরকারও বিষয়টি নিয়ে উদাসীন।’ বিচার প্রক্রিয়ায় প্রকৃত অপরাধীরা শাস্তি পেলে মৃত পাঁচজনের আত্মা শান্তি পাবে। চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন তিনি।

এদিকে, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্ব গুলি কাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে তৃণমূল সরকারের কোর্টে বল ঠেলেছে। দলের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় বলেন, রাজ্য সরকার শীল কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সামনে এনে বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাক। সেটাই আমাদের বরাবরের দাবি।’ তবে ফরওয়ার্ড ব্লক আগে একাধিকবার গুলি কাণ্ড নিয়ে সিপিএমকে তোপ দাগলেও এদিন নরেনবাবু আর সেপথে হাঁটেননি।

দলের জেলা সম্পাদক অক্ষয় ঠাকুর সরাসরি উদয়ন গুহকে নিশানা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, যাঁর নেতৃত্বে আন্দোলনে এসে সেদিন পাঁচজনের প্রাণ চলে গেল, শহিদদের জন্য তাঁর প্রাণ আর কাঁদে না।’

দেখি কে জেতে... গাজোলে বৃহস্পতিবার পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

নামেই নেত্রী

গ্রামের মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। তবে এখন সেই পঞ্চায়েত সদস্যার কাছে কোনও সমস্যার কথা বলতে গেলে গ্রামবাসীকে দুর্ব্যবহারের মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

স্বামীই নিয়ন্ত্রক, চর্চায় দুর্ব্যবহার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : এলাকার মানুষের সঙ্গে কবে, কখন দেখা করবেন, তা উল্লেখ করে বাড়ির সামনে বোর্ড লাগিয়েছিলেন। তবে সমালোচনার মুখে সেই বোর্ড সরিয়ে দিলেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার। ডাবগ্রাম ২ নম্বর পঞ্চায়েতের মধ্য শান্তিনগর এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির রিমা ভক্তর কাজকর্ম বকলমে তাঁর স্বামীই করেন বলে অভিযোগ উঠছে। শুধু তাই নয়, কোনও সমস্যা নিয়ে কথা বলতে গেলে পঞ্চায়েত সদস্যার দুর্ব্যবহারের মুখেও পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ অনেক গ্রামবাসীর। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রিমা। অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর স্বামী সমীরণ সূত্রধরও।

মধ্য শান্তিনগর এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রিমা ভক্ত।

বৃহস্পতিবার মধ্য শান্তিনগর এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, সিংহভাগ রাস্তাঘাটের বেহাল দশা। অলিগলির অবস্থা আরও খারাপ। সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্যর বাড়ির সামনে পেভার্স ব্লক বসানো ঝাঁ চকচকে রাস্তা তৈরি হয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্যর বাড়ির সামনের রাস্তা পেভার্স ব্লকের হলেও স্থানীয় বাসিন্দা জীবন রায়ের অভিযোগ, ‘এলাকার অন্য রাস্তাগুলির এমন অবস্থা যে টোটো পর্যন্ত আসতে চায় না।’ তিনি আরও বলেন, ‘কোথায় পথবাতি বসবে, সবই পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী ঠিক করে দেন। রিমা ভক্তের কথা বলার ধরনও ভালো নয়। অনেকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন।’ গ্রামবাসীর অনেকেরই অভিযোগ, এলাকার কোথায় রাস্তা হবে, কোথায় পথবাতি বসবে, সবই নাকি সমীরণ ঠিক করে দেন।

এদিকে, তাঁর বাড়ির সামনে গিয়ে ফোন করা হলে রিমা জানিয়ে দেন, তিনি বাইরে রয়েছেন। এলাকার মানুষের পাশাপাশি তৃণমূলের অভিযোগের কথা ফোনে শুনে কার্যত তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন রিমা। বলেন, ‘একই বিষয় বারেবারে বলতে চাই না। যা বলার মানুষ বলবে, আমি কোনও কথা বলব না।’ এই বলেই তিনি ফোন কেটে দেন।

স্বামীর ছড়ি ঘোরানো এবং গ্রামবাসীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূলও। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ রায় বলছেন, ‘যাঁদের ভোটে জনপ্রতিনিধি হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেই রিমা ভক্ত দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। বিজেপিকে ভোট দিলে কি হয়, তা বাসিন্দারা টের পাচ্ছেন। ওই মহিলার স্বামী সর্বেসর্বা। মানুষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁদের ছুড়ে ফেলে দেবেন।’

অবশ্য অভিযোগ প্রসঙ্গে রিমার স্বামী সমীরণ বলছেন, ‘একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সেভাবে কাজ হয় না। এলাকার কোনও সমস্যা হলে ময়দানে নেমে কাজ করি। তবে স্ত্রী আমার কথাতে কাজ করেন, তা নয়।’

এদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রিমার পালটা অভিযোগ, ‘বিধানসভা নির্বাচন সামনে থাকায় রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য তৃণমূলের তরফে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে।’

মাদ্রাসায় মিলল বকেয়া বেতন

চোপড়া, ৫ ফেব্রুয়ারি : নতুন করে বেশ কিছু মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর বেতন দেওয়া শুরু করল রাজ্য সরকার। চোপড়া ব্লকের চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁঠালবাড়ি জুনিয়ার হাই মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক আমিরুল হক বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে ব্লকে ২২টি মাদ্রাসা চলছে। তার মধ্যে ২০টি মাদ্রাসায় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের আজ বকেয়া ৩ মাসের বেতন ঢুকেছে।’

২০১৪ সালে সরকারিভাবে এই মাদ্রাসাগুলির পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হয়। ২০২৪ সালে রাজ্য সরকার মাদ্রাসাগুলিকে স্বীকৃতি দেয়। ২০২৫ সালে ‘বাংলার শিক্ষা’ ও ‘ঐক্যশ্রী’র মতো সরকারি পোর্টালের আওতায় আনা হয় আন এডেড ওই মাদ্রাসাগুলিকে। চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় এধরনের ২২টি মাদ্রাসা রয়েছে। তার মধ্যে ২০টি মাদ্রাসার প্রায় ২০০ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর প্রথম ধাপে বেতন ঢুকেছে।

গ্রেপ্তার দুই

চোপড়া, ৫ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিঘিসা এলাকায় একটি নেশার ঠেক থেকে পুলিশ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মুস্তাক আলম ও মহম্মদ আলম নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক পুরোনো মামলা রয়েছে। শুক্রবার ধৃতদের ইসলামপুর আদালতে তোলা হবে।

কমিটির দাবি

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : কাওয়াখালি জমি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তরা শুক্রবার এনজেপি থানায় স্মারকলিপি দেবেন। পোড়াঝাড় কাওয়াখালি ভূমি রক্ষা কমিটির সদস্য মিঠুন সরকার বলেন, ‘বৃহস্পতিবার এনজেপি থানার পুলিশ আমাদের ধর্না মঞ্চে এসেছিল। ওসি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। সেই কারণে আমাদের প্রতিনিধিদল থানায় গিয়ে একটি স্মারকলিপি দেবে বলে ঠিক হয়েছে।’

স্বাস্থ্য শিবির

বাগডোগরা, ৫ ফেব্রুয়ারি : বাণীমন্দির অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় তরাইয়ের পাহাড়গুমিয়া চা বাগানের দমদমা ডিভিশনে বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন এই শিবিরে ১২০ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। ডাঃ বিশ্বজিৎ দাস এবং ডাঃ জয়দীপ ঘটক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। পাশাপাশি দুশোর বেশি মানুষকে বস্ত্রদান করা হয়।

পথসভা

ইসলামপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি : আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি শ্রমিক সংগঠনের ডাকে ভারত বনধের সমর্থনে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর চৌরঙ্গি মোড়ে এক পথসভা ও বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বাম ও কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের তরফে দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে।

বাঁধ কাটার তদন্ত

ফাঁসিদেওয়া, ৫ ফেব্রুয়ারি : বাঁধের রাস্তা কেটে বালি পরিবহণ নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতেই বৃহস্পতিবার এলাকায় পরিদর্শনে এলেন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢাকপাড়া এলাকায় মহানন্দা নদীর বাঁধ কেটে বালি পরিবহণের অভিযোগের তদন্তে আসেন সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা। এলাকায় গিয়ে বাঁধের বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তাঁরা। বাঁধের রাস্তার মাপজোখ করেন ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। শিলিগুড়ি সেচ দপ্তরের এসডিও বিশ্বদীপ ভৌমিক বলেন, ‘আমাদের প্রতিনিধিরা সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। সংগৃহীত তথ্য ও রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হচ্ছে।’ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

একই সুর ফাঁসিদেওয়ার ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক শুভ্রজিৎ মজুমদার বলেন, ‘সেচ দপ্তরের চূড়ান্ত রিপোর্ট এলে তার ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।’ এদিকে, বিধাননগর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শংকর সরকারের কথায়, ‘বালি বিহার থেকে তোলা হলেও, এরাজ্যের মাটির বাঁধ ব্যবহার করে পরিবহনের কোনও অনুমতি আছে কি না, তা আমিও জানি না।’

এদিন সেচ এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা ছাড়াও ফাঁসিদেওয়ার ওসি সুদীপ বিশ্বাস, বিধাননগরের তদন্তকেন্দ্রের ওসি প্রীতম লামা সহ বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা ইরফান আলি বলছেন, ‘১০০ টনের কাছাকাছি ওজনের ভারী ডাম্পার চলাচলের ফলে বাঁধটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রশাসনের কড়াকড়ি সত্ত্বেও কিছু দালালচক্র এই কারবার সচল রাখার চেষ্টা করছে।’ একই অভিযোগ করছেন গ্রামবাসীর অনেকেই।

মহানন্দার বাঁধ ভেঙে ফের প্লাবন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন অনেক গ্রামবাসী। তাঁরা জানান, ১৯৯২-’৯৩ সালের বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে একাধিক গ্রাম এবং বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি প্লাবিত হবে। এদিকে, বাঁধ রক্ষা না করলে, তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। উপপ্রধান বলছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী গ্রামীণ রাস্তায় ভারী গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ। বাঁধের সুরক্ষা নিয়ে কোনও আপস করা হবে না।’ প্রয়োজনে তিনি বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বিডিও-র কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন বলেও জানিয়েছেন।

‘রক্ষাকর্তা’ হাতির দাপটের স্মৃতি লুপ্ত ইতিহাসে

আজকের বড় জনপদ হাতিঘিসা এক সময়ে জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট বনবস্তি ছিল। আর সে সময়ে এলাকাটিতে মাঝেমধ্যেই হানা দিত হাতির দল।

কোন নামে ডেকে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : জঙ্গল কখনও ছিল বলে মনে হয় না আর। বাড়িঘর, বসতিতে জমজমাট হাতিঘিসা। যে গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একই সঙ্গে নকশাল আন্দোলন ও হাতির স্মৃতি। গ্রেপ্তারি এড়াতে ওই জঙ্গলে আত্মগোপন করতেন নকশাল নেতা-কর্মীরা। যাঁদের মধ্যে ছিলেন আন্দোলনের কিংবদন্তি নেতা কানু সান্যালও। হাতি ও অজগরের ভয়ে পুলিশ যে জঙ্গলে ঢুকতে সাহস পেত না। হাতিই যেন রক্ষা করত আত্মগোপনকারী নেতা-কর্মীদের। নির্বিচারে বন ধ্বংসে হাতির সেই ডেরাও উৎখাত হয়ে গিয়েছে।

থেকে গিয়েছে শুধু হাতিঘিসা নামটি। তবে হাতির কারণে হাতিঘিসা নাম কি না, তার নির্দিষ্ট কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই। নকশাল নেত্রী শান্তি মুন্ডার জন্ম হাতিঘিসার সেবদেল্লাজোতে। ৮৪ বছর বয়সেও তাঁর মনে পুরোনো দিনের স্মৃতি টাটকা। শান্তির কথায়, ‘আমার বাবাকে চা বাগানের শ্রমিকের কাজ করাতে ঝাড়খণ্ড থেকে এখানে আনা হয়েছিল। সেসময়ে হাতিঘিসা জঙ্গলে ঘেরা ছিল। হাতির অবাধ বিচরণ ছিল পুরো এলাকায়। আবার স্থানীয় এক জমিদারের হাতি এই এলাকায় বেঁধে রাখা হত বলে শুনেছি।’

ব্রিটিশ আমল থেকেই নামটি প্রচলিত। ব্রিটিশরা রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য কয়েকটি মৌজাকে নিয়ে হাতিঘিসা পরগনা গঠন করেছিল। নকশালবাড়ি, মণিরাম এবং বাগডোগরার একাধিক মৌজা সেই পরগনার মধ্যে ছিল। জমির দলিল ও খতিয়ানে হাতিঘিসা পরগনা লেখা থাকত। অনেকের মতে, সেকারণে এলাকার নাম হাতিঘিসা হয়েছে। আবার শান্তি মুন্ডার মতো কেউ কেউ মনে করেন, এলাকায় স্থানীয় এক জমিদারের হাতি বেঁধে রাখা হত বলে হাতিঘিসা নামটি এসেছে।

সাহিত্যিক বিপুল দাসের মতে, ‘আগে বনবস্তি ছিল হাতিঘিসা। জঙ্গলে ঘেরা সেই বনবস্তিতে হাতির অবাধ বিচরণ ছিল। তা থেকেই হাতিঘিসা নামটি এসেছে। এখন তো বড় জনপদ হাতিঘিসা।’ সেবদেল্লাজোতের পঁচাত্তর বছর বয়সি ফুসকি নাগাশিয়ার কথায়, ‘৫০ বছর আগেও হাতিঘিসা জঙ্গলে ঘেরা ছিল। জনবসতি বেশি ছিল না। মাটির রাস্তা পেরিয়ে আমাদের নকশালবাড়িতে স্কুলে যেতে হত।

জমিদারদের হাতি এলাকার একটি বট গাছে বেঁধে রাখা হত বলে শুনেছি। সেজন্যই হাতিঘিসা নাম।’

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সহকারী সভাধিপতি ঝরেন রায়ের বাড়ি হাতিঘিসায়। তাঁর দাদু সেবদেল্লা সিং এলাকার জমিদার ছিলেন। ঝরেন বলেন, ‘হাতিঘিসাকে ঘিরে আছে টুকুরিয়াঝাড়, বাগডোগরা, উত্তমচন্দ্র ছাটি বনাঞ্চল। এই সব এলাকায় হাতির দল সবসময় ঘোরাঘুরি করত।’

৯০ ছুঁইছুঁই শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ক্ষীরোদ বিশ্বাসের জন্ম নকশালবাড়িতে। তাঁর কথায়, ‘হাতিঘিসা আদপে ছিল হাতির করিডর। এখনও কিরণচন্দ্র চা বাগানের পাশ দিয়ে সেই করিডর রয়েছে। সেই করিডর থেকেই হাতিঘিসা নামকরণটির উৎপত্তি। ঘন জঙ্গল ছিল, যার ছিটেফোঁটাও এখন নেই।’

শিক্ষকদের বাধা

বেতনবৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণের দাবিতে বিধানসভা অভিযান করলেন এনকিউএসএফ শিক্ষকরা। ওয়েলিংটনে তাঁদের মিছিল আটকায় পুলিশ। অধ্যক্ষের কাছে সাক্ষাতের আবেদন জানানো হয়েছে।

মেট্রোয় ঝাঁপ

রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশনে লাইনে ঝাঁপ দিয়ে বৃহস্পতিবার আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক যাত্রী। বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ায় মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হয়। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

শ্লীলতাহানি

বান্ধবীকে জোর করে আটকে রেখে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল কলকাতার বাসিন্দা এক জনপ্রিয় সমাজমাধ্যমের ইনফ্লুয়েন্সারের বিরুদ্ধে। ২২ বছরের ওই তরুণী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

গাড়িতে টাকা

সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ঘনিষ্ঠ দুই তরুণের গাড়ির ভিতর থেকে ৬ লক্ষ টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করা হল। বাঁকুড়ার বাসিন্দা ওই দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওই টাকার গন্তব্য কী ছিল, তার তদন্ত চলছে।

সুপ্রিম নির্দেশ পালন না করলে ফের আইনি পথে কর্মচারীরা

ডিএ বাড়ালেও বঞ্চনায় সোচ্চার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করা হল এবারের অন্তর্বর্তী বাজেটে। বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় অন্তর্বর্তী বাজেটে যখন এই ঘোষণা করা হল, তার কয়েক ঘণ্টা আগেই শীর্ষ আদালত রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, ৩১ মার্চের মধ্যে বকেয়ার ডিএ'র ২৫ শতাংশ এবং বাকি মে মাসের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ নিয়ে এদিনের অন্তর্বর্তী বাজেটে কোনও কথা ঘোষণা করা হয়নি। অন্তর্বর্তী বাজেটের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া না দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। ফলে সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ রাজ্য সরকার আদৌ কার্যকর করবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গেল।

সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'অন্য রাজ্যে সরকারি কর্মচারীদের পেনশন দেওয়া হয় না। আমরা যে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করেছি তাতে পেনশনভোগীরাও উপকৃত হবেন। অন্য রাজ্যের মতো কি আমরা এই রাজ্যে পেনশন বন্ধ করে দেব?' তবে শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ নিয়ে এদিন বিকেলেই আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বৈঠকে রাজ্যের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র এবং অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমাও উপস্থিত ছিলেন। তবে বৈঠক নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি মুখ্যমন্ত্রী বা চন্দ্রিমা। মুখ্যমন্ত্রী শুধু বলেন, 'আমি আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলছি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ নিয়ে এছাড়া আমি কিছু বলব না।'

অন্তর্বর্তী বাজেট পেশের পর সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার।

> **কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে। তা সত্ত্বেও আমরা বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং মহার্ঘ ভাতা খাতে ব্যয় করছি।**
>
> **-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

মুখ্যমন্ত্রী এদিন ফের কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে বলেন, 'আমরা চূড়ান্ত আর্থিক বঞ্চনার মুখে পড়ছি। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে। তা সত্ত্বেও আমরা বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং মহার্ঘভাতা খাতে ব্যয় করছি। অন্য রাজ্যে একাধিক সুবিধা দেওয়া হলেও কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রেখেছে।'

রাজ্যের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র বলেন, 'আমরা ধার নিচ্ছি। কিন্তু সেটা মানুষের উন্নয়নের জন্য। তাঁদের জন্য সম্পদ তৈরি করতে ব্যয় করা হচ্ছে। আমরা এফআরবিএমের নিয়ম মেনে চলেছি। যে আর্থিক শৃঙ্খলা কেন্দ্রীয় সরকারও মানে না। বামেদের রেখে যাওয়া দেনার আড়াই লক্ষ কোটি টাকা আমরা সুদেআসলে শোধ করেছি।'

আইনি প্যাঁচে রায় কার্যকর নিয়ে সংশয়

রিমি শীল

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় রাজ্য-রাজনীতি ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে আলোড়ন তৈরি করেছে। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর শীর্ষ আদালতের এই রায়কে নৈতিক জয় হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক মহল ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। ২০০৯ সালের অগাস্ট থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যে ডিএ বকেয়া রয়েছে, তার ২৫ শতাংশ দ্রুত মেটানোর পর বাকি ৭৫ শতাংশ কীভাবে দেওয়া হবে তার রূপরেখাও তৈরি করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের আর্থিক বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ওই ৭৫ শতাংশের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। তবে আদালতের নির্দেশ রাজ্য সরকারের ওপর যে নতুন করে চাপ তৈরি করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এখনই এই রায় কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে সংশয় থাকছে বলে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আইনজ্ঞরা।

আইনজ্ঞদের মতে, এই রায়ের ফলে বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে রাজ্যের ওপর বাড়তি অর্থের বোঝা চাপতে পারে। রায়ের প্রতিটি শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে আইনি বিতর্ক চলতে পারে। ফলে রাজ্য সরকার চাইলেই এখনই এই রায়কে কার্যকর না করতে আইনি লড়াইকে প্রলম্বিত করতে পারে। সেক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি পন্থা নিতে পারে রাজ্য সরকার। বিশিষ্ট আইনজীবী সঞ্জয় বর্ধন বলেন, 'রাজ্যের কাছে বিভিন্ন সুযোগ রয়েছে। রাজ্য সংশোধন চাইতে পারে। সময় বৃদ্ধির আবেদন করতে পারে। কিন্তু সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কর্মচারীদের সংগঠনগুলি কনটেম্পট করতে পারে।' আইনজীবী গৌতম ঠাকুরের মতে, 'রাজ্য চাইলেই পদক্ষেপ করতে পারে। রিভিউ বা কিউরেটিভ পিটিশন করতে পারে। রাজ্য আইএ করতে পারে। ৩১ মার্চের আগে রাজ্য আবেদন করতে পারে। তার পরে হলে কনটেম্পট হতে পারে।'

বর্ষীয়ান আইনজীবী জয়ন্ত মিত্রের ব্যাখ্যা, 'এটি সুপ্রিম কোর্টের রায়। তাই রিভিউ ইন দ্য অর্ডার করা যায়। এগুলি ওপেন কোর্টে হেয়ারিং হয় না। বিচারপতিরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেন। তাতে খুব একটা লাভ হয় না। এটি খারিজ হলে কিউরেটিভ পিটিশন করা যায়। তবে সেটি আরও মুশকিল।' একই মত জানিয়েছেন আইনজীবী সপ্তাংশ বসু। তিনি বলেন, 'রায় কার্যকর হয়েছে কিনা ১৫ মে'র মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে। রাজ্য প্রয়োজন মনে করলে 'ফর রিকলিং অফ দিস অর্ডার' করতে পারে।' এসএসসির মামলার ক্ষেত্রেও রাজ্য ভিন্ন আইনি পথে হেঁটেছিল। ফলে এই মামলার ক্ষেত্রে রাজ্যের জন্য আইনি সুযোগ থাকলেও তা কতদূর ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'রাজ্য এই আবেদন করতেই পারে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাধান হয় কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।'

আদালতের নির্দেশে ক্ষোভ চাকরিহারাদের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : ২০১৯ সাল পর্যন্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যে বকেয়া ডিএ ছিল, তার ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নেতৃত্বে তৈরি ৪ সদস্যের কমিটি এই বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়ে দিয়েছে আদালত। আর এই সিদ্ধান্ত নিয়েই চাকরিহারারা প্রশ্ন তুলেছেন। আদালতের বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ, বার বার 'যোগ্য'দের সুরাহার জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠনের আবেদন জানানো হলেও সুপ্রিম কোর্ট তখন সেই অনুরোধে সাড়া দেয়নি কেন? এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে, সেই প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা।

> **২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল বাতিলের মামলা চলাকালীন আমরা বারবার আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম, একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক। আদালত সেই সময় কর্ণপাত করলে এভাবে 'যোগ্য'রা বলি হত না।**
>
> **-চিন্ময় মণ্ডল**

বৃহস্পতিবার চাকরিহারা আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'আদালত সব ক্ষেত্রে একইরকম দৃষ্টি নিক্ষেপ কেন করছে না?' চাকরি বাতিলের রায়কে 'রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট' বলে মনে করছেন চাকরিহারা শিক্ষক রাকেশ আলমও। তিনি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের ডিএ সংক্রান্ত রায়কে স্বাগত জানাই। কিন্তু আমাদের সময় তদন্ত কমিটি গঠনের আবেদন কেন মানা হল না সেই উত্তর দিক আদালত। দুর্নীতিকে আরও একটু খতিয়ে দেখলে প্রায় ১৯ হাজার 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আজ হয়তো এই অবস্থা হত না।' এদিনের সুপ্রিম রায়কে সামনে রেখে চাকরিহারাদের আবেদন, ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল বাতিলের মামলাকে পুনরায় শুরু করা হোক। নতুন করে তদন্ত কমিটি গঠন করে দুর্নীতির শিকড় উপড়ে 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা। অপর চাকরিহারা শিক্ষক কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্তীর কথায়, 'ডিএ'র মতো চাকরিটাও আমাদের মৌলিক অধিকার ছিল। তাহলে আমাদের মামলার সময় সুপ্রিম কোর্ট এত উদাসীন কেন? চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যেসব যোগ্যরা সুযোগ পাবেন না, তাঁদের নতুন করে তদন্ত কমিটি গঠন করে সুযোগ দেওয়া হোক।'

রাজ্য সরকারের ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণাকেও স্বাগত জানাচ্ছেন 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষকরা। তবে তাঁদের আক্ষেপ, সাময়িক অতিথি হিসেবে অগাস্ট পর্যন্ত এই বর্ধিত ডিএ'র সুবিধা তাঁরা পাবেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নিয়োগ যেহেতু এখনও প্রশ্নের মুখে, তাই কতদিন এই সুবিধা তাঁরা পাবেন, সেই নিয়েই ধন্দে ভুগছেন তাঁরা। চিন্ময় বলেন, '৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি খুব একটা আশানুরূপ নয়। রাজ্যের বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান বা সরকারি চাকরির ব্যবস্থাপনার ঘোষণা থাকলে আরও বেশি ভালো হত।'

আবার কথা, অনড় সেলিম

উড়িয়ে দিলেন দলের আপত্তি

রিমি শীল

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : ভোটের মুখে তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বৈঠক করে ঘরে-বাইরে বিতর্কের মুখে পড়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। কিন্তু এখনও নিজের অবস্থানে অনড় তিনি। হুমায়ুন যদি তাঁর সঙ্গে ফের কথা বলতে চান সেক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ করবেন সেলিম? একান্ত আলোচনায় বললেন, 'চাইলে আবার কথা হতেই পারে।' প্রসঙ্গত এই বৈঠক নিয়ে বুধবারই দলের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন সেলিম।

দিন কয়েক আগে পাঁচতারা হোটেলে হুমায়ুনের সঙ্গে বৈঠক যে দলের একাংশ ভালো চোখে দেখেনি তা বার বার স্পষ্ট হয়েছে। পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকেও সেই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। যেভাবে বিষয়টি উত্থাপন হয়েছে, তা নেতিবাচক হিসেবে মনে করছেন দলের একাংশ। কিন্তু এদিন সম্পাদকমণ্ডলীর আপত্তির বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছেন সেলিম। তাঁর বক্তব্য, 'এই বিষয়গুলি গুজব। রটিয়ে দেওয়ার জন্য এই ধরনের খবর পরিবেশন করা হয়।'

ইতিমধ্যেই দিল্লিতে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে প্রদেশ নেতাদের বৈঠকে স্পষ্ট করা হয়েছে, এই রাজ্যে সিপিএমের সঙ্গে কোনও জোট করবে না কংগ্রেস। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করতে এক প্রকার মরিয়া সেলিম। এদিনও সাংবাদিক বৈঠক থেকে তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের নীচুতলার কর্মীদের সঙ্গে প্রয়োজনে কথা বলা হবে। ব্লক, বুথ স্তরের সঙ্গে কথা বলব। তাঁরা তো বলেছেন, তাঁদের দলের নীচু তলার কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে।' বিজেপি ও তৃণমূলের বিরোধিতায় তাঁরা যে কোনও দলের সঙ্গে কথা বলতে রাজি বলে জানিয়েছেন সেলিম। তিনি বলেন, 'বিজেপি ও তৃণমূল সম্পর্কে অবস্থান স্পষ্ট করে একজোট হতে আমরা বলেছি।'

> **কবিগুরুর কাছে যেতেন আবদুল হালিম। কবিতা শুনতেন। কিন্তু মুজফফর আহমেদ যেতেন না। তাহলে কি রবীন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট হয়ে গেলেন? কমিউনিজমের নীতি আদর্শের বাইরে আমরা কাজ করি না।**
>
> **-মহম্মদ সেলিম**

হুমায়ুন ইস্যুতে শরিকদের কাছেও তাঁকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে এদিন রাজ্য বামফ্রন্টের বৈঠক ছিল। সেখানে বামফ্রন্টের শরিকরা এই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন। এক সময় বাক-বিতণ্ডা এমন জায়গায় পৌঁছয় যে শরিকদের মধ্যেই একপক্ষ বৈঠক ছাড়েন। ক্ষুব্ধ ওই নেতা বলেন, ' নীতি আদর্শ ছেড়ে কিভাবে হুমায়ুনের সঙ্গে বৈঠক করলেন সেলিম?' আরএসপি নেতা মনোজ ভট্টাচার্য বলেন, ' তিনি কী কারণে বৈঠক করলেন জানিনা তবে এই বিষয়টি উচিত হয়নি।'

উত্তরপত্রে পড়ুয়াদের নামে পক্ষপাতের আশঙ্কায় তথ্য তলব

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্রে পড়ুয়াদের নাম ও তথ্য থাকলে হতে পারে পক্ষপাত। তাই উত্তরপত্র মূল্যায়নের আগে নাম ও তথ্য গোপন করা যায় কি না, তা নিয়ে তথ্য তলব করল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। তিন সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে এই বিষয়ে তথ্য দিয়ে জানাতে হবে আদালতে। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'ভবিষ্যতে পরীক্ষায় যাতে পক্ষপাতের প্রসঙ্গ না আসে তাই তথ্য দিয়ে আদালতে জানাতে হবে।'

অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় পরীক্ষার্থীদের নিজস্ব নাম লিখতে হয়। এই নিয়মটি অযৌক্তিক ও অর্থহীন। এর ফলে উত্তরপত্র পরীক্ষা ও যাচাইয়ের সময় পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ ও জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য হতে পারে। তাই জনস্বার্থে বিষয়টি বিবেচনা করুক আদালত। এদিন আবেদনকারীদের আইনজীবী শামিম আহমেদ হাইকোর্টে সওয়াল করেন, পক্ষপাতিত্ব এড়াতে পরীক্ষার্থীদের নাম উত্তরপত্র থেকে বাদ দেওয়া উচিত। নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে কোনও পক্ষপাতিত্ব না হয়, তাই মূল্যায়নকারীর কাছে প্রার্থীর পরিচয় উন্মুক্ত থাকা উচিত নয়। রাজ্যের যুক্তি, পরীক্ষার্থীরা কোনও ক্ষেত্রে যদি তাদের রোল নম্বর লিখতে ভুল করে সেক্ষেত্রে বিষয়টি সংশোধনে নাম উল্লেখ থাকা প্রয়োজনীয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের আইনজীবী কোয়েলি ভট্টাচার্য জানান, দীর্ঘদিন ধরে একই নিয়ম রয়েছে। গত সাত দশক ধরে উত্তরপত্রে নাম থাকার কারণে বৈষম্যের কোনও অভিযোগ এখনও পর্যন্ত পরীক্ষার্থী করেনি। আদালত জানতে চায়, মূল্যায়নের আগে নাম গোপন করা যায় কি? এর জন্য কি কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে? প্রার্থীদের নাম সম্পর্কে পদ্ধতি বা নির্দেশিকা রয়েছে?' বোর্ড জানায়, এই বিষয়ে রাজ্য সরকার বা উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। পরীক্ষার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। তাই এই ধরনের আবেদন দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। তবে এই বিষয়ে রাজ্যের কোনও ভূমিকা নেই বলে জানিয়েছে রাজ্যের আইনজীবী। আদলত নির্দেশ দিয়েছে, উত্তরপত্র মূল্যায়নের আগে নাম ও রোল নম্বর গোপন করা যায় কি না, সেই সম্পর্কে রাজ্য ও বোর্ডকে তথ্য জানাতে হবে।

স্বাস্থ্যসাথীতে গিগ কর্মীরাও, শিক্ষায় নজর

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : স্বাস্থ্য-শিক্ষা ক্ষেত্রে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ। এই আবহে রাজ্য সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়াল রাজ্য সরকার। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে ২৪.৫০ গুণ। নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের বরাদ্দ বাড়ল ৩৮.৩৬ গুণ। সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর এবং অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ বাড়ানো হল ১২.১০ গুণ এবং ৭.৬৭ গুণ। বিধানসভা নির্বাচনের আগে টোপ হিসেবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে এই বরাদ্দ বৃদ্ধি বলে কটাক্ষ বিরোধীদের।

রাজ্য সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্থ স্কিমে ক্যাশলেস পরিষেবার ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধির ঘোষণা করা হল বৃহস্পতিবার। আগে দু'লক্ষ টাকা ক্যাশলেস সুবিধা পেতেন পেনশনভোগীরা। এবার থেকে চিকিৎসার খরচ দু'লক্ষ টাকা অতিক্রম করে গেলেও পেনশনভোগী সরকারি কর্মচারীরা বাড়তি খরচের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্যাশলেস সুবিধা পাবেন। বাজেট ভাষণে রাজ্যের অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'যত দিন যাচ্ছে, বাড়ছে চিকিৎসার খরচ। পেনশনভোগীদের উপর থেকে খরচের বোঝা কমাতে ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা বাড়ানোর কথা ভাবা হয়েছে। এ বিষয়ে শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।' রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা ছাড়াও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ও পেনশনভোগীরা রাজ্য সরকারের এই 'হেল্থ স্কিম'-এর সুবিধা পান। শুধু এ রাজ্যে নয়, রাজ্যের বাইরেও সরকারের প্যানেলযুক্ত ১১টি হাসপাতালে চিকিৎসা করালে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্থ স্কিম'-এর সুবিধা মেলে। এবার থেকে দু'লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচে আগের মতোই ক্যাশলেস সুবিধা মিলবে। তারপর বাড়তি যা খরচ হবে, তার মাত্র ২৫ শতাংশ প্রদান করলেই চলবে তাঁদের। তবে এই সুবিধা পাওয়া যাবে শুধুমাত্র সরকারি প্যানেলযুক্ত হাসপাতালে চিকিৎসা করালেই। সেই হাসপাতালগুলিকে সরকারি হতেই হবে, তার কোনও মানে নেই।

অন্যদিকে এবার থেকে খাবার ডেলিভারি, অ্যাপ বাইক চালক, অ্যাপ চালক ছাড়াও অসংগঠিত ক্ষেত্রের গিগ কর্মীরাও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যায় স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে সুবিধা পাবেন। এদিন বাজেট পেশের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সামাজিক সুরক্ষা নেই গিগ ওয়ার্কারদের। একটা পোর্টাল খোলা হবে। যে কোনও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যায় সেখানে তাঁরা আবেদন জানাতে পারবেন। একটা সার্ভে হবে। তাঁদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা মারা গেলে পরিজনরা সাহায্য পাবেন।' পার্শ্বশিক্ষকদের ভাতা ১০০০ টাকা করে বৃদ্ধি করার ঘোষণাও করা হয়েছে অন্তর্বর্তী বাজেটে। শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারীর কটাক্ষ, 'সমস্ত স্তরের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জন্য ওয়েস্টবেঙ্গল হেলথ স্কিম চালুর দাবিকে কেন মান্যতা দেওয়া হল না? পার্শ্বশিক্ষকদের মাত্র ১০০০ টাকা ভাতা বৃদ্ধি অসম্মানজনক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুদান ও সামান্য ভাতা বৃদ্ধি ছাড়া বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন কোনও বরাদ্দের ঘোষণা নেই।'

- স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা পাবেন গিগ কর্মী ও তাঁদের পরিবার
- পার্শ্বশিক্ষকদের ১০০০ টাকা করে ভাতা বৃদ্ধি
- রাজ্য সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সরকারি স্বাস্থ্যবিমায় ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্যাশলেস পরিষেবা

দোল দোল দুলুনি... ময়দানে বৃহস্পতিবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

ভাতা মোকাবিলার অস্ত্র পদ্মের ইস্তাহার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা ভোটের আগে শেষ অন্তর্বর্তী বাজেটে একাধিক ভাতা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। শাসকদলের এই কৌশলকে ভাতা বৃদ্ধির টোপ দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা বলেই মনে করছে বিজেপি। শাসকদলের এই ভাতা বৃদ্ধির তোফার মোকাবিলায় দলের নির্বাচনি ইস্তাহারকেই হাতিয়ার করতে চলেছে বিজেপি। যদিও নির্বাচনের আগে বিজেপির এই প্রতিশ্রুতিকে এদিন পালটা কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'ওরা মুখে যা বলে কাজে কিছু করে না।'

বিজেপির মতে, এদিন বিধানসভায় সরকার যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে একমাত্র লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ছাড়া অধিকাংশই কার্যকর করা যাবে না নির্বাচনি আদর্শ আচরণ বিধির গেরোয়। সিভিক, আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়িদের জন্য যে ১ হাজার টাকা ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে সেটা কার্যত অসম্ভব। কারণ, তা কার্যকর হওয়ার কথা এপ্রিল থেকে। ততদিনে নির্বাচনি আচরণবিধি বলবৎ হয়ে যাবে। বেকার যুবকদের জন্য বেকার ভাতার নাম বদলে যুবশ্রী প্রকল্পে যে ভাতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা কার্যকর করার কথা অগাস্টে। কিন্তু বর্তমান ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেট (চার মাসের আগাম ব্যয়বরাদ্দ) সেই অগাস্ট মাসের জন্য বরাদ্দ করতেই পারে না। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, ২৬ হাজার শিক্ষকদের পথে বসানোর পর রাজ্যের ২ কোটি ১৫ লক্ষ বেকারদের জন্য ভোটের আগে আরও একটা বড় ভাঁওতা দিয়েছে এই সরকার। সরকারের এই ভাঁওতার জবাব দিতে আগামী বিধানসভার ভোটের ইভিএমের বোতাম টিপে পালটা জবাব দেওয়ার শপথ নেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।

তবে শুধু রাজ্যের ঘোষণাকে 'ভাঁওতা' বলে সমালোচনা করে যে চিঁড়ে ভিজবে না সেটাও বুঝতে পারছে বিজেপি। সেই কারণে মমতার ভাতা ঘোষণার পালটা দলের নির্বাচনি ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতির বন্যা বওয়াতে চলেছে বিজেপি। এদিন তার ইঙ্গিত মিলেছে বিরোধী দলনেতার কথায়। মমতার মহিলা ভোট কাটতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দের দ্বিগুণ টাকা আগাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, এখনই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি মে মাসে রাজ্যে বিজেপি সরকার হওয়ার পর জুন মাসের ১ তারিখের আগে প্রত্যেক মহিলার অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা করে ঢুকবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ৫০০ টাকা ভাতা বৃদ্ধির সমালোচনা করে শুভেন্দু বলেন, ভোটের আগে ৫০০ টাকা ভিক্ষা দিয়ে মা, বোনেদের ভোট কিনতে চাইছে সরকার। মমতার ঘোষণায় বৈষম্যের অভিযোগ তুলে বলেন, 'গোয়ায় নির্বাচন লড়তে গিয়ে এই তৃণমূলই তাদের ইস্তাহারে গোয়ার মহিলাদের ভোটে জিতলে ৫ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। অথচ সেই তৃণমূল সরকারই বাংলার মহিলাদের জন্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে মাত্র দেড় হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে। তাহলে কি বাংলার মা-বোনেরা গোয়ার মা-বোনেদের থেকে অযোগ্য?

তিনি আরও বলেন, বেকার যুবকদের উদ্দেশে বলছি, রাজ্যে বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেওয়ার ৬ মাসের মধ্যে ১০ লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ সম্পূর্ণ করা হবে। পাশাপাশি শিল্প ও পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে রাজ্যে নতুন স্থায়ী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে বিজেপি।

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় সরকারের এই ভাতা বৃদ্ধি বাজেটের বিপরীতে দলের নির্বাচনি ইস্তাহার আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রচারে বিজেপিকে কতটা সুবিধাজনক জমি করে দিতে পারবে তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে দলীয় বিধায়কদের মধ্যে। প্রকাশ্যে না বললেও ঘনিষ্ঠ মহলে অনেক বিজেপি বিধায়কই বলছেন, ভোটের বাজারে হাতে গরম নগদ আর প্রতিশ্রুতির মধ্যে আশমান-জমিন ফারাক।

আচমকাই এসআইআর নিয়ে আলোচনা স্থগিত

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভার কার্যসূচি অনুযায়ী ঠিক ছিল, বেলা সাড়ে ১২টায় রাজ্যপালের ভাষণের মধ্যে দিয়ে বাজেট অধিবেশনের শুরু হবে। ১.১৫-য় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর দুপুর আড়াইটে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী। বিধানসভার বিএ কমিটির সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিরোধী দলকে। কিন্তু অধিবেশন শুরুর মুখে আচমকাই সচিবালয় থেকে জানানো হয় অধিবেশনের সূচি বদল হয়েছে।

পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী এদিনই রাজ্যপালের ভাষণের ওপর ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর এসআইআর প্রস্তাব পেশ করবেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তার জন্য সাকুল্যে বরাদ্দ করা হয় মাত্র আধঘণ্টা সময়। সময় দেখেই জল্পনা বাড়ে বিরোধী শিবিরে।

এরপর অধিবেশনে এসআইআর প্রস্তাব পেশ করার পরেই অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দেন, বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন। সেই কারণে এসআইআর নিয়ে বিধানসভায় এখনই আলোচনা করা যাবে না। ফলে শোভনদেব প্রস্তাব পাঠ করলেও আলোচনার কোনও সুযোগ রইল না বিধানসভায়। সূত্রের খবর, এদিন সকালেই স্পিকারকে ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরেই বিধানসভায় এসআইআর নিয়ে আলোচনায় দাঁড়ি পড়ে। বিধানসভায় অধ্যক্ষের ঘোষণায় স্তম্ভিত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী স্পিকারের উদ্দেশে বলেন, 'বিধানসভার সূচিতে রদবদল করার ক্ষমতা আপনার রয়েছে। কিন্তু যেভাবে আপনি আচমকা এই রদবদল করেছেন তা গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো নয়।'

এসআইআর নিয়ে আলোচনা বিধানসভায় করা যাবে না স্পিকারের এই রুলিং জারির পর সরাসরি এসআইআরকে উল্লেখ না করে অনুপ্রবেশে মদত দেওয়ার প্রশ্নে রাজ্যের বিরুদ্ধে এদিন সরব হন শুভেন্দু। ওঠে বিএসএফকে জমি না দেওয়ার অভিযোগও। পালটা জবাবে মুখ্যমন্ত্রীও চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, কেন্দ্রকে সব প্রকল্পে জমি দিয়েছি। বিএসএফকেও জমি দেব। কিন্তু বিজেপির নামে সীমান্ত থেকে ৫০ কিলোমিটার ঢুকে সাধারণ মানুষকে অত্যাচার করতে দেব না।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৫৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৩ মাঘ ১৪৩২

মোক্ষম চাল

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে মামলায় সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুকুটে নিঃসন্দেহে আরও একটি পালক। এই প্রথম ভারতের কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শীর্ষ আদালতে সওয়াল করলেন। তাও আবার নিজের দায়ের করা মামলায়। মামলার পরবর্তী শুনানি সামনের সোমবার। মুখ্যমন্ত্রীর সওয়ালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি এম পাঞ্চোলি ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ ইতিমধ্যে নোটিশ পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশনকে।

কমিশনকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বানান ভুলের মতো সামান্য কারণে ভোটার তালিকা থেকে কারও নাম বাদ দেওয়া যাবে না। বহু ক্ষেত্রে ভোটারের চ্যাটার্জি, চট্টোপাধ্যায়, ব্যানার্জি, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পদবি নিয়ে কমিশন অকারণ জটিলতা সৃষ্টি করছে বলে মমতা অভিযোগ করেছিলেন।

এরকম তুচ্ছ বিষয়ে জটিলতাকে অযথা মনে করেছে সুপ্রিম কোর্টও। বিচারপতিরা জানিয়ে দিয়েছেন, এইসব কারণ দেখিয়ে কোনও নাম বাদ দেওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, ভোটারদের প্রতি অনেক বেশি সংবেদনশীল হতে কমিশনের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, রাজ্য সরকার যথেষ্ট সংখ্যক অফিসার দিলে আর কমিশন নিযুক্ত মাইক্রো অবজার্ভারের প্রয়োজন নাও হতে পারে।

এসআইআর নিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলা করেছে বিভিন্ন দল। জানুয়ারি মাসের গোড়ায় গঙ্গাসাগরে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে তিনি মামলা করতে চলেছেন এবং সেই মামলায় তিনি নিজেই সওয়াল করবেন। তখন থেকেই কৌতূহল ছিলই, মুখ্যমন্ত্রী কি সত্যিই নিজে সওয়াল করবেন নাকি পুরোটাই চমক?

বুধবার দেশবাসী দেখলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কথা রেখেছেন। মামলায় নিজে সওয়াল করে সকলকে চমকেই দিয়েছেন। অন্যভাবে দেখলে, এযাত্রায় এক ঢিলে অনেক পাখি মেরে ফেলেছেন মমতা। প্রথমত, নির্বাচন কমিশন, বিশেষ করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বিড়ম্বনায় ফেলে দিয়েছেন। বিচারপতিদের কাছে মমতার পরিষ্কার অভিযোগ ছিল, তিনি জ্ঞানেশ কুমারকে নয় নয় করে ছ'টি চিঠি পাঠালেও একটির জবাবও পাননি।

দ্বিতীয়ত, এসআইআর-এর আতঙ্কে এবং কমিশনের কাজের চাপে বাংলায় দেড়শোরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ। শীর্ষ আদালতের শুনানির সম্প্রচারে তাঁর সেই সওয়াল দেখেছেন সারা দেশের মানুষ। তৃতীয়ত, এসআইআর-এ যে মৃত্যুগুলির অভিযোগ তিনি করেছেন, তাঁদের পরিবার নিয়ে রাজধানীতে মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতা, টিভি চ্যানেলগুলিতে সারাক্ষণের প্রচার, সমস্ত দৈনিকে বিশদ খবর ইত্যাদি অস্বস্তি বাড়িয়েছে বিজেপির।

বিশেষ করে মমতা নিজে সওয়াল করতে চাওয়ায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা যেভাবে তাঁর বক্তব্য মন দিয়ে শুনেছেন এবং কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন, তা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিড়ম্বনায় পড়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দলীয় কর্মীদের আগামী কয়েকদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদতে অনুপ্রবেশকারীদেরই রক্ষা করতে চাইছেন বলেই আদালতে তাঁর এই তৎপরতা।

অর্থাৎ বিধানসভা নির্বাচনের মুখে এক ধাক্কায় বিজেপিকে অনেকটা চাপে ফেলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া এটা তো ঘটনা যে, পশ্চিমবঙ্গে ৪ নভেম্বর এসআইআর শুরু হওয়ার পর দলমতনির্বিশেষে সাধারণ মানুষ নির্বাচন কমিশনের নানা বিধিনিষেধ ও ঘন ঘন সিদ্ধান্ত বদলের ঠেলায় অতিষ্ঠ। সেই হয়রানি বহুগুণ বেড়ে যায় শুনানিপর্বে। শুধু তৃণমূল নয়, বিজেপি সমর্থকদেরও অনেকে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন এই পরিস্থিতিতে।

মনে মনে অনেকেই এই অব্যবস্থার প্রতিকার চাইছিলেন। শীর্ষ আদালতে মমতা যেন বিচারপতিদের সামনে তাঁদের মনের কথাটাই বলে এলেন। এটা জনমানসে তৃণমূলের পক্ষে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মামলার জেরে এসআইআর হয়তো বাতিল হবে না। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে মমতা নিঃসন্দেহে গোটা দেশে আলোড়ন ফেলে দিতে পেরেছেন।

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসন্তুষ্টি প্রশমন আর স্তাবকতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম-দুর্দশা, অধিকার প্রমত্ততা, ঈর্ষা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি। আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

বিশ্বে বদল, ভারতে মসনদ : গণতন্ত্রের উলটোপথ

বিশ্বজুড়ে শাসকের বিরুদ্ধে যখন ব্যালট বিপ্লবের ঝড়, তখন ভারতীয় রাজনীতি হাঁটছে এক অদ্ভুত উলটোপথে।

সায়ন্তন চট্টোপাধ্যায়

- এআই

বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্রে চোখ রাখলে এই মুহূর্তে যে ছবিটা ভেসে ওঠে, তা এককথায় 'অস্থিরতা'। ওয়াশিংটন থেকে লন্ডন, টোকিও থেকে প্রিটোরিয়া- সর্বত্রই শাসকের গদি টলমল। মানুষ রাস্তায় নামছে না, কিন্তু ব্যালট বক্সে নিঃশব্দে ঘটিয়ে চলেছে বিপ্লব। গণতন্ত্রের পীঠস্থানগুলোতে মানুষ 'পরিবর্তন' চাইছেন। কিন্তু ভারত? ভারত যেন এই বিশ্বজোড়া স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রমী দ্বীপ। এখানে ভোটাররা 'পরিবর্তন'-এর ঝুঁকির চেয়ে 'স্থিতাবস্থা'-র নিরাপত্তাকেই বেছে নিচ্ছেন। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল এই ভারতীয় ব্যতিক্রমীবাদের সর্বশেষ এবং উজ্জ্বলতম উদাহরণ। নীতীশ কুমার দশমবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। প্রায় দুই দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা একজন নেতার এই রাজকীয় প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করে যে, ভারতের রাজ্য রাজনীতিতে 'অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি' বা সরকার বিরোধিতার সেই চেনা অঙ্কটি আর আগের মতো কাজ করছে না।

বিশ্বজুড়ে শাসকের শিরেসংক্রান্তি

বিশ্বের দিকে তাকানো যাক। আমেরিকায় ডেমোক্র্যাটদের পরাজয় এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির উত্থান, ব্রিটেনে ১৪ বছরের কনজারভেটিভ শাসনের অবসান ঘটিয়ে লেবার পার্টির ক্ষমতা দখল, জাপানের লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ঐতিহাসিক জনসমর্থন হারানো- এসবই এক সুতোয় গাঁথা। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকাতেও নেলসন ম্যান্ডেলার দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস তার একচ্ছত্র আধিপত্য হারিয়েছে।

এই সবক'টি দেশের নির্বাচনেই একটি সাধারণ সুর ছিল- শাসকের বিরুদ্ধে মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং 'এলিট' বা অভিজাততন্ত্রের প্রতি সাধারণ মানুষের অনাস্থা ব্যালটে প্রতিফলিত হয়েছে। সেনেগালের মতো আফ্রিকান দেশেও আমরা তরুণ প্রজন্মের সেই একই ধিকিধিকি আগুন দেখেছি, যা প্রতিষ্ঠিত শক্তিকে সরিয়ে নতুনের আবাহন করেছে। অর্থাৎ, বিশ্বজুড়ে ভোটাররা শাসককে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন।

ভারতের 'উলটোপথ' এবং 'প্রো-ইনকাম্বেন্সি'র ঢেউ

কিন্তু ভারতে চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীত। গত কয়েক বছরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এখানে হাওয়া বইছে 'প্রো-ইনকাম্বেন্সি' বা সরকার স্বপক্ষতার দিকে। হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং অতি সম্প্রতি বিহারে বিজেপি বা এনডিএ জোটের ক্ষমতায় ফেরা সেই ইঙ্গিতই দেয়। প্রবল সরকার বিরোধী হাওয়া বা বিরোধী পক্ষের শক্তিশালী প্রচার- কোনওটিই শেষপর্যন্ত ধোপে টিকছে না।

গুজরাটের কথাই ধরুন, সেখানে বিজেপি টানা সপ্তমবারের জন্য ক্ষমতায় এসেছে। আবার ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল জয় প্রমাণ করে, মেরুকরণের রাজনীতিতেও মানুষ পরিচিত মুখ এবং 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে'র মতো প্রকল্পের ওপরেই ভরসা রেখেছেন।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নাকি নতুন সমীকরণ?

এই প্রবণতাকে কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বরং ১৯৫২ সাল থেকে ভারতীয় নির্বাচনের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখব, এটি আসলে ইতিহাসের এক চমকপ্রদ পুনরাবৃত্তি।

বিশ্ব রাজনীতিতে বর্তমানে অ্যান্টি-'ইনকাম্বেন্সি' বা শাসকবিরোধী ঝড়ে আমেরিকা থেকে ব্রিটেন- সর্বত্রই ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটছে। তবে ভারত হাঁটছে এর বিপরীত পথে। এখানে পরিবর্তনের বদলে 'প্রো-ইনকাম্বেন্সি' বা স্থিতাবস্থাই প্রধান হয়ে উঠেছে। বিহারে নীতীশ কুমারের দশম শপথ বা বিভিন্ন রাজ্যে শাসকদলের পুনর্নির্বাচন এরই প্রমাণ। মূলত সরাসরি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, উন্নত পরিকাঠামো এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের ওপর ভরসা করেই ভারতীয় ভোটাররা অনিশ্চিত পরিবর্তনের চেয়ে চেনা শাসকের ওপর আস্থা রাখছেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৫২ থেকে ১৯৬৬- এই সময়কাল ছিল সরকার স্বপক্ষতার স্বর্ণযুগ। তখন ৩৯টি বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন সরকার পুনর্নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু এর পরেই ছবিটা বদলাতে শুরু করে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত সময়কালে ভারতীয় রাজনীতি দোলাচলে ছিল। কখনও সরকার টিকেছে, কখনও বা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু ১৯৮৯ থেকে ২০০৩- এই সময়কাল ছিল ভারতীয় রাজনীতির জন্য 'অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সি'র যুগ। তখন ৬৩টি বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যে ৭১ শতাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন সরকারকে বিদায় নিতে হয়েছিল। মানুষ তখন পরীক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন, পারফর্ম না করলেই সরকার বদল। কিন্তু ২০১৪ পরবর্তী সময়ে, বিশেষ করে ২০১৬-১৮ সালের সাময়িক সরকার বিরোধী ঢেউয়ের পর, ভারত আবার ফিরে এসেছে সরকার স্বপক্ষতার যুগে। বর্তমান ভোটাররা অনেক বেশি হিসেবি। তাঁরা আবেগের চেয়ে 'ডেলিভারি' বা পরিষেবাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

কেন এই ব্যতিক্রম? তিনটি প্রধান স্তম্ভ

বিশ্বজুড়ে যখন অর্থনৈতিক চাপ এবং কাঠামোগত সংকটে মানুষ দিশেহারা হয়ে সরকার বদলাচ্ছে, ভারতীয় ভোটাররা তখন দেখছেন তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢোকা সরাসরি অনুদান, মাথার ওপর ছাদ এবং উন্নত রাস্তাঘাট। ভারতের এই উলটোপথে হাঁটার পেছনে মূলত তিনটি প্রধান কারণ কাজ করছে :

১. জনকল্যাণমুখী প্রকল্প ও লভ্যার্থী রাজনীতি : কোভিড-১৯ পরবর্তী ভারতে এই রাজনীতি এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিনামূল্যে র‍্যাশন, আবাস যোজনা, কিষান সম্মাননিধি বা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সরাসরি নগদ হস্তান্তরের প্রকল্পগুলো ভারতের বিশাল নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভোটব্যাংককে শাসকের পক্ষে এককাট্টা করেছে। বিরোধীরা যেখানে দুর্নীতির অভিযোগ বা গণতান্ত্রিক অধিকারের মতো বিমূর্ত বিষয় নিয়ে সরব, শাসক পক্ষ সেখানে চাল, ডাল, টাকা আর রাস্তার মতো মূর্ত উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরছে। সাধারণ মানুষ দেখছেন, সরকার তাঁদের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করছে।

২. পরিকাঠামো উন্নয়ন ও মধ্যবিত্তের আস্থা : শুধু গরিব মানুষ নয়, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেও সরকার নিজের পক্ষে রাখছে হাইওয়ে, মেট্রো, বন্দে ভারত ট্রেন এবং আধুনিক পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া বা স্মার্ট সিটির মতো প্রকল্পগুলো এই শ্রেণিকে আশ্বস্ত করেছে যে, দেশ সঠিক পথেই এগোচ্ছে। ফলে সমাজের দুই প্রান্ত থেকেই শাসকদল সমর্থন আদায় করে নিচ্ছে।

৩. স্থিতিশীলতার প্রতিশ্রুতি ও শক্তিশালী নেতৃত্ব : বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে 'স্ট্রাকচারাল প্রেশার' বা কাঠামোগত চাপে যখন সরকার উলটে যাচ্ছে, ভারতের রাজ্যগুলোতে তখন শক্তিশালী আঞ্চলিক বা জাতীয় নেতৃত্ব সেই চাপ শুষে নিচ্ছেন। মোদি-নীতীশ বা অন্য আঞ্চলিক সুপ্রিমোরা নিজেদের ব্যক্তিগত ক্যারিশমা এবং 'ডাবল ইঞ্জিন' তত্ত্বে ভর করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই দলের শাসন থাকলে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। এই 'স্থিতিশীলতার প্রতিশ্রুতি' ভারতের ভোটারদের কাছে অনিশ্চিত পরিবর্তনের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

গণতন্ত্রের নতুন বিবর্তন

সুতরাং, নীতীশ কুমারের দশম শপথ বা বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি ও অবিজেপি শাসকদের প্রত্যাবর্তন কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়। এটি ভারতীয় গণতন্ত্রের এক নতুন বিবর্তন- যেখানে ভোটাররা আর কেবল প্রতিশ্রুতিতে ভুলছেন না, তাঁরা হাতে-গরম ফল চাইছেন। আর যাঁরা সেই ফল বা 'সুফল' পৌঁছে দিতে পারছেন, ব্যালট বক্সে তাঁদেরই জয়জয়কার। বিশ্বজুড়ে যখন 'অ্যান্টি-এস্টাবলিশমেন্ট' সেন্টিমেন্ট বা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া প্রবল, ভারত তখন হাঁটছে 'প্রো-এস্টাবলিশমেন্ট' বা প্রতিষ্ঠান স্বপক্ষতার পথে। ভারতীয় ভোটাররা হয়তো মনে করছেন, চেনা শাসকের দোষ-ত্রুটি জানা, কিন্তু অচেনা পরিবর্তন আরও বড় ঝুঁকি নিয়ে আসতে পারে। তাই তাঁরা বেছে নিচ্ছেন স্থিতাবস্থাকে। বিশ্ব যা ভাবছে, ভারত তার উলটোটা ভাবছে- আর এখানেই ভারতীয় গণতন্ত্রের অনন্যতা। এই উলটোপথ কতদিন স্থায়ী হবে, তা সময়ই বলবে, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় রাজনীতির মসনদ যে 'প্রত্যাবর্তন'-এর শক্ত ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৪৬

বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আজকের দিনে প্রয়াত হন।

১৯৭৬

আজকের দিনে প্রয়াত হন চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক।

আলোচিত

অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে আদালতের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমাদের তৃণমূলের সতীর্থরা নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। নীচে নামার যতরকম মাপকাঠি রয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে তাঁদের নির্মম সরকার নতুন নতুন রেকর্ড গড়ছে। আর এখানে এসে উপদেশ দিচ্ছে।

-নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল/১

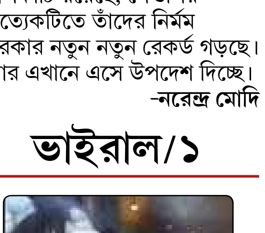
মুম্বইয়ের গোরেগাঁও এলাকায় গ্যাস বেলুন বিস্ফোরণের এক ভয়াবহ ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। এক তরুণ ১০-১২টি গ্যাস বেলুন নিয়ে ওই আবাসনের লিফটে উঠেছিলেন। এক তরুণী ও আরেক ব্যক্তি সেখানে ওঠেন। ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র গ্যাস বেলুনগুলি বিকট শব্দে ফেটে আগুন ধরে যায়। তিনজনে আহত হন।

ভাইরাল/২

ব্রোঞ্জের মূর্তি চুরি করার ভিডিও ভাইরাল সমাজমাধ্যমে। তাও ব্রিটেনের মতো দেশে। বিশ্বখ্যাত বক্সার টেডি বলডকের ব্রোঞ্জের মূর্তিটি লন্ডনের ল্যাংডন পার্কে ছিল। চারজন মুখোশধারী সেখানে এসে বেদি থেকে মূর্তিটি টেনে-হিঁচড়ে উপড়ে নেয়। তারপর সেটিকে চ্যাংদোলা করে একটি মালবহনের গাড়ির মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে চলে যায়।

জনমন
জনমত

বন সহায়কদের ঘামের মূল্য বাড়েনি এক পয়সাও

রাজ্যের বন রক্ষা যাঁদের কাঁধে, সেই বন সহায়কদের জীবনে আজ সবচেয়ে বড় অভাব নিশ্চয়তা। কাগজে-কলমে আট ঘণ্টার ডিউটি থাকলেও বাস্তবে বন সহায়কদের দায়িত্ব ২৪ ঘণ্টার। অফিস কোয়ার্টারে থেকেই দিনরাত যে কোনও সময় ডাকে সাড়া দিতে হয়। ছুটি বলতে কার্যত কিছুই নেই। জঙ্গল পেট্রোলিং থেকে শুরু করে অফিসের মান্থলি রিপোর্ট তৈরি, টাইগার সেন্সাস, প্রতিদিন ডিউটি মোবাইল অপারেট করা, রেজিস্টার লেখা- সবই বন সহায়কদের ঘাড়ে। এর পাশাপাশি নাইট ডিউটি, হাতি ডিউটি। বস্তিতে হাতি ঢুকে পড়লে কোনও প্রশিক্ষণ ছাড়াই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই হাতিকে তাড়িয়ে আবার জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিনা প্রশিক্ষণেই বন্দুক চালাতে বাধ্য হন বন সহায়করা। কখনও পাঁচদিন, কখনও টানা এক মাস জঙ্গলের ভেতরে ওয়াচ টাওয়ারে ডিউটি করতে হয়। কখনও বা রায়মাটাংয়ের মতো দুর্গম এলাকায় একটানা এক মাস ওয়াচ টাওয়ার ডিউটিতে যেতে হয়। মোদ্দা কথা, বন সহায়ক ছাড়া বন দপ্তরের দৈনন্দিন কাজ কার্যত অচল।

অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারীদের জীবনে নেই কোনও স্থায়িত্ব, নেই ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা। এখনও বছরে বছরে চুক্তি রিনিউয়াল হয়েই চলেছে। ২০২০ সালে মাসিক পারিশ্রমিক ছিল দশ হাজার টাকা, পাঁচ বছর পেরিয়েও আজও সেই টাকাতেই আটকে আছে বন সহায়কদের বেতন। এক টাকাও বাড়েনি। অথচ এই সময়ের মধ্যে বাজারে দ্রব্যমূল্য প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু বন সহায়কদের ঘামের মূল্য বাড়েনি এক পয়সাও। উলটে দিন-দিন বেড়েছে কাজের চাপ ও ঝুঁকি। বন সহায়কদের প্রশ্ন, যাঁরা জঙ্গল আগলে রাখেন, বাঘ-হাতির সঙ্গে সহাবস্থান করে রাজ্যের পরিবেশ রক্ষা করেন, তাঁদের জীবন এতটা অবহেলিত কেন?

এই পরিস্থিতিতে তাঁদের দাবি ন্যায্য পারিশ্রমিক, কাজের স্বীকৃতি, সামাজিক সুরক্ষা ও ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা। অবিলম্বে বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি ছুটি, নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক এবং স্থায়ীকরণ করা হোক।

সঞ্জু কুজুর
শামুকতলা, আলিপুরদুয়ার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

বিনোদন নয়, কনটেন্ট ক্রিয়েশন এখন পেশা

বড় দিশা দেখাচ্ছে এভিজিসি সেক্টর, যেখানে সৃজনশীলতা ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনে খুলে যাচ্ছে ভবিষ্যতের এক নতুন দিগন্ত।

চিরদীপা বিশ্বাস

- এআই

ল্যুসেন্টের ম্যারাথন সিরিজটা দেখে নিস, ব্যাস কেল্লা ফতে! বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এই পরামর্শ এখন অতি পরিচিত। পাঁচ-ছয় বছর আগেও অনলাইন ক্র্যাশ কোর্স বা ভিডিও লেকচারের ধারণা এতটা জনপ্রিয় ছিল না। কোভিড আবহে ডিজিটাল শিক্ষার যে দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল, আজ তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ঘরে বসে অনায়াসেই চলছে এনআইআইটি বা ইউপিএসসির প্রস্তুতি। প্রযুক্তির এই জয়যাত্রার মূলে রয়েছে 'কনটেন্ট'। এই ভবিষ্যৎকে গুরুত্ব দিয়েই ২০২৬-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে 'এভিজিসি কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব' তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যা আগামীদিনে কর্মসংস্থানের এক অত্যন্ত দৃঢ় ভিত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে।

বিনোদন থেকে সম্মানজনক পেশা

আজকের 'আন্তর্জালিকতাবাদ'-এর যুগে ভিডিও তৈরি করা কেবল অবসরযাপন নয়, বরং এক সম্মানজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। জাতীয় স্তরে সমাজমাধ্যম প্রভাবীদের সংবর্ধনা প্রদান তারই প্রমাণ। প্রথম সারির কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের সাফল্য এবং জীবনযাপন পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বড় অনুপ্রেরণা। তবে দ্রুত খ্যাতি ও অর্থ উপার্জনের নেশায় অনেক সময় 'ট্র্যাশ' বা নিম্নমানের বিষয়বস্তু সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, যা ক্ষতিকর। প্রস্তাবিত ল্যাবগুলির সার্থকতা তখনই, যখন যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্রিয়েটরদের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও গুণমান সম্পর্কে সচেতন করা সম্ভব হবে।

সৃজনশীলতা ও কঠিন বাস্তব

কনটেন্ট ক্রিয়েশন নিয়ে আমাদের সমাজের একাংশের নাক সিঁটকানো আজও মজ্জাগত। ক্যামেরা হাতে কাউকে দেখলে বিদ্রূপ করা যতটা সহজ, অ্যালগরিদম ও ট্রেন্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি মানসম্মত তথ্যমূলক বা বিনোদনমূলক ভিডিও বানানো তার চেয়ে বহুগুণ কঠিন। এটি কেবল 'হ্যালো গাইজ' বলা নয়, বরং নিপুণ সম্পাদনা এবং সৃজনশীল ভাবনার এক জটিল সংমিশ্রণ। তাই কম্পিউটার বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে বাহবা দেওয়ার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের কেউ যদি এই মাধ্যমকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে চায়, তবে তাকে তুচ্ছজ্ঞান না করে বরং উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন।

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় নতুন দিগন্ত

বিশ্বজুড়ে মানুষের স্বপ্ন এবং পেশার ধরন দ্রুত বদলে যাচ্ছে। গ্রাফিকস ডিজাইনিং থেকে শুরু করে এআই-এর সাহায্যে অডিও-ভিজুয়াল স্টোরিটেলিং- সৃজনশীলতার গণ্ডি এখন অনেক বেশি বিস্তৃত। ল্যাব তৈরির এই সরকারি উদ্যোগকে কেবল 'বিলাসিতা' ভাবলে ভুল হবে। বরং এটি প্রযুক্তির সঙ্গে সৃজনশীল প্রতিভার সেতুবন্ধন। আজকের জগৎ তথ্যের জগৎ, আর সেই তথ্যকে যাঁরা আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন, ভবিষ্যৎ বাজার তাঁদেরই দখলে থাকবে। প্রযুক্তির এই হাতিয়ারকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে তা দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

দায়বদ্ধতা ও আগামীর প্রত্যাশা

তবে যে কোনও উদ্যোগেরই কিছু অন্ধকার দিক থাকে। নির্বাচনি প্রচার হোক বা কোনও নির্দিষ্ট প্রোপাগান্ডা বিস্তার- বর্তমান যুগে কনটেন্ট ক্রিয়েশনের মাহাত্ম্য অপরিসীম। তাই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, এই ল্যাবগুলি যেন কোনও বিশেষ রাজনৈতিক রঙের কবলে না পড়ে। সৃজনশীলতা হোক নিরপেক্ষ এবং মুক্ত মনের বহিঃপ্রকাশ। প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ করে যদি প্রকৃত শিল্পী ও কারিগর তৈরি করা যায়, তবেই এই ডিজিটাল সংস্কার সার্থক হবে। আগামীর পৃথিবী হবে সৃজনশীল কারিগরদের, যেখানে মেধা আর প্রযুক্তির মেলবন্ধনে রচিত হবে নতুন সাফল্যের গাথা। বাকিটা সময়ের ওপর নির্ভরশীল।

(লেখক সংস্কৃতিকর্মী। কোচবিহারের বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৬৩

পাশাপাশি : ১। শকুনির ছেলে ৩। রাক্ষস অথবা পাখি ৫। শরীরের আঘাতপ্রাপ্ত স্থান ৬। অমঙ্গলজনক পরিস্থিতি ৮। যা কমে আসছে ১০। ঘরোয়া আসরের উপযোগী ১২। যার খোঁজ নেই ১৪। কাজের চুক্তির ভিত্তি ১৫। মুসলমানদের বিধবা বিবাহ ১৬। বিনাশশীল, যার শেষ আছে।

উপর-নীচ : ১। বোড়ের চালে কিস্তি ২। ভ্রমণপথ থেকে ছিটকে যাওয়া ৪। দক্ষের ১৩ মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন এই ঋষি ৭। গর্ব, দর্প বা ঔদ্ধত্য ৯। তেল বের করার যন্ত্র ১০। কর্ণের আর এক নাম ১১। অদ্ভূত বা অস্বাভাবিক আকার ১৩। যানবাহনে পা রাখার জায়গা।

সমাধান ■ ৪৩৬২

পাশাপাশি : ১। ঝামক ৩। অকৈতব ৪। লিচ্ছবি ৫। দিলদার ৭। লাভ ১০। দস্তা ১২। কিংখাব ১৪। মানত ১৫। দিনমান ১৬। ললিতা।

উপর-নীচ : ১। ঝালাপালা ২। কলিজা ৩। অবিদিত ৬। দায়াদ ৮। ভড়ং ৯। প্লবমান ১১। স্তাবকতা ১৩। অতল।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বেআইনি কয়লাখনিতে বিস্ফোরণে মৃত ১৬

শিলং, ৫ ফেব্রুয়ারি : ফের প্রাণঘাতী হয়ে উঠল বেআইনি কয়লাখনি। মেঘালয়ের ইস্ট জয়ন্তীয়া হিলস জেলার তাশখাই এলাকায় একটি কয়লাখনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত ১৬ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আরও বেশ কয়েকজন ভিতরে আটকে পড়েছেন বলে খবর। অন্তত একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বৃহস্পতিবার বিকালে খনিগহ্বরের ভিতরে শক্তিশালী বিস্ফোরণের জেরে এই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। মৃত ১৬ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের কাজ চলছে।

প্রাথমিক তদন্ত ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, বিস্ফোরণের সময় খনির অভ্যন্তরে বেশ কয়েকজন শ্রমিক কাজ করছিলেন। মেঘালয় পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিহত শ্রমিকদের অধিকাংশেরই বাড়ি পড়শি রাজ্য অসম বলে তাদের অনুমান। মৃতদের মধ্যে ইতিমধ্যে একজনের পরিচয় শনাক্ত করা গিয়েছে। তিনি অসমের কাটিগড়া অঞ্চলের বিহার গ্রামের বাসিন্দা।

বিস্ফোরণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই লাগোয়া এলাকার শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারের লোকজন দ্রুত খনিমুখে ভিড় জমান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর খনির ভিতর থেকে ঘন কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত মহিলা ও শিশুদের মধ্যে এই ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ও হাহাকার তৈরি হয়েছে।

ইতিমধ্যে মেঘালয় পুলিশের একটি উচ্চপর্যায়ের উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে জোরকদমে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। নিখোঁজ বা আটকে পড়া শ্রমিকদের সন্ধানে খনির ভিতরেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তবে ঠিক কী কারণে এই ভয়াবহ বিস্ফোরণটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখতে বিস্তারিত তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উদ্ধার অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত বিস্ফোরণের নির্দিষ্ট কারণ বা ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ বিবরণ নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। বর্তমানে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রাখছে স্থানীয় প্রশাসন।

দিদির পাশে কমল

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : এসআইআর ইস্যুতে কেন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন জানালেন অভিনেতা-রাজনীতিবিদ কমল হাসান। বুধবার রাজ্যসভায় সাংসদ হিসেবে প্রথম ভাষণ দেন তিনি। সেখানে এসআইআর একটি সংক্রামক রোগের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন এমএনএম সুপ্রিমো। কমল হাসান বলেন, 'বিহার একটি জীবন্মৃতদের ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আমরা চাই না এই রোগটি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ুক। বাংলায় আমার দিদি এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে তোপ দেগেছেন। আমরা যখন কথা বলছি তখন সুপ্রিম কোর্টে উনি মামলা লড়ছেন। নির্বাচন কমিশন অবধারিতভাবে এই রোগটি ছড়াচ্ছে।' তামিলনাড়ুতে এসআইআরে যেভাবে নাম বাদ পড়েছে, তা নিয়েও সরব হয়েছেন কমল হাসান। তিনি বলেন, 'তামিলনাড়ুতে খুব শীঘ্রই এক কোটি মানুষ কাগজেকলমে জীবন্মৃত হতে চলেছেন। তামিলনাড়ুতে ৯৭ লক্ষ ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে ইতিমধ্যে বাদ পড়েছে।

মূক ও বধির মেয়েকে ধর্ষণ

মুম্বই, ৫ ফেব্রুয়ারি : পাপ বাপকেও ছাড়ে না!

মুম্বইয়ের ক্যাফে প্যারেড এলাকায় রক্তের সম্পর্ককে কলঙ্কিত করে নিজের ২০ বছর বয়সি মূক ও বধির কন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ওই তরুণী অসুস্থ বোধ করলে চিকিৎসকরা জানান, তিনি পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। কথা বলতে অক্ষম তরুণী আকার-ইঙ্গিতে জানিয়েছিলেন পেটের ভিতর 'পোকা নড়ছে'। শুরুতে ওই ব্যক্তি মেয়ের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কারণ জানেন না বলে দাবি করেন এবং পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে অস্বীকার করেন। তবে সত্য উদঘাটনের স্বার্থে পুলিশ ওই তরুণীর বাবা সহ মোট ১৭ জন সন্দেহভাজনের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠায়। ডিএনএ পরীক্ষার প্রমাণের ভিত্তিতেই বাবাকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যসভায় ভাষণ, বয়স নিয়ে কটাক্ষ কংগ্রেস সভাপতিকে

লোকসভা এড়ালেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : লোকসভায় বিরোধী বিক্ষোভের কারণে ভাষণ দিতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিরোধীদের আচরণের কারণে স্পিকার ওম বিড়লার পরামর্শে লোকসভার চৌকাঠও পেরোননি তিনি। সেজন্য তাঁর বক্তব্য ছাড়াই রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে গিয়েছে বৃহস্পতিবার। কিন্তু সংসদের নিম্নকক্ষে না পারলেও উচ্চকক্ষে দাঁড়িয়ে নিজের ভাষণ পেশ করেছেন মোদি। আর তা করতে গিয়ে বিরোধীদের বিশেষ করে কংগ্রেস ও তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে নিজেকে মহান বলে প্রতিপন্ন করতে প্রতিদিন ২ কেজি করে গালি হজম করতে হয় বলে দাবিও করেন মোদি।

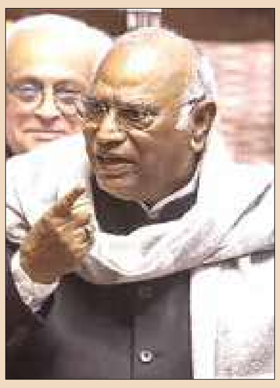

> আপনার বয়স হয়েছে। নিজের আসনে বসে স্লোগান দিন।
>
> নরেন্দ্র মোদি

লোকসভার মতো রাজ্যসভাতেও বিরোধীরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে বক্তব্য পেশ করতে দেওয়ার দাবিতে স্লোগানও দেন তাঁরা। পরে বিরোধীরা সভা থেকে ওয়াকআউট করেন। কিন্তু সেই বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রীর পালটা কটাক্ষ, 'রোজ ২ কেজি করে গালি হজম করতে হয় আমাকে। এটাই আমার সুস্থ থাকার গোপন রহস্য।' তাঁর এই কথায় ট্রেজারি বেঞ্চে হাসির রোল ওঠে। মোদি বলেন, 'কংগ্রেসকে দশকের পর দশক ধরে সুযোগ দিয়েছিলেন মানুষ। কিন্তু গরিবি হঠাওয়ের মতো স্লোগান দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল। দীর্ঘ বছরে কোনও স্টার্টআপ দেশে তৈরি হয়নি।' এরপর রাহুলকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'ওঁরা নিজেদের স্টার্ট আপকেও তুলে ধরতে পারেননি। দূরদর্শিতার অভাবই কংগ্রেসকে ধ্বংস করেছে।'

এদিনও নেহরু-গান্ধি পরিবারের সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। বুধবার সংসদের বাইরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রভনীত সিং বিট্টুকে গদ্দার বন্ধু বলে কটাক্ষ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা। সেই বিতর্কে ইতিমধ্যে রাহুলের বিরুদ্ধে শিখদের অপমান করার পালটা অভিযোগ করেছে বিজেপি। মোদি এই প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতাকে নিশানা করেছেন এদিন। তিনি বলেন, 'গতকাল কংগ্রেসের যুবরাজ একজন সাংসদকে গদ্দার বলেছিলেন। ওঁদের অহংকার অনেক বেড়ে গিয়েছে। এত লোক কংগ্রেস ছেড়েছেন। কংগ্রেস কতবার ভেঙেছে। ওঁরা তো অন্য কাউকে গদ্দার বলেন না। বিট্টুকে বলা হয়েছে কারণ উনি শিখ।' মোদির আক্রমণ থেকে বাদ যাননি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। মোদির খোঁচা, আপনার বয়স হয়েছে। নিজের আসনে বসে স্লোগান দিন। বিরোধীদের ওয়াকআউট করা দেখে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ওঁরা সবাই ক্লান্ত হয়ে চলে গিয়েছেন।' মোদির এই আক্রমণের জবাবে রাহুল গান্ধি সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'শুধু প্রশ্ন শুনেই এত ঘাবড়ে গেলেন? মোদিজি সত্যকে এতটাই ভয় পেয়েছেন যে মিথ্যার শরণাপন্ন হয়েছেন। যাই হোক, যা উচিত ভেবেছেন তাই করেছেন।' তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সমর্থনে বলেন, 'বিরোধী দলনেতাকে বলতে দেওয়া উচিত। তিনি যেটা উদ্ধৃত করেছেন সেটা তো জনসমক্ষেই রয়েছে। এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে এবং তাঁকে বলতে বাধা দিয়ে অনেক বড় সমস্যা খাড়া করা হচ্ছে।' এদিন প্রথমে বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয় লোকসভা। স্পিকারের আর্জিতে কর্ণপাত করেননি বিরোধী সাংসদরা।

দফায় দফায় সভা মুলতুবি করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় শেষমেশ ধ্বনিভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক পাশ হয়ে যায়। স্পিকার ওম বিড়লা ওই ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবটি পাঠ করেন। তখনও অবশ্য বিরোধী সাংসদরা স্লোগান দিচ্ছিলেন। স্পিকার জানান, তাঁর পরামর্শেই এদিন প্রধানমন্ত্রী লোকসভামুখো হননি। কংগ্রেস সাংসদরা যেভাবে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার ঘিরে রেখেছিলেন, তাতে নিরাপত্তার অভাববোধ করছিলেন তিনি। বিজেপি সাংসদ রবিশংকর প্রসাদ বলেন, 'গোটা ঘটনায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট স্পিকার। সংসদের ইতিহাসে এমনটা আর কখনও হয়নি যেখানে প্রধানমন্ত্রীকে কথা বলতে বাধা দেওয়া হয়েছে, তাঁকে ঘিরে রাখা হয়েছে এবং স্পিকার তাঁকে সভায় না আসার পরামর্শ দিয়েছেন।' কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক্সে একটি ভিডিও ক্লিপিং পোস্ট করে দাবি করেছেন, ২০০৪ সালে বিজেপিও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংকে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবে বক্তৃতা দিতে বাধা দিয়েছিল।

অনুপ্রবেশ অস্ত্রে মমতাকে তোপ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করে বুধবার ইতিহাস তৈরি করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আইনজীবীর শামলা গায়ে না চাপিয়েও সাধারণ নাগরিক হিসেবে তৃণমূলনেত্রীর ন্যায়বিচারের আর্জিতে শীর্ষ আদালতের মন গললেও অবস্থান থেকে সরতে নারাজ বিজেপি। উলটে অস্বস্তি ঢাকতে অনুপ্রবেশ অস্ত্রে তৃণমূলকে নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিরোধী বিক্ষোভ উপেক্ষা করে বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদসূচক বক্তব্যে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোচ্চারণ করেননি ঠিকই। কিন্তু 'অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে তৃণমূল আদালতে দৌড়োচ্ছে' বলে বিজেপির ন্যারেটিভ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। বাংলার সরকারকে নির্মমও বলেছেন।

> আমাদের দেশে অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য আদালতের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।
>
> নরেন্দ্র মোদি
>
> ....
>
> মুখ্যমন্ত্রী যাঁদের বাঁচাতে সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করছেন তাঁরা অনুপ্রবেশকারী নন।
>
> শশী পাঁজা

মোদির নিশানা, 'বিশ্বের সমৃদ্ধশালী দেশগুলি বেআইনি নাগরিকদের বের করে দিচ্ছে। আর আমাদের দেশে অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য আদালতের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের দেশের তরুণদের অধিকার, রুজিরুটি কেড়ে নিচ্ছে। আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিচ্ছে। মহিলারা নির্যাতিনের শিকার হচ্ছেন। অথচ ওঁরা আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন।' মোদি বলেন, 'আমার তৃণমূলের বন্ধুরা অনেক অভিযোগ করছেন। তাঁদের বলছি, একটু নিজেদের ভিতরটা তলিয়ে দেখুন। নির্মম সরকারের পতনের যতগুলি মাপকাঠি থাকে তাতে নিত্যনতুন রেকর্ড করেছেন আপনারা। আর এখানে উপদেশ দিচ্ছেন। রাজ্যটার কী অবস্থা করেছেন। এই নির্মম সরকারের কাছ থেকে ওখানকার মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে।' প্রধানমন্ত্রীর এই আক্রমণের জবাবে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যাঁদের বাঁচাতে সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করছেন তাঁরা অনুপ্রবেশকারী নন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি ঘুসপেটিয়াদের ভোট রক্ষা করছেন। ভাবুন, যে ১৫০ জন মানুষ মারা গিয়েছেন এসআইআর আতঙ্কে, তাঁরা কি অনুপ্রবেশকারী ছিলেন? লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে যে ১ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষকে ডাকা হয়েছে তাঁরা অত্যন্ত সাধারণ ভোটার, সাধারণ মানুষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের রক্ষা করছেন বলে অনুপ্রবেশকারী বলছেন?' রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলা ভারতেরই অংশ। তবুও বাংলার নাগরিকদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে হেনস্তা করাই বিজেপির লক্ষ্য। এর জবাব ভোটবাক্সেই দেবে বাংলার মানুষ।'

জোট নয়, বাংলায় একা লড়বে কংগ্রেস

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : সিপিএম না তৃণমূল, নবান্ন দখলের লড়াইয়ে হাত শিবির শেষমেশ কার হাত ধরবে তা নিয়ে জল্পনা চলছিল অনেক দিন ধরেই। কিন্তু বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে প্রদেশ নেতৃত্বের বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনে একক ক্ষমতায় লড়াই করবে হাত পতাকা।

দীর্ঘ ২ দশক বাদে আবার রাজ্যে কংগ্রেসের এই একলা চলার বার্তায় শোরগোল পড়েছে বাংলার রাজনীতিতে। এদিন কংগ্রেসের সদরদপ্তরে রাহুল-খাড়গের সঙ্গে বৈঠকে প্রদেশের তরফে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি ও কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী এবং বাংলায় দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর। ছিলেন কেসি বেণুগোপাল, ঈশা খান চৌধুরী, প্রণব-পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ও। প্রদেশ নেতাদের বক্তব্য ও সংগঠনের বাস্তব পরিস্থিতির রিপোর্ট শোনার পরেই কংগ্রেস হাইকমান্ড স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ২০২৬ সালের লড়াইয়ে বাংলায় প্রদেশ নেতৃত্ব যা চাইছে, সেই পথেই হাঁটবে দল।

বৈঠক শেষে গুলাম আহমেদ মীর বলেন, 'বামেদের সঙ্গে জোটের অভিজ্ঞতায় কংগ্রেসের সংগঠনের ভিত দুর্বল হয়েছে, কর্মীদের মনোবল ভেঙেছে। সেই কারণেই প্রদেশের সমস্ত নেতার মত ছিল এবার আর জোট নয়, নিজের শক্তিতেই লড়াই করা দরকার। সেই সিদ্ধান্তেই সিলমোহর দিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।' বাংলায় আসন্ন ভোটযুদ্ধে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন তারা কংগ্রেস বা অন্য কোন দলের সঙ্গে জোটে যাবেন না। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কংগ্রেস আলাদা দল। ওঁরা তো ওঁদের কথা বলবেনই।'

শেষবার ২০০৬ সালে একক ক্ষমতায় বিধানসভা ভোটে লড়েছিল কংগ্রেস। সেবার তারা পেয়েছিল ২১টি আসন এবং ১৪.৭১ শতাংশ ভোট। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত শুনে সিপিএমের নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলছেন, 'এ তো ভাল কথা। একক দল হিসাবে তাঁদের অবশ্যই এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মমতাকেই সাহায্য করবে বলে আমার ধারনা।' তবে আইএসএফের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকির মতে, কংগ্রেস জোটে থাকলেই ভালো হত।

এদিনের বৈঠকে হাজির বেশির ভাগ নেতাই কংগ্রেসের একক ভাবে লড়াইয়ের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এআইসিসি সূত্রে খবর, বৈঠকে অধীর বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট কেন প্রয়োজনীয় সেই বিষয়টি তুলে ধরেন। ২০১৬ সালে বামেদের সঙ্গে জোট করে লড়াই করে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রধান বিরোধী দল হয়েছিল। ২০২১ সালে মেরুকরণের ভোটে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস উভয় দল শূন্য হয়ে গেলেও, সাগরদিঘি উপনির্বাচনে কংগ্রেস জিতেছিল বামেদের সমর্থন নিয়েই।

জোট নিয়ে কংগ্রেসের বিলম্ব নিয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম প্রশ্ন তুলেছিলেন। পালটা কড়া প্রতিক্রিয়া দেয় কংগ্রেস। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, কংগ্রেস সিপিএমের নির্দেশে চলে না। দলের নিজস্ব সাংগঠনিক নিয়ম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া রয়েছে। সেই নিয়ম মেনেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত সেই প্রক্রিয়াতেই বৃহস্পতিবার বাংলার ভোটে একা লড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল কংগ্রেস।

এদিকে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীকে মুখ করে বাংলায় এগোবে কংগ্রেস, শুভঙ্কর সরকারের এই দাবির পর অধীর বলেন, 'এ প্রসঙ্গে দল বা শুভঙ্কর সরকার আমাকে কোনওদিন কিছু জানায়নি আজ যেটা বলেছে সেটা ক্যামেরার সামনে বলেছে। আমি দলের একজন কর্মী মাত্র। দলের তরফে যা নির্দেশ আসবে আমি সেটাই পালন করব।'

দিল্লিতে রাহুল-খাড়গের সঙ্গে বৈঠকে অধীর, শুভঙ্কররা। বৃহস্পতিবার।

ছেলেকে ছাঁটাই, ক্ষোভ থারুরের

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন সংবাদপত্র 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট' বুধবার এক-তৃতীয়াংশ কর্মীকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই গণ ছাঁটাইয়ের তালিকায় রয়েছেন সংবাদপত্রের আন্তর্জাতিক নিবন্ধকার ঈশান থারুর। ছেলের এহেন পরিণতিতে তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর প্রশ্ন তুলেছেন জেফ বেজোসের মালিকানাধীন সংবাদপত্রের ব্যবসায়িক বুদ্ধি নিয়ে। ২০১৭ সাল থেকে ওয়াশিংটন পোস্টে জনপ্রিয় 'ওয়ার্ল্ড ভিউ' কলামটি লিখতেন ঈশান।

চাকরিচ্যুত হয়ে এক্সে ঈশান লিখেছেন, 'আজ আমাকে ওয়াশিংটন পোস্ট থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আমার সঙ্গে আন্তর্জাতিক ডেস্কের আরও অনেক সহকর্মী কাজ হারিয়েছেন। আমাদের নিউজরুম এবং বিশ্বজুড়ে কর্মরত অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাংবাদিকদের জন্য আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।' তিনি আরও জানান, প্রায় পাঁচ লক্ষ গ্রাহক তাঁর প্রতিবেদন অনুসরণ করতেন এবং পাঠকদের এই ভালোবাসার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। একটি শূন্য নিউজরুমের ছবি পোস্ট করে দিনটিকে তিনি 'একটি খারাপ দিন' হিসেবে অভিহিত করেছেন। কঠিন সময়ে ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে শশী থারুর এক্সে লিখেছেন, 'ওয়াশিংটন পোস্টের এই তথাকথিত ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত সত্যিই অদ্ভুত। ঈশানের কলাম পড়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিদেশমন্ত্রী, কূটনীতিবিদ এবং পণ্ডিতরা মুখিয়ে থাকতেন। এই ধরনের জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে আয় বাড়ানোর বদলে বিভাগটিকেই পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া আসলে এক ধরনের বিকৃত আত্মহনন।'

সংবাদপত্রের দিল্লি ব্যুরো প্রধান প্রাংশু বর্মা সহ পুরো মিডল ইস্ট ডেস্ককে ছাঁটাই করা হয়েছে। ওয়াশিংটন পোস্টের ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়াবিভাগও সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওয়াশিংটন পোস্টের নির্বাহী সম্পাদক ম্যাট মারে এই সিদ্ধান্তকে 'বেদনাদায়ক কিন্তু প্রয়োজনীয়' বলে বর্ণনা করেছেন।

হুইল চেয়ারে সংসদে এলেন শশী থারুর। বৃহস্পতিবার।

জ্বালানি নিরাপত্তায় অগ্রাধিকার দিল্লির

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধের বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাঞ্চল্যকর দাবির দিন তিনেক পর নীরবতা ভাঙল ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানিয়েছেন, ভারতের ১৪০ কোটি নাগরিকের জ্বালানি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তিনি আরও বলেন, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নিরিখে জ্বালানির উৎসে 'বৈচিত্র্য' আনা দিল্লির দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের মূল ভিত্তি এবং এই নীতি মেনেই ভারত তার ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নেবে। তবে ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী রাশিয়া থেকে তেল কেনা পুরোপুরি বন্ধ হবে কি না, সেই বিষয়ে সরাসরি কোনও উত্তর তিনি এড়িয়ে যান।

গত সোমবার ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ করে আমেরিকা ও ভেনেজুয়েলা থেকে জ্বালানি আমদানিতে রাজি হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল জানিয়েছেন, দেশবাসীর প্রয়োজন মেটাতে ভারত বরাবরই বিভিন্ন উৎস থেকে তেল সংগ্রহের নীতি অনুসরণ করে আসছে।

> ভারতের ১৪০ কোটি নাগরিকের জ্বালানি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
>
> রণধীর জয়সওয়াল

অন্যদিকে, মস্কো জানিয়েছে, ভারত তেল কেনা বন্ধের বিষয়ে তাদের সরকারিভাবে কিছুই জানায়নি। ক্রেমলিনের মতে, ভারত তার জ্বালানি সরবরাহকারী বাছাই করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং আমদানিতে বৈচিত্র্য আনার এই প্রক্রিয়ায় নতুন কিছু নেই।

বর্তমানে ভারত রাশিয়ার তেলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা। রুশ বিশেষজ্ঞদের দাবি, রাশিয়ার ভারী সালফারযুক্ত 'ইউরালস' তেলের বদলে আমেরিকার হালকা শেলের তেল ব্যবহার করা ভারতীয় শোধনাগারগুলোর জন্য কেবল খরচসাপেক্ষই নয়, তা প্রযুক্তিগতভাবে জটিল বটে।

এই কূটনৈতিক টানাপড়েনের মাঝেই আগামী মার্চ মাসে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে ঐতিহাসিক বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে। এই চুক্তির ফলে ভারতীয় পণ্যের ওপর মার্কিন শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমে ১৮ শতাংশে নামতে পারে। আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে এই চুক্তি নিয়ে দুই দেশ একটি যৌথ বিবৃতি দিতে পারে বলে খবর।

ইউনূসের চুক্তি 'গোপন'

ঢাকা, ৫ ফেব্রুয়ারি : ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। কিন্তু তার মাত্র তিনদিন আগে ৯ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনের সঙ্গে এক 'রহস্যময়' বাণিজ্য চুক্তি সই করতে চলেছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। সেই চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, একটি অনির্বাচিত সরকার জনাদেশ ছাড়াই দীর্ঘমেয়াদি ও ঝুঁকিপূর্ণ এই চুক্তিতে বাংলাদেশকে বেঁধে ফেলতে চলেছে।

ইউনূসের সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার পারদও চড়ছে। গতবছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি 'নন-ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট' সই করে ইউনূস প্রশাসন। ফলে চুক্তির শর্তাবলি সম্পর্কে খোদ বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরাও অন্ধকারে। অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ চুক্তির স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের মতে, নির্বাচনের দোরগোড়ায় এমন চুক্তি পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের হাত-পা বেঁধে দেওয়ার নামান্তর। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হল রেডিমেড বস্ত্রশিল্প। যা মোট রপ্তানির ৯৬ শতাংশ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির কারণে বর্তমানে এই খাতে ২০% শুল্কের চাপে রয়েছে।

অভিযোগ উঠছে, গোপন চুক্তিতে মার্কিন তুলা আমদানির শর্তে শুল্ক কমানোর টোপ দেওয়া হলেও এর আড়ালে ভারতের তুলনায় বাংলাদেশি পণ্য অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে পারে। এতে প্রত্যক্ষভাবে ৪০-৫০ লক্ষ শ্রমিকের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকছে। হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় সহ বিশিষ্ট মহলের দাবি, হাসিনাকে হঠাতে 'ইউএস ডিপ স্টেট' ও উগ্রপন্থী শক্তির যে যোগসাজশ ছিল, এই চুক্তি তারই একপ্রকার প্রতিদান। আমেরিকার কাছে 'দাসত্বমূলক' নতিস্বীকার বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্বার্থকে বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

আতঙ্কের প্রহর পদ্মাপারে হিন্দুদের

ঢাকা, ৫ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বাকি আর মাত্র এক সপ্তাহ। কিন্তু গণতন্ত্রের উৎসবের আবহেও ভালো নেই বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়। রাজধানী ঢাকা থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে চরম আতঙ্ক। বস্ত্র কারখানার কর্মী দীপুচন্দ্র দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের হাড় হিম স্মৃতি তাড়া করে বেড়াচ্ছে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের।

বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের অগাস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে সংখ্যালঘুদের ওপর ২,০০০-এর বেশি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৬১টি হত্যাকাণ্ড, ২৮টি নারী নির্যাতন এবং ৯৫টি উপাসনালয়ে হামলার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। মানবাধিকার কর্মী রঞ্জন কর্মকারের মতে, অপরাধীদের সাজা না হওয়ায় 'বিচারহীনতার সংস্কৃতি' তৈরি হয়েছে, যা হিন্দুদের অস্তিত্বের সংকটে ফেলেছে। আওয়ামি লিগের সমর্থক হিসেবে পরিচিত হওয়ায় ইউনূস জমানায় হিন্দুদের ওপর হামলার তীব্রতা বেড়েছে।

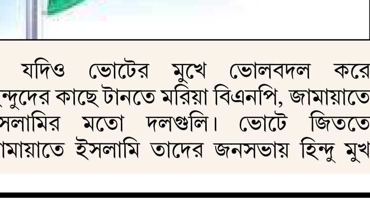

যদিও ভোটের মুখে ভোলবদল করে হিন্দুদের কাছে টানতে মরিয়া বিএনপি, জামায়াতে ইসলামির মতো দলগুলি। ভোটে জিততে জামায়াতে ইসলামি তাদের জনসভায় হিন্দু মুখ তুলে ধরছে এবং একজন হিন্দু প্রার্থীকেও মনোনয়ন দিয়েছে। অন্যদিকে এনসিপি সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষক আলতাফ পারভেজের মতে, এই 'প্রতীকী' পদক্ষেপগুলো হিন্দুদের মনে আস্থা ফেরাতে ব্যর্থ। বিএনপি বা অন্য দলগুলি পর্যাপ্ত প্রার্থী না দিয়ে সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক করে রেখেছে।

এই পরিস্থিতিতে ওপারে থাকা হিন্দুদের সুরক্ষার প্রশ্নে নয়াদিল্লি-ঢাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তিক্ততা বাড়ছে। নয়াদিল্লির তরফে হিন্দুদের ওপর হামলাকে 'সুশৃঙ্খল অপরাধ' বলা হয়েছে। অপরদিকে ইউনূস প্রশাসন এই হামলার ঘটনাগুলিকে 'ব্যক্তিগত বিরোধ' বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ভোটের আগে হিন্দু সংখ্যালঘুদের একটাই প্রশ্ন—তাঁরা কি আদৌ নিরাপদে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন?

ঘরে ঘরে লক্ষ্মী

প্রত্যাশা ছিলই। হলও তাই। লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীলাভ হল মহিলাদের। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বেড়ে গেল ৫০০ টাকা ভাতা। বাদ যাচ্ছে না 'নারায়ণ'রাও। বেকার তরুণদেরও মাসিক ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল রাজ্য। ভাঁড়ারে যতই টান থাকুক না কেন 'ভোট-অন অ্যাকাউন্ট'-এ কল্পতরু হয়ে ওঠার চেষ্টা করলেন মমতা। ভোট যে সামনে!

বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বরাদ্দ বাড়তেই উল্লাস মহিলাদের। বালুরঘাটে। ছবি : মাজিদুর সরদার

শিলিগুড়ি সহ একাধিক শহর হবে স্মার্ট সিটি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক শহরকে এবার স্মার্ট সিটির পর্যায়ে আনতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। যেখানে 'ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের' একটা বড় ভূমিকা থাকবে। স্থানীয় মানুষের অসুবিধা না ঘটিয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব কি না, তা খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকার একটি কমিটি গড়তে চলেছে। কমিটি ডিসেম্বরের মধ্যে সমীক্ষার কাজ শেষ করবে বলে বৃহস্পতিবার রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের এই সামগ্রিক পরিকল্পনায় শহরগুলিকে ব্যবসা, পরিবেশ ও কর্মসংস্থান বান্ধব করে গড়ে তোলার মতো গুরুত্ব বিষয় রয়েছে। শহরবাসীদের আধুনিক জীবনের সুযোগসুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যেই সরকারের এই উদ্যোগ বলেই এদিন দাবি করেছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, মালদা, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, গঙ্গারামপুর, কোচবিহার, দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া, বর্ধমান, ডায়মন্ড হারবার, দুর্গাপুর, বোলপুর, কৃষ্ণনগর, বারাসত, বহরমপুর, কল্যাণী, শ্রীরামপুর, অণ্ডাল, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দিঘা, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও নিউটাউনের এনকেডিএ এলাকার আধুনিকীকরণের পাশাপাশি শহরবাসীর কাছে এই সংক্রান্ত সব সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতেই সরকারের এই বিশদ পরিকল্পনা।

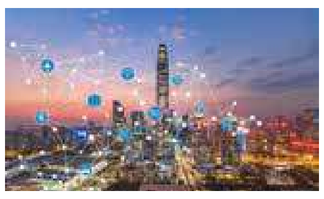

যদিও এদিন রাজ্য বাজেটে এত বড় একটি প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ছিটেফোঁটা অর্থ বরাদ্দের কথাও ঘোষণা করা হয়নি। প্রকল্প রূপায়ণে সরকার কমিটি গড়ার কথা ঘোষণা করলেও সেখানে কারা কারা থাকবেন, তা বাজেট বক্তৃতায় স্পষ্ট করে বলা হয়নি। কমিটি ডিসেম্বরের মধ্যে সমীক্ষার কাজ শেষ করবে ও রিপোর্ট জমা দেবে। রিপোর্ট শুধু প্রকল্পের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখার কথা থাকবে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, আদৌ এই সামগ্রিক প্রকল্প দিনের আলোর মুখ দেখবে কি না, তা নিয়ে চরম সংশয় রয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে নগরোন্নয়নের স্বার্থে একাধিক প্রকল্প বাম আমলেও গ্রহণ করা হয়েছিল। তবুও শহরগুলি উন্নয়নের পথে তেমন এগোতে পারেনি। নগরোন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রের আর্থিক বরাদ্দ যেমন সেভাবে রাজ্যের শহরগুলির স্বার্থে আসেনি, তেমনই রাজ্যের বিভিন্ন সরকারের আমলে শহরগুলির আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের স্বার্থে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয়নি।

উত্তরবঙ্গের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রের বাজেটের পর এবার রাজ্যের ভোট অন অ্যাকাউন্টেও উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করার অভিযোগ। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় যে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার, তাকে ঘিরে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব বিজেপি। যদিও বিজেপির অভিযোগ খারিজ করে উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যকে বঞ্চনার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও রাজ্যের বিজেপি নেতাদেরই দুষছে তৃণমূল।

বৃহস্পতিবার পেশ হওয়া রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৯২০.১৩ কোটি টাকা। গতবারের তুলনায় যা সংখ্যার বিচারে কিছুটা বেশি। বিগত ১৫ বছরে উত্তরবঙ্গের ৮ জেলায় ৩৩৩৯টি প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে দাবি করলেও বিগত অর্থবছরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে বলে রাজ্য সরকার তার বাজেট বিবৃতিতে দাবি করেছে, তা নেহাতই সাদামাঠা। রাজ্য সরকারের

এইসব প্রকল্পের মধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলায় গ্রামীণ হাট শেড নির্মাণ, মেখলিগঞ্জ ব্লকের ধরলা নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণ, দিনহাটা মিউনিসিপ্যালিটিতে সুইমিংপুল তৈরি, দিনহাটা সংহতি ময়দানে গ্যালারি নির্মাণ, জলপাইগুড়ি জেলায় জোড়াপানি নদীয় ওপর বক্সব্রিজ নিমাণ, দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া ব্লক এবং চটহাট বাঁশগাঁও কিসমত গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তা তৈরি, উত্তর দিনাজপুরের পিতানু নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণ, গঙ্গারামপুর হাইস্কুলের মাঠ থেকে বড়আখিড়া, দক্ষিণ দিনাজপুর পর্যন্ত পেভার ব্লকের রাস্তা তৈরি ও মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের ১ ব্লকের স্কুলের স্কাসরুম তৈরি, হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের ভিতরে রাস্তা এবং মালদার বামনগোলা ব্লকের আওতায় গঙ্গাপ্রসাদ কলোনি থেকে ভাঙাচিরা ব্রিজ পর্যন্ত সিসি রোড নির্মাণ।

রাজ্য সরকরের উন্নয়নের এই খতিয়ান দেখিয়েই বিজেপির প্রশ্ন, এটাই কি উত্তরবঙ্গের প্রাপ্য? বিজেপির মতে, রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ উত্তরবঙ্গে। উন্নয়নের মাপকাঠিতে জনসংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। অথচ সেই মাপকাঠিতে উত্তরবঙ্গের জন্য বছরের পর বছর ধরে যে বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার তাতে বঞ্চনার অভিযোগ ওঠাই স্বাভাবিক। উত্তরবঙ্গের বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে সর্বাধিক ভোটে জেতা মাটিগাড়া নকশাল বাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, 'আপাতভাবে বরাদ্দ বাড়লেও মোট বাজেট বরাদ্দের নিরিখে এবারেও বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যার মাপকাঠিতে উন্নয়নের জন্যে যে বরাদ্দ করা উচিত তার ছিটেফোঁটাও করা হয়নি। শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'তৃণমূলের শাসনে গত ১৫ বছরে উত্তরবঙ্গের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ এবারেও অব্যাহত রয়েছে। ২৬-এর বিধানসভা ভোটে এই বঞ্চনার জবাব উত্তরবঙ্গের মানুষ ইভিএমে দেবে।' বালুরঘাটের বিধায়ক অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ির মতে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের জন্য আলাদা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ রয়েছে। উত্তরকন্যা রয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য একই খেলা বাজেটে বড় অঙ্ক দেখানো হলেও পরে সংশোধিত বাজেটে তা কমে যায়। ২০২৪-এ উত্তরবঙ্গের জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ৭২৪ কোটি টাকা। ২৫-২৬ অর্থবর্ষে তাকেই ৮৬৬ কোটি টাকা করা হবে বলে ঘোষণা করা হল। অথচ সংশোধিত বাজেটে সেটাকেই ৫৪৮ কোটিতে দাঁড় করানো হয়েছে। লাহিড়ির অভিযোগ, খাতায়কলমে বরাদ্দ হলেও বাস্তবে উন্নয়নের জন্যে যে অর্থ দরকার তা পাওয়া যায় না। কারণ, প্রথমে বরাদ্দ করে পরে সেই টাকা অন্যত্র খরচ করে দেয় রাজ্য। এটাই উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার সবথেকে বড় দৃষ্টান্ত।

উত্তরবঙ্গের বঞ্চনায় উঠে এসেছে চা বাগানের প্রসঙ্গ। সম্প্রতি কেন্দ্রের বাজেটেও উত্তরবঙ্গের চা বাগান নিয়ে বড়সড়ো কোনও ঘোষণা না হওয়ায় বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছে তৃণমূল। তৃণমূলের মতে, গত ২০১৯ থেকে ধারাবাহিকভাবে সব নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের মানুষ বিজেপিকে ঢেলে ভোট দিলেও উত্তরবঙ্গ সহ চা বাগানের উন্নয়নে কোনও হেলদোল নেই কেন্দ্রের। বিধানসভা ভোটের মুখে সেই সমালোচনায় ঢোঁক গিলতে হচ্ছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে। এদিন রাজ্য বাজেটেও উত্তরবঙ্গের চা বাগান ও শ্রমিকদের নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘোষণা না হওয়ায় চা বাগানকে নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের বঞ্চনার অভিযোগ উঠেছে। তবে তৃণমূলের সমালোচনার জবাবে এদিন বিজেপির দাবি, বিগত বছরে রাজ্যের চা বাগানের উন্নয়নে কেন্দ্র ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও রাজ্য সরকার তা খরচাই করতে পারেনি। সেই কারণেই এবার কেন্দ্রীয় বাজেটে চা বাগানকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। অশোক লাহিড়ির মতে, চা বাগানের পরিকাঠামো ও শ্রমিক কল্যাণে কোনও সদিচ্ছাই নেই এই সরকারের। শাসকদলের ঘনিষ্ঠ লোকদের দিয়ে চা বাগানে হোটেল রেস্টুরেন্ট করে বাগানের জমি লুটতে চাইছে এই সরকার।

ভোট ঘোষণা হয়ে গেলে তো আর টাকা বাড়ানো যাবে না, তাই এখনই দিয়ে দিলাম।

ওরা শুধু কথা বলে, কাজ করে না। আমরা যা বলি, তা করে দেখাই।

বেকারদেরও দেড় হাজার টাকা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর কর্মসংস্থানকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সেভাবে হয়নি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বেকারত্ব যে বড় ইস্যু হতে চলেছে, তা স্পষ্ট। তাই যুবশ্রী'র ঢঙে বেকার যুবকদের জন্য আর্থিক ভাতার নতুন প্রকল্প 'যুব সাথী' চালু করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করতে গিয়ে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, '২১ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত বেকারদের আগামী ১৫ অগাস্ট থেকে মাসে দেড়হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।' তবে তার মধ্যে কেউ কোনও চাকরি পেয়ে গেলে তিনি যে এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন চন্দ্রিমা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, মূলত ভোটের দিকে তাকিয়েই বেকার যুবকদের সন্তুষ্ট করতে রাজ্য সরকার এই প্রকল্প হাতে নিল। বাম আমলে বেকার ভাতা প্রকল্প চালু থাকলেও তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নাম বদলে রাজ্য সরকার ওই ধরনেরই প্রকল্প সামনে আনল।

ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'রাজ্য সরকার সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের কথা মাথায় রেখে অন্তর্বর্তী বাজেট তৈরি করেছে। এই অন্তর্বর্তী বাজেটে কাউকে বঞ্চিত করা হয়নি।' যদিও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই ভাতাকে কটাক্ষ করে বলেছেন, 'মাত্র দেড়হাজার টাকা ভাতা দিয়ে সরকার বেকারদের ক্ষোভ প্রশমন করতে পারবে না।'

বাজেটে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক পাশ করেছেন অথচ চাকরি পাননি তাঁদের জন্যই এই প্রকল্প চালু করা হল। উচ্চশিক্ষার জন্য রাজ্য সরকারের বা অন্যান্য সংস্থার বৃত্তি রয়েছে। যাঁরা এই সমস্ত বৃত্তি পান, তাঁরাও নতুন প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। পাঁচবছর পর্যন্ত মাসে মাসে মাধ্যমিক পাশ করা রাজ্যের যুবক-যুবতীরা মাসে দেড়হাজার টাকা করে পাবেন। এর জন্য ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষে ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বর্তমানে তরুণ-তরুণীদের জন্য যুবশ্রী প্রকল্প রয়েছে। অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হলে এবং ১৮ বছর বয়স হয়ে গেলে তাঁরা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম নথিভুক্ত করতে পারেন।

এই প্রকল্প নিয়ে ভিন্ন মত তৈরি হয়েছে শিক্ষামহলে। শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারের কটাক্ষ, 'ভোটের বাজার গরম করার চেষ্টা হচ্ছে। যেভাবে দুর্নীতি হয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবেই এই ঘোষণা।' অবশ্য বেকার যুবক-যুবতীদের এই ভাতা পথ দেখাবে বলে মনে করছেন তৃণমূল সমর্থিত মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সভাপতি প্রীতমকুমার হালদার। তিনি বলেন, 'বেকারদের এই ভাতা উৎসাহ দেবে। এই অল্প সাহায্য নিয়ে আগামী দিনে তাঁরা মানবসম্পদকে আরও শক্তিশালী করবে।'

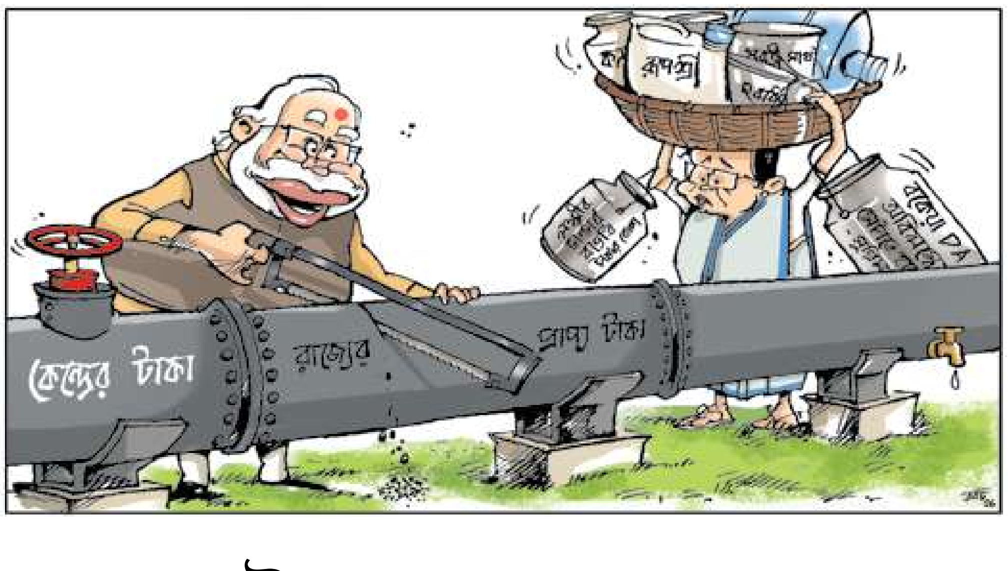

ভোটের অঙ্কে 'সেঞ্চুরি' মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : ক্যালেন্ডারে এপ্রিল থেকে নতুন অর্থবর্ষ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, নবান্নের আর তর সইল না। সৌজন্যে— আসন্ন বিধানসভা ভোট। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাস্টারস্ট্রোক— 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। অন্তর্বর্তী বাজেটে এক ধাক্কায় ৫০০ টাকা করে ভাতা বাড়িয়ে দিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের যে অন্তর্বর্তী বাজেট (ভোট অন অ্যাকাউন্ট) পেশ হল, তার ছত্রে ছত্রে শুধুই জনমোহিনী চমক। সবথেকে বড় চমক, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বর্ধিত ৫০০ টাকা এপ্রিলের বদলে চলতি ফেব্রুয়ারি থেকেই পাবেন রাজ্যের মা-বোনেরা। মূলত রাজ্যের প্রায় ২.৪২ কোটি মহিলা ভোটারকে পাশে পেতেই এই সেঞ্চুরি বাজেট বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, 'ভোট ঘোষণা হয়ে গেলে তো আর টাকা বাড়ানো যাবে না, তাই এখনই দিয়ে দিলাম।' সামাজিক প্রকল্পের সংখ্যা ১০০ ছুঁয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন দাবি করলেন, তাঁর সরকার উন্নয়নের 'সেঞ্চুরি করে ফেলেছে।

বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য অতিরিক্ত ১৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী নতুন বরাদ্দ কার্যকর হয় ১ এপ্রিল থেকে। কিন্তু সাংবাদিক বৈঠকে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছেন, ভোটের নির্ঘণ্ট জারি হওয়ার আগেই এই টাকা মানুষের হাতে পৌঁছে দিতে চায় সরকার। রাজনৈতিক মহলের মতে, ২ লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে প্রচার তৃণমূল চালাচ্ছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের এই 'তাড়াহুড়ো' তাকে আরও অক্সিজেন দেবে।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র এদিন বাম আমলের সঙ্গে বর্তমান সরকারের তুলনামূলক খতিয়ান পেশ করে দাবি করেন, বামেদের ৮৪ হাজার কোটির বাজেট আজ ৪ লক্ষ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়েছে। তাঁর দাবি, পরিকাঠামোয় বাংলা এগিয়েছে সাড়ে ১৮ গুণ, আর কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে অগ্রগতি হয়েছে ১৩ গুণ। অমিত মিত্রের তোপ, 'আমরা আর্থিক শৃঙ্খলা মানি, যা কেন্দ্রও মানে না। বামেদের রেখে যাওয়া ঋণের ১ লক্ষ ১৯ হাজার কোটি টাকা শুধু সুদ বাবদই মিটিয়েছি আমরা।'

রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ ৩.৭৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে রাজ্য সরকারের আমলে তা এখন হয়েছে ১.০১ শতাংশ। এমনকি আর্থিক ঘাটতি ৪.২৮ শতাংশ থেকে রাজ্য সরকার ২.২১ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা অমিত মিত্র জানিয়েছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কেবল একটি অনুদান নয়, এটি গ্রামীণ অর্থনীতির 'লিকুইডিটি' বা নগদের জোগান বাড়াতে সাহায্য করে। তাঁর দাবি, এই প্রকল্পের ফলে গ্রামের বাজারে কেনাকাটা বাড়বে, যার প্রভাব পড়বে সামগ্রিক অর্থনীতিতে। কেন্দ্র ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রাখলেও রাজ্যের নিজস্ব ভাঁড়ার থেকেই এই টাকা দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তুলেছেন। আবাস যোজনা থেকে ১০০ দিনের কাজ— সব টাকা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে রাজ্য সামাজিক প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে, তার ব্যাখ্যায় মমতা বলেন, 'ওরা শুধু কথা বলে, কাজ করে না। আমরা যা বলি, তা করে দেখাই।' চা বাগান শ্রমিকদের পাট্টা প্রদান থেকে শুরু করে ১ কোটি বাড়ি তৈরি— উন্নয়নের লম্বা তালিকা পেশ করে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন, এবারের লড়াই সরাসরি 'বঞ্চনা বনাম উন্নয়নের' লড়াই।

স্বর্গভূমি-রাজভূমির স্বপ্ন উত্তরে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : স্বর্গভূমি এবং রাজভূমি ধর্মীয় পর্যটন সার্কিট। রাজ্য বাজেটে এই দুইয়ের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে পর্যটন মহল স্বপ্নে মশগুল। উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, এই দুটি পর্যটন সার্কিট বাস্তবায়ন হলে দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড় তো বটেই, শিলিগুড়ি সহ সমতলের অর্থনীতিও চাঙ্গা হবে। এছাড়া মিটিংস, ইনসেন্টিভ কনফারেন্সেস অ্যান্ড এগজিবিশনস বা মাইস নিয়েও উত্তরবঙ্গের জন্য ঘোষণায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা খুশি। এই অঞ্চলে মাইস পর্যটন ব্যবস্থা চালু হলে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলেও তাঁরা মনে করছেন। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের বণিক মহলও রাজ্য বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ করেন। সেখানে উত্তরবঙ্গের পর্যটনের উন্নয়নে দুটি ধর্মীয় পর্যটন সার্কিট এবং শিলিগুড়ি, দার্জিলিং পাহাড় এবং ডুয়ার্সকে কেন্দ্র করে মাইস পর্যটনের কথাও বলা রয়েছে। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'ভালো বাজেট হয়েছে। আমরা এখানে দুটি ধর্মীয় পর্যটন সার্কিট পাচ্ছি। দার্জিলিং এবং তরাইকে নিয়ে স্বর্গভূমি সার্কিট এবং সমতলে সম্ভবত কোচবিহার এবং ডুয়ার্সকে ঘিরে রাজভূমি সার্কিট হবে। এর বাস্তবায়ন হলে উত্তরবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে আমূল উন্নয়ন সম্ভব।'

শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির তৈরি হচ্ছে। পাহাড়েও এমন প্রচুর মন্দির ও ধর্মীয় স্থান রয়েছে। সেগুলিকে সঠিকভাবে সাজিয়ে তুলতে পারলে মানুষ উত্তরবঙ্গের পর্যটনকে আরও আপন করে নেবে বলে সম্রাটের দৃঢ় ধারণা। তাঁর কথায়, 'শিলিগুড়িকে যে পর্যটকরা শুধুমাত্র ট্রানজিট হিসাবে ব্যবহার করেন, সেই পর্যটকরাও এখানে এসে দু'রাত থাকতে বাধ্য হবেন।' পর্যটনের উন্নয়নে রাজ্যের ঘোষণাকে ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন (এতোয়া) স্বাগত জানিয়েছে। সংগঠনের উপদেষ্টা সন্দীপন ঘোষ বলেছেন, 'এই বাজেটে আমরা খুশি। ডোমেস্টিক পর্যটনের কথা রয়েছে। পাশাপাশি এখানে দুটি ধর্মীয় পর্যটন সার্কিটও তৈরি হচ্ছে। এটা হলে উত্তরবঙ্গের পর্যটন অন্য মাত্রা পাবে।'

রাজ্য বাজেটে উত্তরবঙ্গের পাহাড় এবং সমতলকে ঘিরে চারটি জায়গায় মাইস ট্যুরিজম সার্কিট তৈরির কথা বলা হয়েছে। এর অঙ্গ হিসাবে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়িতে একটি কনভেনশন সেন্টার তৈরির ঘোষণা হয়েছে। অদূরভবিষ্যতে ডুয়ার্সেও একটি কনভেনশন সেন্টার তৈরি হবে। পাশাপাশি এখানে মাইস ট্যুরিজমের অধীনে বিবাহ, বিভিন্ন গোষ্ঠীর বড় আকারের মিটিংয়ের ব্যবস্থা সহ সমস্ত আয়োজনই থাকবে।

রাজ্য বাজেট নিয়ে বণিক মহলও খুশি। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) উত্তরবঙ্গের চেয়ারম্যান সতীশ মিত্রুকার বক্তব্য, 'পর্যটন সহ সামগ্রিকভাবে রাজ্যের বাজেট ভালো হয়েছে। প্রতি বছরই একটু একটু করে রাজ্যে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ছে। টি ট্যুরিজম প্রকল্পে রাজ্য এবারও জোর দিয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই ৩৪টি টি ট্যুরিজম প্রকল্পের প্রস্তাব জমা দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যেই দার্জিলিংয়ে ১১টি, জলপাইগুড়িতে দুটি এবং কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে একটি করে প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে।' তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রেও শিলিগুড়িতে নতুন পার্ক তৈরির সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়েছে। সেটিও ইতিবাচক দিকে বলে সতীশ জানিয়েছেন।

শুরু হল উত্তরবঙ্গ পুষ্প প্রদর্শনী

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : শীতের শেষলগ্নে রঙিন হয়ে উঠল কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণ। সন্ধে হওয়ার আগেই সুবাস ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, প্রথম দিনই মুগ্ধতায় দর্শনার্থী ক্রেতারা। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটির ৪২তম পুষ্প প্রদর্শনী। এদিন মেলার উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানান, ইস্টার্ন বাইপাসে ফুল বাজার তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে পুরনিগমের। ওই বাজার তৈরি হলে ফুল সংরক্ষণ সহজ হবে। মেলার আয়োজক সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর প্রায় তিন হাজার ফুল গাছের সমাহার রয়েছে মেলায়। রয়েছে নানা ফল ও সবজির গাছ। পাহাড়-সমতল মিলিয়ে ৪২৭ জন অংশগ্রহণ করেছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মেলার উদ্বোধনের আগেই এদিন মেলা প্রাঙ্গণে ভিড় জমিয়েছিলেন ফুলপ্রেমীরা। সময়ের সঙ্গে বেড়েছে মানুষের সংখ্যা। মেলা চলবে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

এবছরের আকর্ষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া এবং ওয়াটার ব্যাম্বু। প্রথম দিনে মেলায় আসা সাধারণ মানুষের মধ্যে ওয়াটার ব্যাম্বুর প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। এক্সোটিক গাছ নিয়েও বিভিন্ন জায়গা থেকে স্টল দিয়েছেন ফুলচাষিরা। এক্সোটিক গাছের কালেকশনে রয়েছে ১ লক্ষ ২৫ টাকার অ্যান্থেরিয়াম পর্যন্ত। যা দেখতে এদিন ভিড় উপচে পড়েছিল। মেলায় অংশ নেওয়া দেবরাজ সরকার বললেন, 'প্রতিবছর এক্সোটিক গাছের কালেকশন নিয়ে আসি। এবছরও এসেছি। ফার্নের বিভিন্ন ভ্যারাইটি, ফিলোডেনড্রনের ভ্যারাইটি সহ আরও বিভিন্ন গাছ রয়েছে। গত চার বছরের মতো এবছরও ভালো ব্যবসা হবে বলে আশা রাখছি।' হর্টিকালচার সোসাইটির সম্পাদক প্রশান্ত সেন বলেন, 'উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় পুষ্প প্রদর্শনীতে নানা ফুল, ফল, সবজির সমারোহ রয়েছে। প্রচুর নার্সারি এখানে স্টল দিয়েছে। তাদের মধ্যে চ্যাম্পিয়নকে গোল্ড ট্রফি, রানার্সকে সিলভার ট্রফি এবং নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়াও প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে পুরস্কৃত করা হবে। এবছর আমরা বহু নার্সারিকে জায়গা দিতে পারিনি। গতবছর তিন কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। এবছর অন্তত পাঁচ কোটি টাকার ব্যবসা হবে বলে আশা রাখছি।'

ধৃত এক

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত সঞ্জীব চক্রবর্তী জলপাইগুড়ির পিলখানা কলোনির বাসিন্দা। তবে শিলিগুড়ির আশ্রমপাড়া এলাকায় ঘরভাড়া নিয়ে বসবাস করেন তিনি। বুধবার রাতে পুলিশ ফুলবাড়ি এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। বাকিরা পালিয়ে যায় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বৃহস্পতিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

এদিকে, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পর পুলিশ অভিযুক্তের পরিবারের এক সদস্যকে ফোন করে বিষয়টি জানায়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের পরিবারের সদস্যরা পালটা তাঁর বিরুদ্ধে মদ খেয়ে মাকে মারধর এবং ভাইয়ের দোকানে ভাঙচুর করার অভিযোগ জানান।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলার মাঠে পুষ্প প্রদর্শনী। বৃহস্পতিবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

কেউ খুশি, কেউ রুষ্ট

রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে ঘোষণায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বাড়ানো হল ৫০০ টাকা। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি বেকারদের মিলবে ১৫০০ টাকা ভাতা। আর আশাকর্মীদের ভাতা ১০০০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল। এতে যাঁরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন তাঁরা সবাই যে খুশি হয়েছেন এমন নয়। তবে যাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পান তাঁরা এই বৃদ্ধিতে নিঃসন্দেহে খুশি। সবার কথা শুনলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**।

আন্দোলনের ফল

আমাদের আন্দোলন, লড়াই না চললে এটাও আমরা পেতাম না। এই ১০০০ টাকা ভাতা বৃদ্ধিটাও আমাদের আন্দোলনেরই ফল। আমরা আলোচনায় বসব। প্রায় ৪৫ দিন ধরে আমাদের কর্মবিরতি চলছে নানা দাবিতে। আমাদের আন্দোলনের ফলেই সরকার একরকম বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই আমাদের আন্দোলন চলবে। কারণ আমাদের সমস্ত দাবি এখনও মানা হয়নি। তবে আমরা আবার কাজে ফিরব কি না সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে।

*– **নমিতা চক্রবর্তী**, দার্জিলিং জেলা সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন*

কাজের সুযোগ চাই

১৫০০ টাকা বেকার ভাতায় সংসার চলে না। একটা সংসার চালাতে অন্তত ৪০ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়। এর বদলে রাজ্যে শিল্প, শিক্ষা বা চাকরির জন্য কোম্পানিগুলোকে আনার চেষ্টা করলে সেটা বেশি ভালো হত। আর অ্যাপ্লাই করলে সকলে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে কি না সেটা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। আগেও অনেক প্রকল্পে দেখেছি অনেকে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। একটু কর্মসংস্থানের দিকে নজর দিলে খুব ভালো হয়।

*– **অভিরূপ দত্ত জোয়ারদার**, কম্পিটিটিভ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, হাকিমপাড়া*

মোটে খুশি নই

আমাদের দাবি ছিল অন্তত ১৫০০০ টাকা মূল বেতন হোক। ১০০০ ভাতা বৃদ্ধিতে আমরা মোটেই খুশি নই। আমাদের আলোচনা চলছে। শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গে স্বাস্থ্য ভবনে যাবে দক্ষিণবঙ্গের আশাকর্মীরা এবং উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিরা। আমাদের আন্দোলন চলবে। ১০০০ টাকা বৃদ্ধিতে আশাকর্মীদের সংসার চলবে না।

*– **বনানী সাহা**, দার্জিলিং জেলা সহ সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন*

অনেক সুবিধা হল

আমাদের তো সুবিধা হল। অন্যান্য সমস্যা তো থাকবেই। তবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৫০০ টাকা বেশি পাওয়ায় আমাদের লাভ হবে। ভোটের আগে এটাই মাথায় থাকবে।

*– **দীপ্তি দাস**, দেবাশিস কলোনির বাসিন্দা*

অনেক লাভ হল

আমাদের অনেক লাভ হল। ঘরে বসেই ১৫০০ টাকা পাব। এইটুকু কথাই আমাদের জন্য কে ভাবে। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। সমস্যা সব জায়গাতেই থাকে। ভোটের আগে এই বাড়তি টাকার কথা অবশ্যই মাথায় থাকবে।

*– **রিঙ্কি শীল**, ভারতনগরের বাসিন্দা*

চাকরির প্রয়োজন

১৫০০ টাকায় খুশি নই। আমাদের চাকরির প্রয়োজন। আমি আমার অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ দিই। যদি একটা স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিতে পারতাম তাহলে ছেলেমেয়েদের শেখাতে পারতাম। আমারও একটা ভবিষ্যৎ তৈরি হত। বেকার ভাতার প্রয়োজনই হত না। যে কোনও রাজনৈতিক দলই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। তাই আমি সেই বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে আমাদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন, বেকার ভাতার নয়।

*– **সুবীর সরকার**, ক্যারাটে প্রশিক্ষক, রাজীবনগর*

ভাতা চান গিগকর্মীরা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বাজেটে সরকার গিগকর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় গিগকর্মীদের নিয়ে আসা হবে। তাতে খাবার থেকে শুরু করে সমস্ত সামগ্রী ডেলিভারির সঙ্গে যুক্ত কর্মীরাই থাকবেন। শিলিগুড়ির মতো বড় শহরে বহু ছেলেমেয়ে গিগকর্মী হিসাবে কাজ করেন। রাজ্যের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও এতে যে সমস্যা মিটবে না, সে কথা বলছেন অনেক গিগকর্মীই। পাশাপাশি তাঁদের অনেকেই আলাদা ভাতা চালুর দাবিও তুলতে শুরু করেছেন।

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার গিগকর্মীদের ১০ মিনিটে সামগ্রী ডেলিভারির নিয়ম তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সেই উদ্যোগকে গিগকর্মীরা দারুণভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু রোদ, ঝড়, জল মাথায় নিয়ে যেভাবে গিগকর্মীরা ডেলিভারির কাজ করেন, সেই তুলনায় যে আয় নেই, সেই ক্ষোভ তাঁদের মধ্যে রয়েছে। পাশাপাশি ডেলিভারির কাজের কোনও নিশ্চয়তা নেই। শিলিগুড়ির ঝংকার মোড়ের বাসিন্দা বিকাশ দাস একটি সংস্থার হয়ে খাবার ডেলিভারি করেন। বিকাশের কথায়, 'স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে আমারও রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক শর্তাবলি রয়েছে। সেক্ষেত্রে রাজ্য যদি বিশেষ কোনও প্রকল্প আমাদের জন্য নিয়ে আসে ভালো হয়।'

স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের কার্ড নার্সিংহোম যে নিতে চায় না, তা নিয়ে বহু অভিযোগ রয়েছে। রাস্তায় সবসময় চলাফেরা করা গিগকর্মীদের কাজ। সেক্ষেত্রে তাঁদের পথ দুর্ঘটনার মুখে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সেই জায়গা থেকে গিগকর্মীদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য প্রকল্প চালুর দাবি উঠছে। রাজেশ মাহাতো নামে প্রধাননগরের বাসিন্দা এক তরুণ গিগকর্মী বলেন, 'সরকার বেকারদের যে ভাতা দিচ্ছেন, তাতে আমাদের শামিল করুক। আমাদের কাজে কোনও নিশ্চয়তা নেই। দেড় হাজার টাকা সরকারের থেকে এলে কমপক্ষে বাইকের তেল ভরে তো কিছুদিন কাজ করতে পারব।' রাজেশের সংযোজন, 'একবার কোনও কারণে ঘরে বসে গেলে পরিবার চালানোর দ্বিতীয় সদস্য নেই। তাই আমাদের জন্য আলাদা করে ভাতা চালু করা হোক।'

রাজ্য সরকার বাজেটে উল্লেখ করেছে গিগ অর্থনীতির গুরুত্ব। রাজ্যজুড়ে লক্ষাধিক মানুষ গিগকর্মী হিসাবে কাজ করেন। এদিকে শিলিগুড়ির রঞ্জন প্রামাণিক, মহম্মদ আমিররা রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। রঞ্জনের কথায়, 'রাজ্য সরকার আমাদের কথা অন্তত ভেবেছে। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে রাজ্য কী ভাবছে, তা সামনে নিয়ে আসার দাবি জানাচ্ছি।'

ইসলামপুরে ১৭টি ওয়ার্ডের পুরসভা তিন দশকের। পাওয়া না পাওয়ার হিসেব মেলাতে ব্যস্ত নাগরিকরা। 'দেখছি-দেখব'র গোলকধাঁধায় ফেঁসে তাঁরা। শহরের অভাব-অভিযোগ শুনলেন অরুণ ঝা

বাজারে নেই পানীয় জল, শৌচাগারও

নগর দর্শন

ইসলামপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার দুপুর প্রায় সাড়ে ১২টা, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হন্যে হয়ে একটু আড়াল খুঁজছেন দুই মহিলা। স্থান, ইসলামপুর বাজারের পুরোনো ভিডিও হল সংলগ্ন এলাকা। নিকাশিনালা এবং আবর্জনার আড়ালে শেষপর্যন্ত তাঁদের সমস্যা কীভাবে মিটল তা বলতে গেলে মাথা হেঁট হয়ে যাবে। মহকুমার সদর শহর তথা তিন দশক পুরোনো পুরসভা এলাকায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে মহিলাদের নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। পুরসভার তিনটি ওয়ার্ডকে নিয়ে ইসলামপুর বাজার এলাকা। কিন্তু দশকের পর দশক কেটে গেলেও ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের জন্য পরিস্রুত পানীয় জল এবং সুলভ শৌচাগার গড়ে তুলতে পারেনি পুরবোর্ড। যশোদা সিংহ, অজন্তা সিনহা, তারা বিশ্বাস, রৌশনারা বেগম, শবনম খাতুনদের মতো অনেক মহিলাই জীবিকার প্রয়োজনে বাজারে বিভিন্ন সামগ্রীর পসরা নিয়ে বাজারে বসেন। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে প্রতিনিয়ত তাঁদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়। তাঁদের এই যন্ত্রণা কবে মিটবে এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেননি পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। পুরসভা অফিসের পিছনে থাকা সবজি বাজারের অবস্থাও তথৈবচ। লক্ষ লক্ষ টাকা সেলামি ও মাসে মোটা টাকা নিলেও, বিনিময়ে সবজি বাজারের উলটো দিকে থাকা মার্কেটেও শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ পুরসভা।

কানাইয়া বলেন, 'জমির অভাবে বাজারে শৌচাগার গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তবে সবজি বাজার এবং পুরসভার মার্কেট কমপ্লেক্সের জন্য আমরা শৌচাগার তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। চৌরঙ্গি মোড়ের শৌচাগারের টেন্ডার যিনি পেয়েছিলেন লোকসান হওয়ায় তিনি সেই শৌচাগার বন্ধ করে রেখেছেন। ওই টেন্ডার বাতিল করে দ্রুত নতুন টেন্ডার ডাকা হবে।'

সময় সকাল ১১টা, স্থান খুচরো সবজি বাজার। ক্ষুদিরামপল্লির বাসিন্দা সত্যজিৎ ঘোষ বাজারে পরিচিত ফলের দোকানের মালিকের অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। দোকানদার প্রায় ১৫ মিনিট পর পৌঁছাতেই সত্যজিৎ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'চেয়ারম্যানকে গিয়ে বলুন না শৌচাগারের ব্যবস্থা করতে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কতদূর ছুটতে হয় জানেন?' উত্তরে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই দোকানদার রীতিমতো চিৎকার করে বলেন, 'মুখ খুলে শত্রুতা বাড়িয়ে কি লাভ বলতে পারেন? ওঁরা কি আমাদের যন্ত্রণা জানেন না?'

এদিন হাট বসেছিল। অন্যদিনের চেয়ে ভিড় অনেকটাই বেশি ছিল কংগ্রেস রোড, বড় কালীবাড়ি রোড, মণ্ডলপাড়া রোড, এনএস রোড, উকিলপাড়া রোড, হোটেলপট্টিতে। বাজারে এসে প্রকৃতির ডাক এলেই আতঙ্কে ভোগেন পুরুষ, মহিলা সবাই। হাসপাতালপাড়ার বাসিন্দা শংকরী ভৌমিক ব্যাগ হাতে বাড়ি ফেরার পথে রাখঢাক না রেখেই বলেন, 'শহরের মানুষই শৌচাগার না থাকার কারণে ভোগান্তির শিকার। তাহলে গ্রামের মানুষের কী হাল হয় ভেবে দেখবেন। বিশেষ করে মহিলাদের।'

চৌরঙ্গি মোড় পৌঁছাতেই দেখা গেল সুলভ শৌচাগারে তালা ঝুলছে। দুপুর তখন প্রায় দুটো বাজে। বন্ধ শৌচাগারের পাশে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে প্রস্রাব করে টোটোচালক সঞ্জয় কুমার বলেন, 'গত চার মাস ধরে শৌচাগার বন্ধ। তাই বাধ্য হয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে এইভাবে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয়।'

ইসলামপুর খুচরো সবজি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি অরুণ ঘোষ ক্ষোভ উগরে বলেন, 'ঢিল ছোড়া দূরত্বে পুরসভা অফিস। আমরা সবজি ব্যবসায়ীরা দিনে ১২ ঘণ্টার বেশি বাজারে থাকি। অথচ আমাদের প্রকাশ্যে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয়। আর কবে পুরসভার ঘুম ভাঙবে?'

ইসলামপুরে ব্যবহারের অযোগ্য তালাবন্ধ শৌচাগার। -সংবাদচিত্র

বাগডোগরা বিহার মোড়ে পুলিশি অভিযান। বৃহস্পতিবার।

উচ্ছেদ অভিযান

বাগডোগরা, ৫ ফেব্রুয়ারি : এশিয়ান হাইওয়ে-২ সংলগ্ন উড়ালপুলের নীচ থেকে অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ড। এদিন দুপুরে বাগডোগরা বিহার মোড় এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এরপর গোটা বাগডোগরা এলাকায় অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের ওসি রাজীব গুহ বলেন, 'আমরা লক্ষ করেছি, উড়ালপুলের নীচে জায়গা দখল করেছে বেশ কিছু গুমটি। ওই সব গুমটিতে কোনও ব্যবসা হয় না। শুধু কিছু মানুষ জায়গা দখল করে রেখে দিয়েছেন বিক্রি করা অথবা ভাড়া দেওয়ার জন্য। আমরা এমন ৭টি গুমটি বা ঠ্যালাগাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছি। প্রায় ২০টি জায়গা দখলমুক্ত করেছি।' রাজীব আরও বলেন, 'আমরা কোনও গরিবকে উচ্ছেদ করতে চাই না। যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁরা সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবসা করে জীবিকা অর্জন করতেই পারেন। কিন্তু জায়গা দখল করে রাখা মেনে নেওয়া যায় না।'

পার্কিং প্রশ্নে রাজীব বলেন, 'উড়ালপুলের নীচে সুশৃঙ্খলভাবে গাড়ি পার্ক করতে হবে। গাড়ি রাখবে, কাজ করে গাড়ি নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু দীর্ঘদিন নিজের বাড়ির গ্যারাজের মতো গাড়ি পার্ক করে রেখে দিলে তা মেনে নেওয়া হবে না।'

পিংকি সিং নামে এক গুমটি মালিক বলেন, 'আমি তো মাঝেমধ্যে ব্যবসা করি। কিছুদিন হল অসুস্থতার কারণে কারবার করতে পারছি না। আমার গুমটি নিয়ে গিয়েছে পুলিশ।' যদিও পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, এমন হয়নি। দীর্ঘদিন যাঁরা ব্যবসা করছেন না, তাঁদের দোকান চিহ্নিত করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পদ্মের নালিশ

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : পুরনিগম এলাকায় হোল্ডিং ট্যাক্স এবং মিউটেশন ফি জমা করতে সাধারণ মানুষের সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। বৃহস্পতিবার পুরনিগমে বিজেপি কাউন্সিলারদের পাশে বসিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন অমিত। সেখানেই তিনি বলেন, 'মিউটেশন সার্টিফিকিটের জন্য ছয় থেকে সাত মাস অপেক্ষা করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এদিকে, প্রভাবশালীরা খুব সহজেই সার্টিফিকেট পেয়ে যাচ্ছে।' বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতোর বক্তব্য, 'কোনও দালালচক্র নেই। প্রমাণ করুক দালাল রয়েছে। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্যই আমরা বসে রয়েছি। কারও কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।'

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : গাঁজা পাচারে অভিযুক্ত নিখিল কুমারকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠাল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। নিখিল দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। লেখাপড়ার পাশাপাশি মাদকের কারবারে হাত পাকিয়েছিল সে।

ট্রাক আটক

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : বালি-পাথরবোঝাই ট্রাক বাজেয়াপ্ত করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে চালককেও। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহানন্দা থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর তুলে একটি ট্রাক চম্পাসারি এলাকা দিয়ে যাচ্ছে বলে বুধবার খবর আসে। এরপর পুলিশ সেই ট্রাককে আটকে চালকের কাছে কাগজপত্র চায়। তবে কাগজ দেখাতে না পারায় চালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ট্রাকটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

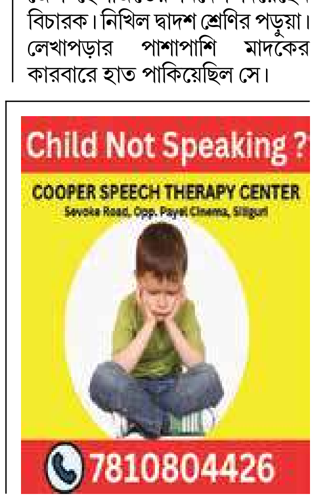

চোরাই বাইক উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি শহরে বাইক চুরি কাণ্ডে ফের নাম জুড়ল চোপড়ার। এবারে অভিযোগের ভিত্তিতে মাটিগাড়া থানার পুলিশের একটি টিম চোপড়ায় গিয়ে চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করে। পাশাপাশি মহম্মদ সেরিপ নামে এক দুষ্কৃতীকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তি চোপড়ারই বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। পুলিশ সূত্রে খবর, মহম্মদ সেরিপের সঙ্গে ওই ঘটনায় আরও এক দুষ্কৃতী জড়িয়ে রয়েছে।

শিলিগুড়িতে বহিরাগত গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য গত কয়েক মাস ধরেই সক্রিয় রয়েছে। এই চক্রের সদস্যরা প্রত্যেকেই মাদকাসক্ত। মাটিগাড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছরের অক্টোবর মাসে থানায় এক বাইকচালক একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি অভিযোগ করেন, মাটিগাড়া বাজার এলাকায় বাইক রেখে তিনি কেনাকাটা করছিলেন। ফিরে এসে দেখেন বাইক নেই। এরপরই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। পুলিশের কাছে গোপন সূত্র মারফত একটি খবর আসে। পুলিশ জানতে পারে, ওই বাইক চোপড়ার দুই দুষ্কৃতী চুরি করেছে। এরপর সেই সূত্রকে কাজে লাগিয়ে বুধবার মাটিগাড়া থানার একটি টিম চোপড়ায় যায়। সেখানে কাদেরের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে নম্বর প্লেট ভাঙা বাইকটি উদ্ধার করে পুলিশ। তবে সুযোগ বুঝে কাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

মাস খানেক আগেও খালপাড়ায় একটি বাইক চুরির ঘটনায় চোপড়া গ্যাংয়ের হদিস পেয়েছিল পুলিশ। সেই ঘটনার তদন্ত নেমে এনজেপির একটি পরিত্যক্ত কোয়ার্টারেরও হদিস পায় পুলিশ। সেখান থেকে চুরি করা একাধিক বাইক উদ্ধার করেছিল পুলিশ। পুলিশ জানতে পেরেছে, বাইকগুলো ওই কোয়ার্টারে জমা করে রাখার পর সেখান থেকে পাচার করা হত। সেই গ্যাংয়ের সঙ্গে এই দুজনের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'গোটা ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

পৃথিবীর ফুসফুস ও ডায়াটম

আমরা জানি আমাজন জঙ্গল পৃথিবীর ২০% অক্সিজেন দেয়। কিন্তু বাকিটা কোথা থেকে আসে? জানলে অবাক হবেন, পৃথিবীর প্রায় ৫০% অক্সিজেন আসে সমুদ্রের অতিক্ষুদ্র প্ল্যাঙ্কটন বা 'ডায়াটম' থেকে। খালি চোখে দেখা যায় না এমন কোটি কোটি এককোষী শ্যাওলা সমুদ্রের জলে ভেসে বেড়ায় এবং সালোকসংশ্লেষ করে। আমরা প্রতি দু'বার শ্বাস নিলে তার একবারের অক্সিজেন এই খুদে ডায়াটমদের দান। বড় গাছ নয়, এই আণুবীক্ষণিক জীবেরাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

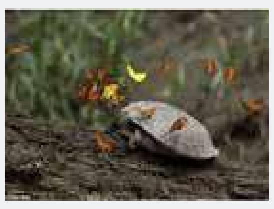

জল খাচ্ছে বাটারফ্লাই

প্রজাপতি ফুলের মধু খায়, এটা সবাই জানে। কিন্তু আমাজন জঙ্গলে প্রজাপতিরা কচ্ছপের চোখের জল খায়! সোডিয়াম বা লবণের অভাব মেটাতে তারা এই অদ্ভুত কাজ করে। ফুলের মধুতে নুন থাকে না, কিন্তু কচ্ছপের কান্না বা চোখের জলে প্রচুর সোডিয়াম থাকে। তাই ঝাঁকে ঝাঁকে রঙিন প্রজাপতি কচ্ছপের মাথায় বসে তার চোখের জল পান করে। কচ্ছপ এতে খুব একটা বিরক্ত হয় না, বরং তাদের ধৈর্য ধরে বসে থাকতে দেখা যায়।

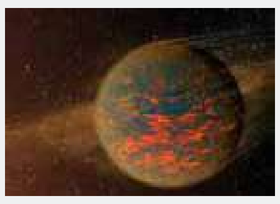

মহাকাশের হিরে গ্রহ

পৃথিবী থেকে ৪০ আলোকবর্ষ দূরে ৫৫ ক্যানক্রি ই নামের একটি গ্রহ আছে, যার আকার পৃথিবীর দ্বিগুণ। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই গ্রহটির এক-তৃতীয়াংশ হিরে দিয়ে তৈরি! কার্বন দিয়ে গঠিত এই গ্রহের প্রচণ্ড চাপ ও তাপে গ্রাফাইট হিরেতে পরিণত হয়েছে। এই গ্রহের হিরের যা বাজারমূল্য, তা দিয়ে পৃথিবীর সব মানুষকে কোটি কোটিবার কেনা যাবে। কিন্তু আফসোস, ওখানকার তাপমাত্রা প্রায় ২২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

অদ্ভুত রোগ : বিদেশি ভাষা

মানুষের মাথায় আঘাত লাগলে স্মৃতিশক্তি যায়, তা শোনা যায়। কিন্তু আঘাত লাগার পর কেউ যদি হঠাৎ বিদেশি ভাষায় বা অন্য দেশের টানে কথা বলতে শুরু করে? একে বলা হয় 'ফরেন অ্যাকসেন্ট সিনড্রোম'। যেমন এক ব্রিটিশ নারী স্ট্রোকের পর হঠাৎ চাইনিজ টানে কথা বলতে শুরু করেন। অথচ তিনি চিন যাননি। মস্তিষ্কের ভাষা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে আঘাত লাগলে জিভ ও চোয়ালের নড়াচড়া বদলে যায়, যা শুনতে বিদেশি ভাষার মতো লাগে।

মধ্যরাতে কম্পন

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : মধ্যরাতে ভূমিকম্প। বৃহস্পতিবার রাত ১টা ৯ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হল ভারত, নেপাল, ভুটান ও চীনের বিভিন্ন অংশে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল সিকিমের মানেবাং থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৪.৬। ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অনেকেই। সমাজমাধ্যমে শুরু হয়ে যায় একের পর এক পোস্ট।

খুনের কিনারা

কিশনগঞ্জ, ৫ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জ জেলার বাহাদুরগঞ্জ থানা এলাকায় জমি ঘিরে ২ ভাইয়ের বিবাদের জেরে এক ভাই খুনের ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রহস্য উন্মোচন করেছে পুলিশ। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, এই খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত দুটি বাইক, পাঁচটি মোবাইল ও নগদ ৩৪ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। খুনের জন্য ৩ লাখ টাকা সুপারি দেওয়া হয়েছিল।

মঙ্গলবার সকালে বাহাদুরগঞ্জ থানা এলাকার নিশান্দ্রা টঙ্গটঙ্গি গ্রামের পাশে পাকা রাস্তার ওপর মহম্মদ মনজর আলমের (৪৬) ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জানা যায়, মৃত ব্যক্তি ঝিলঝিলি গ্রামের বাসিন্দা। সেদিন মৃতের স্ত্রী পারভিন বেগম খুনের মামলা দায়ের করেন। পুলিশ সুপারের নির্দেশে তদন্তভার পেয়ে এসআইটি জানতে পারে, মৃতের সঙ্গে তাঁর ভাই মহম্মদ সনজর আলমের জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। তাই মনজরকে খুনের জন্য দুষ্কৃতী মহম্মদ মুনব্বর আলমকে সুপারি দেন সনজর।

এখনও নিখোঁজ

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : গ্রেপ্তারির চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও ঢাকনিকাটা এলাকায় 'নিরুদ্দেশ' হওয়া তিনজনের খোঁজ পেল না পুলিশ। ওই তিনজনের মধ্যে একজনের দশ বছরের সন্তানকে ফেরত নিয়ে আসা পার্বতী সরকারের কথায় অসংগতির কারণে ইতিমধ্যেই প্রধাননগর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি তিনজনের খোঁজ পেয়ে যাব।'

হৃদয়ং মম

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, ১৫টি হেরিটেজ কামরা ফিরতে চলেছে ট্র্যাকে। অনুষ্ঠানে ওই কামরাগুলিকে ব্যবহার করা হবে বলে ডিএইচআর সূত্রে জানা গেল। তৈরি হচ্ছে বিশেষ ডাইনিং কোচও।

উৎসবের মরশুমে ফেস্টিভাল স্পেশাল ও জয়রাইডগুলোতে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়কে রেকর্ড আয়ের চাবিকাঠি হিসেবে দেখছেন ডিএইচআর কর্তারা। নতুন উদ্যোগেও ভালো সাড়া মিলবে বলে আশাবাদী তাঁরা। বিয়ে বা জন্মদিনের মতো অনুষ্ঠান চলন্ত টয়ট্রেনে আয়োজন করে অতিথিদের চমক দিতে চাইবেন অনেকেই। ডেস্টিনেশন ওয়েডিং-এর মতোই জনপ্রিয়তা পাবে এটি। তবে, কোন স্টেশন থেকে কোন স্টেশন অবধি কত টাকা ভাড়া হবে, সেই চূড়ান্ত তালিকা হয়নি এখনও পর্যন্ত।

এ প্রসঙ্গে পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যাল বললেন, 'খুবই ভালো উদ্যোগ। হেরিটেজের জনপ্রিয়তা বাড়বে, পাহাড়ের পর্যটনও চাঙ্গা হবে। নয়া পালক জুড়বে ঐতিহ্যের মুকুটে।'

আন্দোলন থামানোর চেষ্টা বলে অভিযোগ

ভাতা বৃদ্ধি হলেও ক্ষুব্ধ আশাকর্মীরা

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে এখনও আন্দোলন চলছে তাঁদের। কর্মবিরতির ৫০ দিন ছুঁইছুঁই। তাঁদের আন্দোলন স্তব্ধ করেছিল রাজপথ। তারই মধ্যে বৃহস্পতিবার আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য একাধিক বিষয়ে ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্য সরকারের অন্তরবর্তী বাজেটে। কিন্তু এই ঘটনাকে আন্দোলন প্রতিহত করার চেষ্টায় হিসেবে দেখছেন আশা কর্মীরা। তাঁদের যে দাবি ছিল তা পূরণ হয়নি। তাঁরা আশাহত বলেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন আশাকর্মীদের একাংশ।

এদিন আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকাদের সাম্মানিক বাড়ানোর পাশাপাশি মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অকাল মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এই ঘোষণা আদৌ কার্যকর করা হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন আশাকর্মীরা। ফলে কল্পতরু হিসেবে রাজ্য প্রশাসনের ঘোষণার পরেও আশাহত তাঁরা। তাই এখনই আন্দোলনে ইতি টানার কোনও প্রসঙ্গই নেই।

চলতি বছরের এপ্রিল থেকেই আশাকর্মীদের সাম্মানিকও ১ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে ৫২৫০ টাকা সাম্মানিক পান তাঁরা। আশা কর্মীদের ক্ষেত্রে তা বেড়ে দাঁড়াবে ৬২৫০ টাকা। অন্যান্য রাজ্য সরকারি কর্মীদের মতোই এপ্রিল মাস থেকে তাঁরা ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি, অকাল মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ, কোনও আশাকর্মীর অকাল মৃত্যু হলে তাঁদের নিকটাত্মীয় বা পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা পাবেন বলে জানানো হয়েছে।

■ রাজ্য বাজেটে কর্মী-সহায়িকাদের সাম্মানিক বাড়ানোর পাশাপাশি মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অকাল মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হয়েছে

■ তা আদৌ কার্যকর করা হবে কি না তা নিয়ে সংশয়ে আশাকর্মীরা

■ রাজ্য প্রশাসনের ঘোষণার পরেও আশাহত তাঁরা

এই ঘোষণার পরেই তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে আশাকর্মীদের সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন বলেন, 'এই ঘোষণা আদতে আন্দোলন প্রশমিত করার একটা পন্থা। মাতৃত্বকালীন ছুটি তো আমাদের অধিকার। ভাতা বৃদ্ধি অত্যন্ত কম। একজন মজুরের দৈনিক মজুরির ধারে কাছেও গেল না। এখনও দীর্ঘ দাবি বাকি আছে। শুক্রবার আমরা স্বাস্থ্যভবনে যাচ্ছি।'

এখনও কর্মবিরতির ৪৫দিন। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত আশা কর্মীদের বিক্ষোভে দফায় দফায় তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়।

শিলিগুড়ির আশাকর্মী বনানী সাহা বলেন, 'আমাদের যে দাবি ছিল তা পূরণ হয়নি। মাত্র ১০০০ টাকায় কি হবে। যাঁদের স্বামী নেই, সন্তান চাকরি করেনা তাঁরা কি করবে? কোনও বাজেটে আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণ করেনি রাজ্য সরকার। আমাদের আন্দোলন চলবে।' কোচবিহারের আশাকর্মী রিনা সাহা বলেন, 'আমরা আশাহত। যে কাজ আমরা করি তাতে এই ভাতায় হয়না। কিছু দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। তবে তা যথার্থ নয়।' শীঘ্রই তারা স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে তাদের আরো যে দাবিদাওয়া গুলো রয়েছে সেগুলোর বিষয়ে জানাবেন বলেই জানিয়েছেন।

যেন বসেছে মেলা... *প্রয়াগরাজে গঙ্গার পাড়ে। বৃহস্পতিবার। - পিটিআই*

বকেয়া ডিএ দিতে

প্রথম পাতার পর

অডিটর জেনারেল (ক্যাগ) অথবা তাঁর মনোনীত কোনও ঊর্ধ্বতন আধিকারিক।

সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দেওয়ার খানিকক্ষণ পরেই বৃহস্পতিবার রাজ্যের ভোট অন অ্যাকাউন্টে ঘোষিত ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি এপ্রিল থেকেই কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রমাণ করেছে, ডিএ কোনও অনুগ্রহ নয়, এটা সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার।' ডিএ মামলায় সরকারি কর্মীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'এই রায় প্রত্যাশিত। এটা আইনগত অধিকার। কিন্তু এই রাজ্য সরকার দয়ার দানকে গুরুত্ব দেয়। অধিকারকে স্বীকার করতে চায় না।'

সিপিএম প্রভাবিত সরকারি কর্মচারী সংগঠন কোঅর্ডিনেশন কমিটির নেতা বিশ্বজিৎ গুপ্ত বলেন, 'বকেয়া দিতে বাধ্য করেছে আদালত। কিন্তু এখনও ৪০ শতাংশ (কেন্দ্র এবং রাজ্যের ডিএ'র ফারাক) প্রাপ্য রয়ে গিয়েছে।' সুপ্রিম কোর্ট গঠিত কমিটিকে তিনটি নির্দিষ্ট বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। বিষয়গুলি হল- ঠিক কত টাকা পরিশোধ করতে হবে, বকেয়া মেটানোর নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ এবং পর্যায়ক্রমে বকেয়া মেটানোর তদারকি।

আদালতের নির্দেশে, টাকার অঙ্ক ও প্রথম কিস্তি দেওয়ার সময় ৬ মার্চের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে। আদালতের নির্দেশ কতটা কার্যকর হল, তার রিপোর্ট ১৫ এপ্রিলের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টে জমা করতে হবে। বকেয়া ডিএ বাবদ রাজ্যের উপর মোট আর্থিক চাপ প্রায় ১০ হাজার ৪০০ কোটি টাকা।

বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা ১৮ শতাংশ হারে ডিএ পেলে, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা পাচ্ছেন ৫৮ শতাংশ হারে। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশ ১,১০৬ দিনের বেশি সময় ধরে ধারাবাহিক ধর্না চালিয়ে যাচ্ছে।

আইনি লড়াইয়ের সূচনা হয় স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবিউনাল থেকে। পরে হাইকোর্ট ২০২২ সালের ২০ মে কেন্দ্রীয় হারের সমতুল ডিএ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যায়। গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর মামলার শুনানি শেষ হয়। তার আগে, ২০২৫ সালের মে মাসে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে বকেয়া ডিএ'র ২৫ শতাংশ মেটানোর নির্দেশ দিয়েছিল। সেই সময়সীমা শেষ হয় ২৭ জুন। কিন্তু রাজ্য সরকার নির্দেশ পালন না করে ফের আদালতে যায়।

ফরেন্সিক নমুনা সংগ্রহে বিশেষ ভ্রাম্যমান গাড়ি

উত্তরের ৮ জেলায় নয়া ব্যবস্থা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : অপরাধের তদন্তে গতি আনতে এবং ক্রাইম সিন থেকে দ্রুত নমুনা সংগ্রহ করতে উত্তরবঙ্গে শীঘ্রই বিশেষ ধরনের গাড়ি চালু হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার জন্যই এই অত্যাধুনিক গাড়িগুলি ইতিমধ্যেই চলে এসেছে।

এই পরিষেবা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু করবে বলে জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির সহকারী অধিকর্তা ডঃ মৌসুমি রক্ষিত জানিয়েছেন। প্রতিটি জেলায় আলাদা গাড়ি থাকলেও সংগৃহীত নমুনাগুলি পরীক্ষার জন্য জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক গবেষণাগারেই পাঠানো হবে।

বর্তমানে জলপাইগুড়ির এই ল্যাবরেটরিতে উত্তরবঙ্গের সবক'টি জেলার বায়োলজি, সেরোলজি এবং টক্সিকোলজি সংক্রান্ত পরীক্ষা করা হয়। মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার খুন, ধর্ষণ, পকসো মামলা ও আত্মহত্যার মতো ঘটনার ফরেন্সিক পরীক্ষা এখানেই সম্পন্ন হয়। বিশেষজ্ঞরা এখান থেকে রক্ত, সিরাম, ভিসেরা, সিমেন এবং বিষক্রিয়ার নমুনার পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তথ্যও বিশ্লেষণ করেন। তবে দূরবর্তী জেলাগুলি থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আনতে আগে অনেক সময় লাগত। এই সমস্যা মেটাতেই গাড়িগুলি আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মূলত দুটি বিশেষ কারণে এই বিশেষ গাড়িগুলি আনা হয়েছে। প্রথমত, অনেক সময় স্থানীয় মানুষের ভিড়ে ক্রাইম সিনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা নমুনা নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, জলপাইগুড়ি থেকে মালদা বা বালুরঘাটের মতো দূরবর্তী স্থানে পৌঁছাতে অনেকটা সময় লেগে যায়। এখন থেকে প্রতিটি জেলার নিজস্ব গাড়িতেই বিশেষজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় কিট মজুত থাকবে। সেগুলি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে নমুনা সংগ্রহ করবে এবং তা সুরক্ষিতভাবে জলপাইগুড়ির ল্যাবে পৌঁছে দেবে।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইন অনুযায়ী, সাত বছরের বেশি সাজা হতে পারে এমন মামলায় ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের ক্রাইম সিন পরিদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া গত কয়েক বছরে পকসো ও খুনের মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজের চাপও বেড়েছে।

■ উত্তরবঙ্গের আটটি জেলায় দ্রুত নমুনা সংগ্রহের জন্য বিশেষ গাড়ি চালু হচ্ছে

■ গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের পরিদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে

■ এই আধুনিক ব্যবস্থা চালু হলে অপরাধের তদন্ত ও রিপোর্ট প্রদানের গতি বৃদ্ধি পাবে

এই ভ্যানগুলি চালু হলে দ্রুত রিপোর্ট প্রদান করা সম্ভব হবে বলে ডঃ রক্ষিত জানিয়েছেন। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার নমুনাগুলি সরাসরি এই ল্যাবে আসবে। তবে মালদা ও দুই দিনাজপুরের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা সংরক্ষিত থাকবে। আধুনিক এই পরিকাঠামো উত্তরবঙ্গের বিচার ব্যবস্থার উন্নতিতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পাহাড়ে কাজের সুযোগ খুঁজতে মউ

শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : পাহাড়ে শিল্প সম্ভাবনা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা (মউ) চুক্তি সই করল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট নামে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে বৃহস্পতিবার পিনটেল ভিলেজে এই চুক্তি করেছে জিটিএ। পাহাড়ে কী ধরনের শিল্প হতে পারে, তা নিয়ে গবেষণার ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরি করবে ওই সংস্থা।

ভৌগোলিক অবস্থান এবং আবহাওয়ার কারণে পাহাড়ে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি, এখানকার কৃষি, উদ্যানপালন, পরিবেশ, পর্যটন, শিক্ষা ব্যবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ। সংস্থাটি এসব বিষয়ের ওপর গবেষণা করবে বলে জানান জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা। তিনি বলেন, 'এগুলিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে, তা খতিয়ে দেখবে ওই সংস্থা। শুধু তাই নয়, পাহাড়ে কী ধরনের শিল্প সম্ভব, শিল্পের ক্ষেত্রে কত সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে, উপযুক্ত কর্মপ্রার্থী রয়েছে কি না, তাও ওই সংস্থা দেখবে। মূলত তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই আগামী পদক্ষেপ করা হবে।' জিটিএ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটিতে জিটিএ'র এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর সুদেন ভুটিয়াকে সচিব করা হয়েছে।

তিন রাস্তায় নির্মাণের সূচনা

নকশালবাড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : ভোটের আগে ভারত-নেপাল সীমান্তের গ্রামীণ এলাকায় রাস্তার কাজের সূচনা করা হল। তিন কিলোমিটার রাস্তার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৮০ লক্ষ টাকা। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে এই রাস্তাগুলি পাকা করা হবে।

ভারত-নেপাল সীমান্তের নেহালজোত মেচি প্রাইমারি স্কুল থেকে গাটু বস্তি পর্যন্ত ৮০০ মিটার রাস্তা, খাল বস্তি থেকে ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে পর্যন্ত ৬০০ মিটার রাস্তা, কোটিয়াজোত রামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে দক্ষিণ কোটিয়াজোত পর্যন্ত ৯০০ মিটার রাস্তা নতুন করে পাকা করা হবে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, এসডিআরএফ ফান্ড থেকে রাস্তাগুলি পাকা করা হবে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ এলাকায় রাস্তার কাজের সূচনা করেন।

দীর্ঘদিন ধরেই এই রাস্তাগুলি বেহাল অবস্থায় পড়ে ছিল। রাস্তার কাজ শুরু হওয়াতে খুশি এলাকার বাসিন্দারা। খাল বস্তি এলাকার সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্যা নমিতা মোদক বলেন, 'আমাদের এলাকার রাস্তা সংস্কারের জন্য একাধিকবার সভাধিপতিকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু আমার অধিকাংশ সংসদ এলাকা রেলস্টেশনের জায়গায় থাকায় উন্নয়নের কাজ আটকে ছিল। এবার খাল বস্তিতে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় সকলেই খুশি।' গাটু বস্তি এলাকাটি নেপালের মেচি নদীর তীরে অবস্থিত।

ট্র্যাক্টরের চলাচলে রাস্তাঘাট একেবারেই বেহাল দশা। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ বলেন, 'স্বাধীনতার পর এই প্রথম পাকা রাস্তা পাচ্ছেন গাটু বস্তির বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় হাঁটুসমান কাদা পেরিয়ে বাসিন্দারা যাতায়াত করতেন। সেই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে।'

'লক্ষ্মীলাভ' কি আসলে ভবিষ্যতের বোঝা?

প্রথম পাতার পর

(Supply) স্থির রেখে মানুষের হাতে টাকার পরিমাণ (Liquidity) বাড়িয়ে দেওয়া হলে তা মুদ্রাস্ফীতিকে আরও উসকে দেয়। অর্থাৎ, সরকার ৫০০ টাকা বাড়িয়ে দিলেও, বাজারদর বৃদ্ধির কারণে সেই বাড়তি টাকার সুফল উপভোক্তা কতটা পাবেন, তা নিয়ে সংশয় থেকে যায়।

দ্বিতীয়ত, কয়েক হাজার কোটির এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আসলে অনুৎপাদনশীল খাতে (Revenue Expenditure) ব্যয় হচ্ছে। এই টাকা যদি মূলধনি খাতে (Capital Expenditure) ব্যয় হত, তবে ভবিষ্যতে আয়ের পথ তৈরি হত।

রাজকোষের টানাপোড়েন

৪ শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণায় রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ প্রাপ্তির হার ১৮ থেকে বেড়ে হবে ২২ শতাংশ। এই ঘোষণা প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক- উভয় দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ-র ফারাক বর্তমানে (২০২৬ সালের প্রেক্ষাপটে) প্রায় ৩৬ শতাংশের কাছাকাছি। এই বিশাল ফারাক রাজ্যের প্রশাসনিক মেধার ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। অন্যদিকে, সরকারের দিক থেকে দেখলে, রাজ্যের যা নিজস্ব আয় (Own Tax Revenue), তাতে এর চেয়ে বেশি ডিএ দেওয়া বর্তমানে রাজকোষের পক্ষে অসম্ভব। বেতনের পেছনে বাজেটের সিংহভাগ চলে গেলে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কী থাকবে? ৪ শতাংশ বৃদ্ধি আসলে 'সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না' গোছের সাময়িক পদক্ষেপ, যা ক্ষোভ প্রশমনে কার্যকর হবে কি না, তা বোঝা সময়সাপেক্ষ।

গিগ ইকনমির সরকারি সংস্করণ?

সিভিক ভলান্টিয়ার, আশাকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ভাতা ১০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পার্শ্বশিক্ষকদেরও ভাতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। অর্থনীতির নিরিখে এই পদক্ষেপটি বেশ কৌতূহলউদ্দীপক। সরকার স্থায়ী পদে পূর্ণ বেতনের কর্মী নিয়োগের বদলে কম ভাতায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে নির্ভরশীলতা বাড়াচ্ছে।

কর্পোরেট দুনিয়ায় একে বলা হয় 'গিগ ইকনমি।' এতে সরকারের বেতন বাবদ খরচ কমে। কিন্তু অসুবিধা হল, এর ফলে একটি বিশাল 'প্রিক্যারিয়াস ক্লাস' বা অনিশ্চিত শ্রমজীবী শ্রেণি তৈরি হয়, যাদের কোনও সামাজিক সুরক্ষা (পিএফ, গ্র্যাচুইটি) বা চাকরির নিশ্চয়তা নেই। ভোটের আগে তাঁদের হাতে কিছু বাড়তি টাকা দেওয়া হয়তো রাজনৈতিক কৌশল, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক কাঠামোয় এটি স্থায়ী কর্মসংস্থানের বিকল্প হতে পারে না। বিপুল সংখ্যক মানুষকে কেবল ভাতার ওপর নির্ভরশীল করে রাখা অর্থনীতির স্বাস্থ্যের পক্ষেও শুভ নয়।

কর্মসংস্থানের ধাঁধা

বাজেটে 'বাংলার যুব সাথী' প্রকল্পে বেকারদের মাসে ১৫০০ ভাতার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বেকারত্বের জ্বালায় ধুঁকতে থাকা যুবসমাজের কাছে এটি সাময়িক স্বস্তি হতে পারে। কিন্তু অর্থনীতির ছাত্র মাত্র জানেন, 'বেকার ভাতা' কখনও কর্মসংস্থানের বিকল্প নয়।

রাজ্যে ভারী শিল্পের অভাব এবং সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সংকোচনের ফলে এই ভাতার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে। যদি রাজ্যে পর্যাপ্ত শিল্প বা সার্ভিস সেক্টরের বিকাশ ঘটত, তবে যুবসমাজকে ভাতার লাইনে দাঁড়াতে হত না। এই প্রকল্পের জন্য যে বিপুল অর্থ বরাদ্দ হল, তা শিল্প পরিকাঠামো বা 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট'-এ খরচ করা হলে হয়তো তরুণ প্রজন্ম নিজেরাই উপার্জনের পথ খুঁজে নিতে পারত। ভাতা দিয়ে বেকারত্ব ঢাকা দেওয়া রোগের চিকিৎসা না করে উপসর্গ দমানোর নামান্তর।

আঞ্চলিক বৈষম্যের অর্থনৈতিক প্রভাব

বাজেট বরাদ্দে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। দক্ষিণবঙ্গে 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' বা অন্যান্য অবকাঠামোগত প্রকল্পের ঘোষণা থাকলেও উত্তরবঙ্গের জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট 'মেগা প্রোজেক্ট'-এর অভাব চোখে পড়ার মতো। উত্তরবঙ্গ রাজ্যের রাজস্বে (চা, পর্যটন, কাঠ) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ডুয়ার্সের লজিস্টিক হাব হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা। কিন্তু বাজেটে সেই সম্ভাবনার দিশা নেই।

চা শ্রমিকদের মজুরি বা জমির পাট্টা নিয়ে কিছু ঘোষণা থাকলেও চা শিল্পের আধুনিকীকরণ বা বিকল্প শিল্পের দিশা বাজেটে অনুপস্থিত। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দীর্ঘমেয়াদে রাজ্যের জিডিপি বৃদ্ধিতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। রাজ্যের সামগ্রিক অগ্রগতির চাকাও শ্লথ হতে বাধ্য।

ঋণের বোঝা : এক অশনিসংকেত

বাজেটের সবচেয়ে উদ্বেগের জায়গাটি হল ঋণ পরিস্থিতি। বর্তমানে রাজ্যের মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকার দিকে এগোচ্ছে। রাজ্যের নিজস্ব আয়ের বিশাল অংশ চলে যায় পুরোনো ঋণের সুদ মেটাতে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ঋণ মূলত দুটি কারণে- পুরোনো ঋণ শোধ করতে এবং দৈনন্দিন খরচ (বেতন, পেনশন, প্রকল্প) চালাতে। অর্থনীতির পরিভাষায় একে বলা হয় 'ডেট ট্র্যাপ' বা ঋণের ফাঁদ।

যখন মূলধনি ব্যয়- যেমন রাস্তা, ব্রিজ, স্কুল তৈরি কমিয়ে জনমোহিনী প্রকল্পে খরচ বাড়ে, তখন বুঝতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঘাড়ে বিশাল বোঝা চাপছে। ৪.০৬ লক্ষ কোটি টাকার বাজেটের চাকচিক্য থাকলেও তার ভিতটি ঋণের ওপর দাঁড়িয়ে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা আসছে বাজার থেকে ধার করা টাকায়। এই ঋণের সুদ গুনতে হবে পরবর্তী প্রজন্মকে।

এই বাজেট নিঃসন্দেহে জনমুখী। নির্বাচনের বছরে কোনও সরকারই কঠোর অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে হাঁটতে চায় না। কিন্তু অর্থনীতির নির্মোহ বিশ্লেষণে সম্পদ সৃষ্টি না করে কেবল সম্পদ বিতরণ বেশিদিন চালানো সম্ভব নয়। শিল্প নেই, বড় বিনিয়োগ নেই, ডিএ-র ফারাক বাড়ছে এবং ঋণের পাহাড়- এই পরিস্থিতি রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে কি আদৌ শক্তিশালী করবে? বাজেট কেবল এক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়, এটি ভবিষ্যতের রোডম্যাপ। সেই ম্যাপে যদি কেবল 'খরচ'-এর রাস্তা থাকে এবং 'উপার্জন'-এর রাস্তা অস্পষ্ট হয়, তবে তা চিন্তার বিষয়।

রাজকোষে চাপ, তবু আত্মবিশ্বাসী মমতা

প্রথম পাতার পর

ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণাও আছে। চা উৎপাদনের ওপর সেস-এর ছাড়ও একবছর বাড়িয়ে ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত করা হয়েছে।

এতদিন কর্মশ্রী প্রকল্পে ৫০ দিনের কাজের নিশ্চয়তা ছিল। অন্তর্বর্তী বাজেটে এই প্রকল্পের নাম মহাত্মাশ্রী ঘোষণা করে ১০০ দিনের কাজ নিশ্চিত বলা হয়েছে। এর জন্য ২০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা আছে। খেতমজুরদের ২০০০ টাকা করে দুই কিস্তিতে ৪০০০ টাকা আর্থিক অনুদানের কথা ঘোষণা করেছেন চন্দ্রিমা। এই অনুদানের একটি কিস্তি রবি চাষের সময় এবং অন্যটি খরিফ চাষের সময় দেওয়া হবে।

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বাজেট পেশের পর সাংবাদিক বৈঠকে অবশ্য অভিযোগ করেন, 'এই বাজেট দিশাহীন। কর্মসংস্থানের কোনও ঘোষণা নেই। বেকারদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। নারী সুরক্ষা, কৃষক-শ্রমিক কল্যাণে কোনও ঘোষণা করা হয়নি।'

মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য পরে সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেন, 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও আমরা সামাজিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছি। রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। ২০১০-'১১ সালে মূলধন খাতে ২২২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এবার তা ১৮.৫৬ গুণ বাড়িয়ে ৪১৩১৫.৪১ কোটি টাকার সংস্থান করা হয়েছে।'

তাঁর দাবি, সামাজিক খাতে বৃদ্ধি হয়েছে ১৭.৬৭ গুণ। রাজ্যের উন্নয়ন পরিকাঠামো খাতে ৯.৮৪ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখেই ভাতা বৃদ্ধি করে মানুষের মন জয়ের চেষ্টাই এই বাজেটের লক্ষ্য বলে আমজনতার মধ্যে আলোচনা চলছে। বেতন বৃদ্ধির দাবিতে কয়েকদিন আগে আন্দোলনকারী আশাকর্মীদের দমন করলেও, বাজেটে তাঁদের ১০০০ টাকা ভাতা বৃদ্ধি এবং ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে তাঁদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা এককালীন সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাবও আছে। এর জন্য অন্তর্বর্তী বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা ১০০০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০০, তপশিলি মহিলাদের ক্ষেত্রে ১২০০ থেকে বাড়িয়ে ১৭০০ টাকা করা হয়েছে।

বিরোধী দলনেতা অবশ্য দাবি করেছেন, ক্ষমতায় এলে বিজেপি সরকার ৩০০০ টাকা ভাতা দেবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে। মুখ্যমন্ত্রী সেই দাবিকে কটাক্ষ করে বলেন, 'কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার বাজেট পেশ করেছে। সেখানে মহিলাদের জন্য কিছু ঘোষণা নেই। যারা বলে তারা করে না, আর যারা করে তারা বলে না।' অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সহায়িকা, সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রামীণ পুলিশ, পার্শ্বশিক্ষকদেরও ভাতা বাড়বে ১০০০ টাকা।

অগাস্টের ১৫ তারিখ থেকে ২১ থেকে ৪১ বছর বয়সি বেকারদেরও ১৫০০ টাকা মাসিক ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব আছে। চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত বা সর্বোচ্চ ৫ বছর ওই ভাতা মিলবে। বর্ধিত এই বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান কিন্তু রাজ্য সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সে ব্যাপারে টুঁ শব্দ নেই চন্দ্রিমার বাজেটে।

স্বপ্নপূরণে বৈভবদের কাঁটা আজ ইংল্যান্ড

ছোটদের মঞ্চে বড় ধামাকার অপেক্ষা

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালের আগে ফোটোসেশনে আয়ুষ মাত্রের সঙ্গে ইংল্যান্ডের থমাস রিউ।

হারারে, ৫ ফেব্রুয়ারি : ২০২৪-এ রোহিত শর্মা ব্রিগেডের টি২০ বিশ্বকাপ জয়।

২০২৫-এ মহিলাদের বিশ্বকাপে ট্রফি হাতে হরমনপ্রীত কাউর, স্মৃতি মান্ধানা, রিচা ঘোষদের সেলিব্রেশনে ভেসেছিল ১৪০ কোটির ভারত। শুক্রবার ছোটদের ক্রিকেটে বড় ধামাকার অপেক্ষা। আরও এক বিশ্বজয়ের হাতছানি ভারতের সামনে। হাফডজন ম্যাচ অপরাজিত থেকে ফাইনালে পা রেখেছে আয়ুষ মাত্রের অনূর্ধ্ব-১৯ ব্রিগেড। আরও একটা জয় মানে হাফডজন যুব বিশ্বকাপের শিরোপা।

জিম্বাবোয়ের রাজধানী হারারেতে ফাইনাল যুদ্ধে আগামীকাল বৈভব সূর্যবংশী, অভিজ্ঞান কুণ্ডুদের স্বপ্নপূরণের মাঝে দাঁড়িয়ে ইংল্যান্ড। প্রথম সেমিফাইনালে যারা 'ছুটি' করে দিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার। আফগানিস্তানকে হারিয়ে ভারত সেখানে দশমবার ফাইনালে। এই নিয়ে একটানা ছয়বার। বাকি আর একটা হার্ডল। জিম্বাবোয়ের হারারে স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে সেই হার্ডল পেরোতে ব্যাটিং নিঃসন্দেহে সম্পদ আয়ুষের নেতৃত্বাধীন যুব দল।

ব্যাটিং লাইনআপের প্রায় প্রত্যেকেই রানের মধ্যে। এক্স ফ্যাক্টর বৈভব। পাওয়ার প্লে-তে বৈভবের ব্যাট চললে শুরুতে ম্যাচের রাশ চলে আসবে। দ্বিতীয় ওপেনার অ্যারনের পাশে তিনে আয়ুষ। সেমিফাইনালে অধিনায়কোচিত হাফ সেঞ্চুরি করেছে আয়ুষ। মিডল অর্ডারে বিহান মালহোত্রা, অভিজ্ঞানের ধারাবাহিকতা ভরসার জায়গা।

ফাইনাল মানে অবশ্য স্নায়ুযুদ্ধ। চাপের ম্যাচ। দলগত প্রয়াসের পাশাপাশি ব্যক্তিগত সাফল্য যেখানে ছবি বদলে দিতে পারে। বোলিং বিভাগে হেনিল প্যাটেল, কনিষ্ক চৌহান, খিলান প্যাটেলদের মধ্যে সেই রসদ ভীষণভাবে রয়েছেন। পেস-সুইংয়ে টুর্নামেন্টে ছাপ রাখছেন হেনিল। কনিষ্কের গায়ে আবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সি। শুক্রবারের ফাইনালে আরও একটা সাফল্য, ক্রিকেটপ্রেমীদের ড্রইংরুমে পৌঁছে দেবে কনিষ্কদের।

লক্ষ্যপূরণের রাস্তাটা কিন্তু সহজ নয়। ভারতের মতো ইংল্যান্ডও প্রতিযোগিতায় অপরাজিত। সেমিফাইনালে অধিনায়ক থমাস রিউয়ের সেঞ্চুরি ছিটকে দেয় অস্ট্রেলিয়াকে। আগামীকাল যে উইকেটটা দ্রুত নিতে চাইবে ভারত। থমাসের দাদা জেমস রিউ ২০২২-এর যুব বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলেছিলেন। ফাইনালে ৯৫ রানও করেন। তবে হেরে ফিরেছিলেন। আগামীকাল থমাসের ভাগ্যে? উত্তর সময়ের হাতে।

ডানহাতি ম্যানি লুমসডেমের পেস, সুইংও কাঁটা হতে পারে। ৬ ম্যাচে ১৫ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। লুমসডেমের উইকেট নেওয়ার অভ্যাসে ব্রেক লাগানোর চ্যালেঞ্জ কীভাবে সামলায় বৈভবরা চোখ থাকবে। অনূর্ধ্ব-১৯ দ্বিপাক্ষিক দ্বৈরথে অবশ্য ভারতের একাধিপত্য। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫৫টি ম্যাচে ৪১টিতেই জয়!

রয়েছে যুব বিশ্বকাপে ভারতের অদ্ভুতুড়ে রেকর্ড! ১০ বার ফাইনাল খেললেও কখনও টানা দুইবার কাপ জেতেনি। এক বছর জয় তো পরের বছর হার। গত যুব বিশ্বকাপে ফাইনালে অজিদের কাছে হেরেছিল ভারত। এবার কি তাহলে জিতে ফিরবেন বৈভবরা? সিনিয়ারদের টি২০ বিশ্বকাপ জ্বরের মাঝে আগামীকাল ছোটদের ক্রিকেটে সেই বড় ধামাকার আশায় আসমুদ্র হিমাচল।

ICC U19 MEN'S CRICKET WORLD CUP ZIMBABWE & NAMIBIA 2026

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে আজ ফাইনাল

ভারত বনাম ইংল্যান্ড

সময় : দুপুর ১টা
স্থান : হারারে
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

এক ঝলকে

এক্স ফ্যাক্টর বৈভব সূর্যবংশী

ব্যাটিং ভরসা আয়ুষ মাত্রে, বিহান মালহোত্রা, অভিজ্ঞান কুন্ডু

বোলিং ভরসা কনিষ্ক চৌহান, হেনিল প্যাটেল

কাঁটা থমাস রিউ, ম্যানি লুমসডেম

মুখোমুখি ম্যাচ-৫৫, ভারত-৪১ ইংল্যান্ড-১৩, অমীমাংসিত-১

বিশ্বকাপে ভারত ১০বার ফাইনাল, ৫বার জয়ী

জন্মদিনে মাঠে ফিরলেন রোনাল্ডো!

রিয়াধ, ৫ ফেব্রুয়ারি : তবে কি মানভঞ্জন হয়েছে পর্তুগিজ মহাতারকার? তিনি কি সত্যিই অনুশীলনে যোগ দিলেন? শুক্রবার আল ইত্তিহাদ ম্যাচে তাঁকে কি দেখা যাবে?

বুধবার সমাজমাধ্যমে রোনাল্ডো নিজের অনুশীলনের ছবি পোস্ট করার পর ওপরের প্রশ্নগুলি ঘুরছে ফুটবলমহলে। বৃহস্পতিবারই ৪১-এ পা দেওয়া পর্তুগিজ মহাতারকা অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন বলে কোনও নিশ্চিত খবর নেই। তিনি বা তাঁর ক্লাব আল নাসেরের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। তবে অনুশীলনরত রোনাল্ডোর ছবি দেখার পর ফুটবলমহল মনে করছে, রোনাল্ডো হয়তো ক্লাবের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন। এমনকি শুক্রবার আল ইত্তিহাদ ম্যাচেও সিআর সেভেনকে দেখা যেতে পারে। জিতলে সৌদি প্রো লিগের শীর্ষে ওঠার সুযোগ রয়েছে নাসেরের সামনে।

অনুশীলনে বল পায়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

একটি ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদনে প্রকাশিত, চুক্তি অনুযায়ী চোট না পেলে রোনাল্ডো আল নাসেরের হয়ে খেলতে বাধ্য। রোনাল্ডোর সঙ্গে তাঁর ক্লাবের চুক্তির মেয়াদ এখনও ১৮ মাস বাকি। সম্প্রতি ট্রান্সফার উইন্ডোয় আল নাসের সেভাবে কোনও খেলোয়াড় না নেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন রোনাল্ডো। তার ওপর করিম বেঞ্জিমাকে আল হিলাল সই করানোর পর তাঁর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যে কারণে আল রিয়াধের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে খেলতে চাননি তিনি। এবার দেখার, সেই অভিমান ভেঙে তিনি মাঠে ফেরেন কি না।

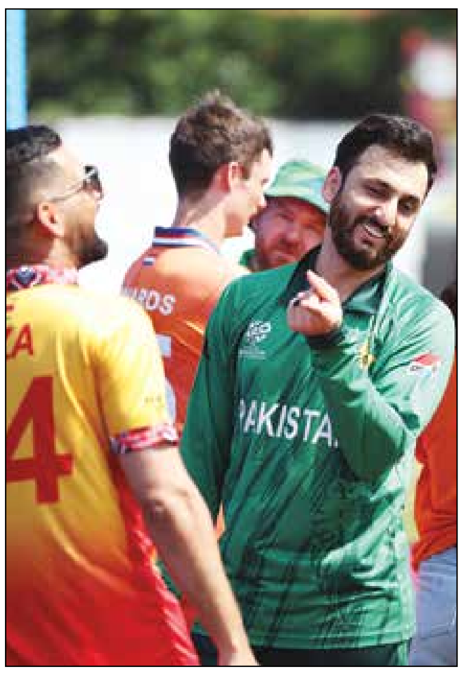

মেজাজ একই, দূরত্ব বিশাল।। টি২০ বিশ্বকাপ শুরুর আগে অধিনায়কদের সাংবাদিক সম্মেলনে মুম্বইয়ে সূর্যকুমার যাদব। কলম্বোতে জিম্বাবোয়ের সিকান্দার রাজার সঙ্গে পাকিস্তানের সলমন আলি আঘা। বৃহস্পতিবার।

আমরাই ফেভারিট, হুংকার সূর্যকুমারের

মুম্বই ও কলম্বো, ৫ ফেব্রুয়ারি : যুদ্ধে নামার আগে ঈশ্বর দর্শন।

শনিবার মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ভারতীয় দল। আজ সাফল্যের প্রার্থনা নিয়ে সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিলেন হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। কোচ হওয়ার পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছেন। কিন্তু আসল পরীক্ষা কুড়ির বিশ্বকাপেই।

উনিশ-বিশ মানে টলে যেতে পারে হেডকোচের চেয়ারটা। গম্ভীরকে ঘিরে আশা-আশঙ্কার যে দোলাচলের মধ্যে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব কিন্তু বিন্দাস মেজাজে। নিজে রানে ফিরেছেন। দল তুরীয় মেজাজে। অধিনায়কদের সাংবাদিক সম্মেলনে সেই আত্মবিশ্বাসের ঝলক সূর্যর গলায়। ভারতই ফেভারিট--রাখঢাক না রেখেই প্রতিপক্ষ দলগুলির উদ্দেশ্যে কার্যত রণহুংকার।

নিজের দাবির পক্ষে সূর্যর যুক্তি, 'রানে ফিরে ভালো লাগছে। আর যেভাবে খেলছি, তাতে মনে হচ্ছে আমরাই ফেভারিট। তবে টুর্নামেন্টে আরও ১৯টি দল রয়েছে। প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ফ্যাক্টর মাথায় রেখেই আমরা প্রস্তুতি নিয়েছি। একটাই চিন্তা শিশির। যার ওপর আমাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।'

দলের ধারাবাহিক সাফল্যে হেডকোচ গৌতম গম্ভীরকে কৃতিত্ব দিলেন। সূর্য বলেছেন, 'ও দায়িত্ব নেওয়ার পর সবকিছু ঠিকঠাক যাচ্ছে। ব্যক্তিগত সাফল্যকে সরিয়ে রেখে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। তিরুবনন্তপুরমে যার ঝলক ঈশানের ব্যাটে দেখেছি আমরা। ছক্কা মেরে সেঞ্চুরিতে পা রাখে ও!'

আত্মবিশ্বাসের মাঝে চিন্তার জায়গা ওয়াশিংটন সুন্দরের চোট। স্পিন-অলরাউন্ডারকে পাওয়া নিয়ে সংশয় এখনও জারি। সূর্যর কথায় তারই ইঙ্গিত। জানিয়ে দিলেন, সুন্দরের জন্য ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করবেন তাঁরা। কোনওরকম তাড়াহুড়োর পথে হাঁটবেন না। অপেক্ষার শেষ কথায়, উত্তর এখনও অজানা। পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ বয়কট নিয়েও পালটা জবাব দিতে ছাড়লেন না। সূর্যের সাফ কথা--'আমরা ওদের খেলতে বারণ করিনি।'

বাংলাদেশ 'তাস' সলমনের

একই ইস্যুতে আবার বাংলাদেশ 'তাস' খেললেন পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন আলি আঘা! এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'বাংলাদেশ আমাদের ভাই। পাকিস্তানের প্রতি যে সমর্থন দেখিয়েছে ওরা, তার জন্য কৃতজ্ঞ আমরা। খারাপ লাগছে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ না থাকায়।' শ্রীলঙ্কায় সব ম্যাচ খেলা নিয়ে সলমান আরও বলেন, 'শ্রীলঙ্কা আমার দ্বিতীয় বাড়ি। প্রচুর ম্যাচ খেলেছি এখানে। ৫-৬ বার সফরও করেছি। এখানকার মানুষরাও দারুণ, বরাবরই শ্রীলঙ্কায় এসে সমর্থন পেয়েছি।'

'অভিষেকের শুরুটা তফাত গড়বে'

টিম ধোনির তুলনায় এগিয়ে সূর্যরা : বীরু

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : মাঝে আর একটা দিন।

শনিবার ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে তৃতীয় টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে অভিযান শুরু করবে টিম ইন্ডিয়া। সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাটে সূর্যকুমার যাদব ব্রিগেডের দুরন্ত ফর্ম স্বপ্নটাকে উসকে দিচ্ছে। আসমুদ্রহিমাচলের বিশ্বাস, ২০০৭, ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটবে ঘরের মাঠে। বর্তমান দলের ওপর সেই আস্থাই দেখালেন বীরেন্দ্র শেহবাগও।

একধাপ এগিয়ে বীরুর আরও দাবি, ২০০৭ বিশ্বকাপ জয়ী মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারতীয় দলের তুলনায় এগিয়ে ২০২৬-এর এই টিম। বিশ্বাস, ২০২৪-এ পাওয়া বিশ্বজয়ের শিরোপা ধরে রাখতে সক্ষম হবেন তাঁরা। শেহবাগ বলেছেন, 'এই ভারতীয় দলটা খুব ভালো। সূর্যকুমারের নেতৃত্বে দুর্দান্ত খেলছেও। অভিজ্ঞতার অভাব নেই দলের মধ্যে। রয়েছে কয়েকজন আকর্ষণীয় তরুণ তুর্কি। এর চেয়ে ভালো নবীন-প্রবীণের মিশেল সম্ভব নয়। একেবারে পারফেক্ট ভারসাম্য।'

এরপর ২০০৭-এর বিশ্বজয়ী নিজের দলের সঙ্গে তুলনা টেনে বীরুর সংযোজন, 'আমার মতে, সূর্যকুমারের এই ভারতীয় দল ২০০৭ বিশ্বকাপ জয়ী দলের চেয়ে ভালো। সূর্যদের হাতে একাধিক অলরাউন্ডার যেমন রয়েছে, তেমনই স্পিন ব্রিগেড অত্যন্ত শক্তিশালী। তার সঙ্গে বিশ্বের সেরা ফাস্ট বোলার। আর দুরন্ত ছন্দে থাকা টপ অর্ডার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঘরের মাঠে ফের বিশ্বকাপ জিতবে ভারত। ২০১১-র (ওডিআই বিশ্বকাপ জয়) পুনরাবৃত্তি ঘটবে।'

সূর্যকুমারের এই ভারতীয় দল ২০০৭ বিশ্বকাপ জয়ী দলের চেয়ে ভালো। সূর্যদের হাতে একাধিক অলরাউন্ডার যেমন রয়েছে, তেমনই স্পিন ব্রিগেড অত্যন্ত শক্তিশালী। তার সঙ্গে বিশ্বের সেরা ফাস্ট বোলার। আর দুরন্ত ছন্দে থাকা টপ অর্ডার।

-বীরেন্দ্র শেহবাগ

টি২০ ক্রিকেটে এক নম্বর বোলার বরুণ চক্রবর্তীর রহস্য স্পিনকে এক্স ফ্যাক্টর ধরছেন। একইসঙ্গে তারকাদের ভিড়ে সেভাবে গুরুত্ব না পাওয়া শিবম দুবে, রিঙ্কু সিংকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন। বীরুর মতে, ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে দুইজনেই। তবে বাজি ধরছেন অভিষেকের ওপর। শুরুর টক্করে ম্যাচের রং বদলে দিতে বরাবর সিদ্ধহস্ত ছিলেন শেহবাগ নিজেও। সেই ব্যাটন এখন অভিষেকের মতো তরুণ তুর্কির হাতে।

উত্তরসূরিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে টেস্টে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ট্রিপল সেঞ্চুরির মালিক শেহবাগ বলেছেন, 'অভিষেক শর্মা যে শুরুটা দিচ্ছে, যেভাবে ব্যাট করছে, ভারতের জন্য যা অ্যাডভান্টেজ। আর অভিষেক দুশো প্লাস স্ট্রাইক রেটে খেলে দিলে ভারতের থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নেওয়া কঠিন। শুরুতে অভিষেকের আগ্রাসী ব্যাটিং তফাত গড়ে দিচ্ছে।'

ইডেনে আজ অনুশীলন ওয়েস্ট ইন্ডিজ, স্কটল্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই শুরু হয়ে যাবে টি২০ বিশ্বকাপ। বিশ্বসেরার দৌড়ে মেতে উঠবে অংশগ্রহণকারী ২০ দল।

মুম্বইয়ে সূর্যকুমার যাদবের ভারত যখন চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে মগ্ন। তখন কলকাতায় আজ বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে পৌঁছে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও স্কটল্যান্ড দল। এই দুই দল শনিবার বিকেলে ক্রিকেটের নন্দনকাননে পরস্পরের বিরুদ্ধে নামতে চলেছে। ইডেন গার্ডেন্সে টি২০ বিশ্বকাপের বোধনের আগে উন্মাদনার ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও। টিকিট বিনামূল্যে বিতরণ করা হলেও নেওয়ার লোক নেই। বাংলা ক্রিকেটের শীর্ষকর্তারাও হতাশ। অনেকেই মনে করছেন, দুনিয়াজুড়ে সারাবছর ক্রিকেটের কারণেই এমন অবস্থা। পালটা মন্তব্যও রয়েছে। ইডেনে ভারত, অস্ট্রেলিয়ার মতো বড় দলের ম্যাচ থাকলে অন্য ছবি দেখা যেত, মনে করছেন অনেকেই।

ICC MEN'S T20 WORLD CUP INDIA & SRI LANKA 2026

আজ সন্ধ্যার দিকে সিএবি-তে গিয়ে দেখা গেল, মঞ্চ তৈরি। শুক্রবার দুপুরে স্কটল্যান্ড ও সন্ধ্যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের অনুশীলন রয়েছে। যদিও সেই অনুশীলন নিয়ে কারও কোনও আগ্রহ নেই। সিএবি-র এক কর্তা মজা করে বলছিলেন, 'ভারত, অস্ট্রেলিয়া নেই ঠিকই। অন্তত যদি বাংলাদেশ দলটা আসত কলকাতায়, তাহলে কিছু টিকিট অন্তত বিক্রি হত।' সাম্প্রতিক অতীতে ক্রিকেটের নন্দনকাননে বিশ্বকাপ হোক বা কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচের আসরে টিকিট বিক্রির এমন বেহাল দশা দেখা যায়নি।

শীঘ্রই মাঠে ফিরব, দাবি ঋষভের

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপের পারদ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। শনিবার শুরু বিশ্বসেরার মুকুটের জন্য বিশ্বের প্রথমসারির দলগুলির টক্কর। অঘটন ঘটানোর স্বপ্ন নিয়ে যে ভিড়ে হাজির ওমান, ইতালির বেশ কিছু দেশও। সূর্যকুমার যাদব, অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষানরা যখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন ঋষভ পন্থ ব্যস্ত চোট কাটিয়ে মাঠে ফেরার লড়াইয়ে। সমর্থকদের আশ্বস্ত করে ঋষভ জানিয়ে দিলেন, দ্রুত অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে।

ওয়ার্ল্ড পিকলবল লিগে উপস্থিত ঋষভ নিজের চোট নিয়ে জানান, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। খুব শীঘ্রই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরবেন। চোট-আঘাত নতুন নয় ঋষভের কেরিয়ারে। তবে এবারের চোট কিছুটা অদ্ভুতভাবেই। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচের আগে প্র্যাকটিসে থ্রো-ডাউন স্পেশালিস্টের ছোড়া বল কোমরের ওপরে সরাসরি আঘাত করে।

তারপর প্রায় মাস খানেক হতে চলল। কিন্তু রিহ্যাব কাটিয়ে এখনও ফেরা হয়নি। পিকলবল লিগে 'মুম্বই পিকল পাওয়ার' টিমের অন্যতম মালিক ঋষভ অবশ্য দাবি করলেন, 'দিনে দিনে আমার ফিটনেস ভালো হচ্ছে। বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে (বেঙ্গালুরুস্থিত) প্রচুর পরিশ্রম করেছি। বিশ্বাস, খুব দ্রুত মাঠে ফিরতে পারব।' চোটের ধাক্কায় বারবার ছিটকে গেলেও কখনও ভেঙে পড়েননি। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে ফেরার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে রসদ জুগিয়েছে সমর্থকদের ভালোবাসা, শুভেচ্ছা।

উঠতি খেলোয়াড়দের প্রতি ঋষভের পরামর্শ, চোট-আঘাতে কঠিন সময়ে ভেঙে পড়লে চলবে না। বরং মাঠের বাইরে কাটানো মুহূর্তগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। বাইশ গজের লড়াইয়ে টিকে থাকতে প্রতিনিয়ত উন্নতি দরকার। চোট পেয়ে ছিটকে গেলেও তা বন্ধ থাকলে চলবে না। বরং মাঠের বাইরে কাটানো সময়ে নিজের খেলা নিয়ে পর্যালোচনা, কাটাছেঁড়া প্রয়োজন। কোথায় কোথায় উন্নতির দরকার, কোথায় ভুল হচ্ছে, তা খুঁজে বার করা।

কেরিয়ারের অভিজ্ঞতা থেকে ঋষভ আরও বলেছেন, 'প্রতিটি প্রত্যাবর্তন আমাকে জীবন সম্পর্কে কিছু না কিছু শিক্ষা দিয়েছে। চারপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। তবে ক্রিকেটকেও ভীষণভাবে মিস করেছি। ক্রিকেট আমার ভালোবাসা। আর তা যখন দেশের হয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে হয়, আলাদা খুশি পাই। মাঠের বাইরে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তে যার অভাববোধ করেছি।'

মেসিকে কোচিং করানো জীবনের পরম সৌভাগ্য : লোবেরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : আর পাঁচজন স্প্যানিশ কোচের সঙ্গে কোনও তফাত নেই। পাখির চোখের মতো শুধু ট্রফিই দেখছেন সের্জিও লোবেরা।

দুই মাস হয়ে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। নিশ্চিতভাবেই অন্য দলগুলির তুলনায় প্রস্তুতির অনেক বেশি সময় পেয়েছেন। সম্ভবত সেই কারণেই কথা বলার মধ্যে ঠিকরে বেরোয় আত্মবিশ্বাস। নিজে বলেনও সেই কথা, 'অন্যান্যবারের থেকে এবারের পরিস্থিতি অনেকটাই অন্যরকম। এবার ম্যাচ সংখ্যা কম। ফলে একটা ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট মানে, সেটাই বদলে দিতে পারে লিগের রং। সব দলের ক্ষেত্রে একই পরিস্থিতির মধ্যে পড়বে। আমি তো তবু দুই মাস সময় পেয়েছি প্রাক-টুর্নামেন্ট প্রস্তুতির। যা অন্যরা অনেকেই পায়নি। তাই আমাদের অজুহাত দেওয়ার কোনও জায়গাই নেই।' এদেশে কাজ করছেন প্রায় ছয়-সাত বছর। জানেন কলকাতার দুই প্রধানের সমর্থকদের কাছে ডার্বি কী! এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমি সহজেই বলে দিতে পারতাম যে ডার্বিতে জয় মানে তো তিন পয়েন্টই। কিন্তু আমি সেটা বলছি না। আমি জানি সমর্থকদের কাছে ডার্বির কী মূল্য। তাই ওই ম্যাচটা অবশ্যই জিততে চাই। আবার ট্রফিটাও জিততে চাই। কারণ মোহনবাগান অন্যতম সেরা নয়, দেশের সেরা দল। মাঠে নামে ট্রফি জিততে। এখানে ফুটবলার থেকে সকলেই পেশাদার। এমন জায়গায় কাজ করতে ভালো লাগে।'

আশিস রাই মোটামুটিভাবে টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গিয়েছেন হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য। এই তথ্য দিলেও বাকি কোনও ফুটবলার সম্পর্কে আলাদা করে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হলেন না লোবেরা। দলে দিমিত্রিস পেত্রোতাস কী লিস্টন কোলাসোরা তাঁর পরিকল্পনায় ঠিকঠাক খাপ খেয়ে যাচ্ছেন, এই কথাই শুধু জানালেন। মোহনবাগানের এই দলটা তিনি বাছাই করেননি। তাঁর হাতে

মোহনবাগানকে দেশের সেরা ক্লাব বলছেন কোচ সের্জিও লোবেরা।

একটা তারকা সমৃদ্ধ দল তুলে দেওয়া হয়েছে মরশুমের মাঝপথে। এতে কি সমস্যা হবে না? হেসে ফেলেন প্রাক্তন বার্সেলোনার অনূর্ধ্ব-১৮ দলের কোচ। বলেছেন, 'কী অসাধারণ না এই সমস্যাটা? একজন কোচ তো এই সমস্যাটাই চায়। যেখানে প্রচুর ভালো মানের ফুটবলার আছে। যে ম্যাচে যে রকম দল প্রয়োজন, সেটাই আপনি নামিয়ে দিতে পারছেন। এর থেকে ভালো আর কিইবা হতে পারে!' তিন চ্যাম্পিয়ন কোচের জুতোয় পা গলানো তাঁর কাছে চাপের নয়। বরং বললেন, 'দেখুন চাকরি বাঁচানো, অসুস্থ হওয়া কী নিত্য জীবনযাপন করা চাপের। সেখানে একজন কোচের যে চাপ থাকে সেটা তো আসলে ভালো চাপ। আপনার নিজেকে সেরা প্রমাণ করতে হবে। আমি এই চাপ ভালোবাসি। ট্রফি জিতে সেটা প্রমাণ করতে চাই।'

কোচ হিসাবে আদর্শ পেপ গুয়ার্দিওয়ালা। অনেক কোচই অনেককে অনুসরণ করেন। লোবেরার বক্তব্য, 'আমি বহু নামী কোচের সঙ্গে কাজ করেছি। প্রত্যেকের কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করেছি, অনুসরণ করেছি। তবে যদি একজন কোচের কথা বলেন, তাহলে সে অবশ্যই পেপ। সিটি গ্রুপের হয়ে কাজ করার সময়ে ওঁর অধীনে শেখার সুযোগ পেয়েছি। যা আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি।' একইভাবে ছোট্ট লিওনেল মেসির কোচ হিসাবে কাজ করারও সৌভাগ্য হয় তাঁর। বার্সেলোনার অনূর্ধ্ব-১৮ দলে থাকার সময়ে ১০ বছরের মেসিকে পান। বলছিলেন, 'ওই ১০ বছরের ছেলে প্রথমদিন এসেই তাঁর যে টাচ দেখায় সেটা দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন যে ও অন্য জাতের। তাই ওকে কোচিং করানো আমার কাছে পরম সৌভাগ্যের।' ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে তুলনায় মেসি এগিয়ে তাঁর কাছে। কিন্তু তবু বলেছেন, 'রোনাল্ডোর এই যে প্রতিদিন নিজেকে প্রমাণের তাগিদ, সেটাও কিন্তু আপনি ফেলে দিতে পারবেন না।' তাঁর দল এবার কতটা তাগিদ দেখাতে পারে, সেটাই এখন দেখার।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ট্রফিতে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর নাম সাঁটছেন স্মৃতি মান্ধানা। ভদোদরায় বৃহস্পতিবার।

দ্বিতীয়বার ডব্লিউপিএল চ্যাম্পিয়ন স্মৃতিরা

দিল্লি ক্যাপিটালস-২০৩/৪
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-২০৪/৪
(১৯.৪ ওভারে)

ভদোদরা, ৫ ফেব্রুয়ারি : বারবার চারবার। চতুর্থবার ডব্লিউপিএলের ফাইনালে ওঠার পর থেকে দিল্লি ক্যাপিটালসের শিবিরে ঘোরাফেরা করছিল স্লোগানটা। লিগের প্রথম তিন সংস্করণে ফাইনালে উঠেও দিল্লি ট্রফি আর ঠোঁটের ফারাকটা ঘোচাতে পারেনি। চতুর্থবারও হল না।

হয়তো হত, ১৯ নম্বর ওভারের পঞ্চম বলে রাধা যাদবের (অপরাজিত ১২) তোলা ক্যাচটা ছুটে এসে হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন মিন্নু মানি। কিন্তু সতীর্থদের ও গোটা স্টেডিয়ামকে অবাক করে সেই ক্যাচটা মিন্নুর হাতে ছিটকে বেরিয়ে যায়। এর এক বল আগেই আউট হয়েছিলেন দুরন্ত ছন্দে থাকা স্মৃতি মান্ধানা (৪১ বলে ৮৭)। শেষ পর্যন্ত রাধাই ২০ নম্বর ওভারে পরপর বাউন্ডারি মেরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ঘরে দ্বিতীয় ডব্লিউপিএল এনে দেন। যদিও রাধার উইনিং শটের পর দেখা যায় স্টাম্প ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু আম্পায়ার বা ক্রিকেটার কেউই তা পাত্তা দেননি।

বিরাট কোহলিরা আরসিবি-কে চ্যাম্পিয়ন করার মাসআটকের মধ্যেই ট্রফি দিল তাদের মহিলা বাহিনী। আর ট্রফি জয় নিশ্চিত হতেই বাউন্ডারি লাইন পেরিয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়েন স্মৃতি। কয়েক মাস আগে বিয়ের দিন সকালে বাবার অসুস্থ হওয়া ও তারপর পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার যন্ত্রণা সামলানো আরসিবি অধিনায়ক তখন কী ভাবছিলেন নিজেই বলতে পারবেন।

মিন্নুর ক্যাচ মিসে হতাশ সৌরভ

টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ সামলানো দিল্লির খেলায় মরিয়াভাব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। আগ্রাসী মেজাজে শুরু থেকেই ব্যাট ঘুরিয়ে শেফালি ভার্মা (১৩ বলে ২০) ও লিজেল লি (৩৭) ফাইনালের চাপটা বিপক্ষ শিবিরে চালান করে দেন। ওপেনিং জুটিতে তাঁদের ৪৯ রানের পর যা গোটা ইনিংস বজায় রেখে দিল্লি শেষ করে ২০৩/৪ স্কোরে। ব্যাট হাতে সামনে থেকে যার নেতৃত্বটা দিলেন জেমিমা রডরিগজও (৩৭ বলে ৫৭)। অর্ধশতরান না পেলেও সমানে তাল ঠুকলেন লরা উলভার্ডটও (২৫ বলে ৪৪)। জেমিমা-লরার জন্যই মিডল ওভারে আরসিবি বোলাররা ম্যাচের রাশ হাতে নিতে পারেননি। প্ল্যাটফর্ম কাজে লাগিয়ে ডেথ ওভারে ঝড় তোলেন চিনেইল হেনরি (১৫ বলে অপরাজিত ৩৫)।

রানের পাহাড়ের সঙ্গে দ্বিতীয় ওভারে গ্রেস হ্যারিসকে (৯) তুলে নেওয়া। উড়তে থাকা দিল্লিকে পরিকল্পিত ক্রিকেটে দ্রুত মাটিতে নামিয়ে আনেন স্মৃতি ও জর্জিয়া ভল (৫৪ বলে ৭৯)। শুরুতে অধিনায়ককে উইকেটে সেট হওয়ার সুযোগ দিয়ে ঝড় তোলেন ভল। তাঁদের ১৬৫ রানের জুটি ভাঙার পরই একটা সুযোগ চলে এসেছিল। যা আরও বাড়িয়ে দেয় রিচা ঘোষের (৬) ব্যর্থতা। এরপর আস্কিং রেটের চাপ সামলাতে অদ্ভুতুড়ে শটে উইকেট দিয়ে আসেন স্মৃতিও। কিন্তু ওই, মোক্ষম সময়ে ক্যাচ মিস করে ট্রফিটাই ফেলে দেন মিন্নু। হতাশাটা কেমন, দিল্লি ক্যাপিটালসের পরিচালনার দায়িত্বে থাকা জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়াতেই বোঝা গিয়েছে।

টেস্টের সর্বনাশ দেখছেন স্টেড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ৫ ফেব্রুয়ারি : তিনি তারকা। কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই।

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটকে বদলে দিয়েছেন তিনি। ২০১৮ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত কিউয়ি ক্রিকেট দলের কোচ ছিলেন তিনি। ২০১৯ সালে যখন একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে যায় নিউজিল্যান্ড, কোচ ছিলেন স্টেড। তাঁর কোচিংয়েই নিউজিল্যান্ড বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপও জিতেছে।

> ক্রিকেট খেলাটা অনেক বদলে গিয়েছে। সময়ের সঙ্গে আরও বদলাবে। আর এই বদলের মূল সুর হল টি২০। কুড়ির ক্রিকেট আসার পর ক্রিকেট খেলাটাই বদলে গিয়েছে। আমি তো টি২০ ক্রিকেটের জন্যই টেস্টের সর্বনাশ দেখতে পাই।
>
> -গ্যারি স্টেড অন্ধ্রপ্রদেশের কোচ

কেন উইলিয়ামসন, ট্রেন্ট বোল্টদের কোচ এখন ভারতে। অন্ধ্রপ্রদেশ রনজি দলের দায়িত্বে। তাঁর কোচিংয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে গ্রুপ পর্ব থেকে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে। শুক্রবার বাংলার বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালের আগে নীতীশ কুমার রেড্ডিদের দলের অন্যতম তারকা হিসেবে হাজির স্টেড। লাল বলের ক্রিকেটে তাঁর বড্ড পছন্দের। স্টেড মনে করেন, সাদা বলের টি২০ ক্রিকেট টেস্টের সর্বনাশ করে দিচ্ছে। আজ বেলার দিকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে রিকি ভুঁইদের অনুশীলনের পর সাংবাদিকদের সামনে হাজির হয়েছিলেন প্রাক্তন কিউয়ি কোচ। টি২০ ক্রিকেটের রমরমার যুগে তিনি যে টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে অশনিসংকেত দেখছেন, সরাসরি জানিয়েছেন স্টেড। বলেছেন, 'ক্রিকেট খেলাটা অনেক বদলে গিয়েছে। সময়ের সঙ্গে আরও বদলাবে। আর এই বদলের মূল সুর হল টি২০। কুড়ির ক্রিকেট আসার পর ক্রিকেট খেলাটাই বদলে গিয়েছে। আমি তো টি২০ ক্রিকেটের জন্যই টেস্টের সর্বনাশ দেখতে পাই।'

অন্ধ্রপ্রদেশ দলের 'চাণক্য' বরাবরই লাল বলের ক্রিকেটের পূজারি। ঠিক যেভাবে তিনি নিউজিল্যান্ডকে সাফল্যের দিশা দিয়েছিলেন। ঠিক সেভাবেই তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ দলকেও রনজি ট্রফির স্বাদ দিতে চাইছেন। পরিসংখ্যান ও ইতিহাস বলছে, অতীতে কখনও রনজি সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি অন্ধ্র। এবার কি ছবিটা বদলাবে? বাংলার বিরুদ্ধে অন্ধ্রপ্রদেশই কি ফেভারিট? জবাবে বিশ্বজয়ী কোচ বলছেন, 'দল হিসেবে বাংলা বেশ শক্তিশালী। অনেক ম্যাচ উইনার রয়েছে ওদের দলে। বিশেষ করে বাংলার পেস আক্রমণ দুর্দান্ত। এমন দলের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্কভাবে শুরু করতে হবে।' কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠ চারদিক খোলা। ফলে হাওয়ায় বল নড়াচড়ার বিষয়টাও থাকবে। অন্ধ্রপ্রদেশ কোচ স্টেড বলছেন, 'খোলা মাঠ বলে বাড়তি সুইং পাবে দুই দলের জোরে বোলাররাই। দেখা যাক কী হয়।'

রনজি কোয়ার্টার ফাইনালের মাঝেই শনিবার থেকে শুরু হয়ে যাবে টি২০ বিশ্বকাপ। সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়াকেই ফেভারিট বলে মনে হচ্ছে প্রাক্তন কিউয়ি কোচের। কুড়ির ক্রিকেট তাঁর নাপসন্দ বলেও স্টেড বলছেন, 'টিম ইন্ডিয়া দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে। দলে ভর্তি ম্যাচ উইনার। হতে পারে আমি টি২০ ক্রিকেটটা খুব একটা পছন্দ করি না। কিন্তু তারপরও বলব, দেশের মাঠে সূর্যকুমাররাই ফেভারিট।'

আজ শুরু রনজি কোয়ার্টার ফাইনাল

চার পেসারে অন্ধ্র অভিযানে বাংলা

রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে বাংলাকে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন মহম্মদ সামি।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ৫ ফেব্রুয়ারি : ঘরোয়া কোচ বনাম আন্তর্জাতিক কোচ। মহম্মদ সামি বনাম রিকি ভুঁই। নীতীশকুমার রেড্ডি বনাম শাহবাজ আহমেদ।

ক্রিকেটীয় আঙ্গিকে এক সে বড়কর এক অঙ্ক, সমীকরণ। তারকা বনাম তারকার ক্রিকেটীয় ঝনঝনানির আবাহন। কিন্তু তারপরও সবকিছুকে ছাপিয়ে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে চর্চায় বাইশ গজ। পিচে ঘাস রয়েছে। কিন্তু সেই ঘাসের বাঁধন কতটা থাকবে শেষপর্যন্ত, চলছে আলোচনা। কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বাইশ গজ নিয়ে আলোচনা, চর্চা রয়েছে দুই শিবিরেই।

পিচ নিয়ে আলোচনার মাঝেই স্বাভাবিকভাবেই সামনে এসেছে সেই পরিচিত জল্পনা। পেসাররা সাহায্য পাবে পিচ থেকে, নাকি স্পিনাররা? প্রাথমিক ভাবনা, পরিকল্পনা থেকে বেরিয়ে টিম বাংলা শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে চার পেসার খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। সামি, আকাশ দীপ, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের সঙ্গে মুকেশ কুমার খেলবেন আগামীকাল। এই মুকেশের ফর্ম নিয়ে সম্প্রতি বাংলা শিবিরে ছিল মাথাব্যথা। যদিও সিদ্ধান্ত বদলের কারণ হিসেবে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে বলা হয়েছে, শেষ কয়েকদিন নেটে মুকেশ দারুণ বল করেছেন। তাই তাঁকে প্রথম একাদশে রেখে চার পেসারে অন্ধ্রপ্রদেশ অভিযানে নামতে চলেছে টিম বাংলা। সকালে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে প্রায় ঘণ্টা তিনেক অনুশীলনের পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'পিচে ঘাস রয়েছে। তাই বিস্তর আলোচনার পর আমরা চার পেসারে দল নামানোর পরিকল্পনা করছি। পেস বোলিংই আমাদের মূল শক্তি।'

ঘটনা। বাংলার পেস আক্রমণকে দেশের সেরা বলা হচ্ছে মরশুমের শুরু থেকেই। সামি ছন্দে রয়েছেন। আকাশও ভালো ফর্মে। সুরজ দলের অলরাউন্ডারের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সফলভাবেই। একমাত্র মুকেশকে নিয়ে চলা জল্পনা কেটে গিয়েছে বলে খবর। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'প্রস্তুতির পালা শেষ। এবার মাঠে নেমে গ্রুপ পর্বের ছন্দ ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে।' দলের বিশেষজ্ঞ অলরাউন্ডার হিসেবে শাহবাজের ফর্মও টিম বাংলার জন্য ইউএসপি হতে চলেছে। নিয়মিতদের মধ্যে চোটের কারণে একমাত্র নেই উইকেটকিপার ব্যাটার অভিষেক পোড়েল। তাঁর বদলে শেষ দুই ম্যাচে সাকির হাবিব গান্ধি দলকে ভরসা দিয়েছেন। বাংলা শিবির মনে করছে, গান্ধি অন্ধ্রপ্রদেশ ম্যাচেও সেরাটা দিয়ে দলকে ভরসা দেবেন।

দলের ছন্দের পাশে কোচ লক্ষ্মীরতনের নাছোড় মনোভাব যদি টিম বাংলার মূল ইউএসপি হয়, তাহলে অন্ধ্রপ্রদেশও দল হিসেবে পিছিয়ে নেই। রিকি ভুঁই ঘরোয়া ক্রিকেটে অত্যন্ত পরিচিত নাম। ভালো ফর্মেও রয়েছেন অন্ধ্র অধিনায়ক। সঙ্গে রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডার নীতীশকুমার রেড্ডি। কোনা শ্রীকর ভরতের মতো অভিজ্ঞ উইকেটকিপার ব্যাটারও অন্ধ্রপ্রদেশকে ভরসা দিয়ে প্রথমবার রনজি সেমিফাইনালে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। অন্ধ্রপ্রদেশ দলের অন্দরে একঝাঁক তারকার পাশে রয়েছেন মহাতারকা কোচ গ্যারি স্টেড। শেষ কয়েক বছরে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটকে বদলে দিয়েছেন তিনি। এহেন অন্ধ্রপ্রদেশ কোচ গ্যারির ক্ষুরধার ক্রিকেট মস্তিষ্কও ম্যাচের এক্স ফ্যাক্টর হতেই পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

আমি আজ সুখী : মান্ধানা

ভদোদরা, ৫ ফেব্রুয়ারি : ওডিআই বিশ্বকাপের পর ডব্লিউপিএলেও চ্যাম্পিয়ন। স্মৃতি মান্ধানার খুশি হওয়ারই কথা। কিন্তু মাঝে কঠিন সময় তাঁর মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছিল। বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিশ্চিত হতেই স্মৃতির গালে টোল ফেলা হাসি ফিরে এসেছে। ট্রফি নিতে উঠে বলেও দিলেন, 'আমি আজ প্রচণ্ড সুখী। সবচেয়ে ভালো লাগছে আরসিবি সমর্থকদের জন্য। যখন যে রকম খেলেছি ওদের সমর্থনের অভাব হয়নি। তিন বছরে তিনটি ট্রফি (বিরাট কোহলিদেরটা ধরে) ফ্র্যাঞ্চাইজির ঘরে। ওদের খুশি দেখে তাই আরও ভালো লাগছে।' ২০৪ রানের টার্গেট থাকলেও ঘাবড়ে যাননি আরসিবি অধিনায়ক। মান্ধানা বললেন, 'জানতাম উইকেট ব্যাটিং সহায়ক। শেষ কয়েক ওভার ভালো বোলিং করেছি আমরা। বিশেষ করে লরেন বেলকে কৃতিত্ব দেব। এই রকম উইকেটে ৪ ওভারে ১৯ রান খরচ! কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয় ওর জন্য।' প্রশংসা করছেন ফাইনালে ৫৪ বলে ৭৯ রানের ইনিংস খেলা জর্জিয়া ভলেরও। মান্ধানা বলেছেন, আমার কেন জানি না আগেই মনে হচ্ছিল ফাইনালে ভল ম্যাচ উইনিং ইনিংস খেলতে চলেছে। অনুশীলনে ভালো টাচে ছিল, প্রচুর প্র্যাকটিস করেছে।'

টি২০ বিশ্বকাপের আগে মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিলেন গৌতম গম্ভীর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক।

ফ্রেন্ডসের ক্রিকেট শুরু

জলপাইগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের নিরঞ্জনচন্দ্র কর ও মিতালি দে ট্রফি ৮ দলীয় টি২০ ক্রিকেট শুরু হল বৃহস্পতিবার। ক্লাবের ময়দানে উদ্বোধনী ম্যাচে এনবিআরসি ২ উইকেটে জিতেছে জেসিসিএ-র বিরুদ্ধে। জেসিসিএ প্রথমে ৭ উইকেটে ১৫৩ রান করে। সুজয় রায়ের সংগ্রহ ৪৩ রান। অজয় প্রধান ১৬ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এনবিআরসি ১৮ ওভারে ৮ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। সাগ্নিক বন্দোপাধ্যায় ৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন। সৌরভ সরকার ২৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

দ্বিতীয় ম্যাচে চেতনা ক্লাব ২৫ রানে হারিয়েছে জেওয়াইসিসি-কে। চেতনা প্রথমে ৫ উইকেটে ১৭৬ রান তোলে। রঞ্জন রায় ৬২ রানে অপরাজিত থাকেন। কুশ রাউত ৩৩ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে জেওয়াইসিসি ১৮ ওভারে ৯ উইকেট ১৫১ রানে আটকে যায়। অভিষেক রাউতের অবদান ২৮ রান। শুভেন্দু ঘোষাল এবং অঙ্কিতকুমার দে ২ উইকেট নিয়েছেন।

ফাইনালে ম্যান সিটির সামনে আর্সেনাল

লন্ডন, ৫ ফেব্রুয়ারি : কারাবাও কাপের ফাইনালে উঠল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। বুধবার ভারতীয় সময় রাতে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ৩-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে সিটিজেনরা। সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ২-০ ফলে জিতেছিল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। ফলে দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ ফলে সেমিফাইনাল জিতে ফাইনালে পা রেখেছে ম্যান সিটি। এদিন ম্যাচের ৩২ মিনিটের মধ্যে তিন গোল করে ম্যাচ পকেটে পুড়ে নিয়েছিল ম্যান সিটি। ৭ ও ২৯ মিনিটে গোল করেন ওমর মারমৌশ। ৩২ মিনিটে গোল তিজানি রেইন্ডার্সের। ৬২ মিনিটে অ্যান্থনি এলাঙ্গা নিউক্যাসলের হয়ে একটি গোলশোধ করেন।

ফাইনালে প্রতিপক্ষ আর্সেনালকে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছেন গুয়ার্দিওলা। মিকেল আর্তেতা কোচ হয়ে আসার পর আর্সেনাল-ম্যান সিটি দ্বৈরথ গত কয়েক বছরে আলাদা মাত্রা পেয়েছে। আর্সেনালকে ইউরোপের সেরা দল বলে অভিহিত করে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'আমরা ফাইনালে ইউরোপের সেরা দলের বিরুদ্ধে খেলব। এটা সকলের জন্য একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হবে। আশা করি, ফাইনালে ছেলেরা পুরো ফিট থাকবে ও নিজেদের সেরাটা দেবে।' ২২ মার্চ ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে কারাবাও কাপের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

পাকিস্তানকে 'ধন্যবাদ' বাংলাদেশের

ভারত ম্যাচ খেলব না, ফের ঘোষণা শরিফের

মুম্বই ও লাহোর, ৫ ফেব্রুয়ারি : আমাদের কলম্বোর বিমান টিকিট বুক করা রয়েছে। আমরা সময়মতো কলম্বো পৌঁছে যাব। পাকিস্তান খেলবে কি না, সেটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই।

বক্তার নাম সূর্যকুমার যাদব। ভারত অধিনায়ক আজ মুম্বইয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, টিম ইন্ডিয়া নয়াদিল্লিতে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলে কলম্বো রওনা হবে। বিমানের টিকিটও বুক করা রয়েছে ভারতীয় দলের জন্য।

মুম্বইয়ে স্কাই যেদিন টিম ইন্ডিয়ার কলম্বো রওনা হওয়ার ঘোষণা করলেন। সেদিন প্রতিবেশী দুই দেশ থেকে দুইরকম মন্তব্য সামনে এসেছে দুনিয়ার। এক, পাকিস্তানের মন্ত্রীসভার বৈঠকে নজিরবিহীনভাবে মুখ খুলেছেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তিনি ফের জানিয়ে দিয়েছেন, ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ কোনওভাবেই খেলবে না পাকিস্তান। অতীতে কোনও দেশের প্রধানমন্ত্রী এভাবে একটা ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে মন্তব্য করেছেন কি না, জল্পনা শুরু হয়েছে দুনিয়ায়। দুই, বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার পর আজ প্রথমবার পাকিস্তানকে পাশে থাকার জন্য, ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদ দিয়েছে বাংলাদেশ। ওপার বাংলার যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল আজ পাকিস্তানকে 'বন্ধু' হিসেবে আখ্যা দিয়ে পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ধারাবাহিক বিতর্কের মাঝে আজ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ঘোষণা করেছে, টি২০ বিশ্বকাপের সময় নিজেদের দেশে তারা তিন দলীয় টি২০ প্রতিযোগিতা খেলবে। তিন দলের অধিনায়ক হয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত, লিটন দাস ও আকবর আলি।

বিশ্বকাপের মতো বহুদলীয় প্রতিযোগিতার আসরকে কেন্দ্র করে এমন অচলাবস্থা অতীতে কখনও হয়নি। আগামীদিনে হবে কি না, কারও জানা নেই। ঠিক যেমন এখনও দুনিয়া জানে না আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে কি নাটক অপেক্ষা করে রয়েছে। ভারত অধিনায়ক জানিয়েছেন, টিম ইন্ডিয়া কলম্বো যাবে। পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী আজ ফের বলেছেন, ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে না পাকিস্তান। পরিস্থিতি বুঝে সবদিক বিবেচনা করেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের ফের এমন কথার পর স্পষ্ট, পাকিস্তান তাদের অবস্থান বদলের পথে হাঁটছে না। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফেও আইসিসিকে সরকারিভাবে কিছুই জানানো হয়নি।

নিয়মিত বদলে যাওয়া পরিস্থিতির মধ্যে আজ নাম প্রকাশ না করার শর্তে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা তোপ দেগেছেন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। তিনি জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ইন্দো-পাক মহারণের দিনই কলম্বোয় ভারতের বিরুদ্ধে না খেলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে 'দ্বিচারিতা' করেছে পাকিস্তান। যদি ভারতের বিরুদ্ধে নাই খেলতে হয়, তাহলে কেন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারত ম্যাচ খেলল পাকিস্তান? দুই প্রতিবেশী দেশই ক্রিকেটের সঙ্গে রাজনীতিকে গুলিয়ে ফেলেছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিসিসিআইয়ের সেই কর্তা।

সীমান্তের চারদিক থেকেই প্রবলভাবে গোলাগুলি চলতে শুরু করেছে। যার শেষটা কী হয়, সেটাই এখন দেখার।

শেষ চারে বিলবাও, সোসিয়েদাদ

মাদ্রিদ, ৫ ফেব্রুয়ারি : কোপা ডেল রে প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে উঠল স্পেনের বাস্ক প্রদেশের দুই ক্লাব অ্যাথলেটিক বিলবাও ও রিয়াল সোসিয়েদাদ।

কোপা ডেল রে এর ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খেতাব জয়ী দল অ্যাথলেটিক বিলবাও (২৪ বারের চ্যাম্পিয়ন) কোয়ার্টার ফাইনালে ভ্যালেন্সিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়েছে। ম্যাচের ২৬ মিনিটে উমর সাদিকের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় বাস্ক প্রদেশের দলটি। মিনিট দশেকের মধ্যে সেই উমর সাদিকই গোল করে ভ্যালেন্সিয়াকে সমতায় ফেরান। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে ইনাকি উইলিয়ামসের গোলে জয় নিশ্চিত করে বিলবাও।

কোপা ডেল রে

অপর কোয়ার্টার ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ৩-২ ফলে ডেপোর্টিভো আলাভেসকে হারিয়েছে সোসিয়েদাদ। ডেপোর্টিভোর হয়ে গোল করেন রিবাখ ও টনি মার্টিনেজ। সোসিয়েদাদের গোলস্কোরার মিকেল ওয়ারজাবাল, গন্সালো গুইডেস ও অরি ওস্কারসন। ম্যাচের প্রথমার্ধে অবশ্য ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল আলাভেস। তবে দ্বিতীয়ার্ধে দুইটি গোল করে শেষ চারের ছাড়পত্র আদায় করে সোসিয়েদাদ। আগেই প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে উঠেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা রাজেশ কুমার - কে 09.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 74J 40737 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার সুসংবাদ পেয়ে আমি আমার আনন্দ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। আমি কামনা করি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমাদের রাজ্যের প্রতিটা অংশে কোটিপতি তৈরি করার জন্য এই আকর্ষণীয় স্কিমটি অব্যাহত রাখুক। ডিয়ার লটারিকে আমার ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

কিশোরভারতীতে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : আসন্ন আইএসএলে বিনিয়োগকারীরা কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ আয়োজন করলে সেই ম্যাচ বয়কট করবেন লাল-হলুদ কর্তারা।

বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকর্তা দেবব্রত সরকার পরিষ্কার বলেছেন, 'কিশোরভারতীতে আমাদের খেলা কঠিন। কারণ ওখানে ম্যাচ হলে আমাদের সকল সদস্যদের টিকিট দিতে পারব না। সব সদস্যরা যখন মাঠে যেতে পারবে না, তাহলে ক্লাবকর্তারা কি করে মাঠে যাবে। একান্তই যদি বিনিয়োগকারীরা ওখানে ম্যাচের আয়োজন করে, আমাদের কোনও ক্লাবকর্তা মাঠে যাবে না।'

বিনিয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে ক্লাবের সম্পর্ক বেশ অবনতি হয়েছে। এমনকি বর্তমান বিনিয়োগকারীরা বিকল্প বিনিয়োগকারী খোঁজার কথাও পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। দেবব্রত বলেছেন, 'বর্তমান বিনিয়োগকারীরা আমাদের বিকল্প খোঁজার কথা বলেছেন। তবে যতদিন না বিকল্প কাউকে পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন ওরা আমাদের বিনিয়োগ করবেন এটাও বলেছেন।'

এদিকে আজ ভিসা সমস্যা কাটিয়ে ইউসুফ এজ্জেজারির কলকাতায় আসার কথা রয়েছে।

বাগানে টিকিট বিক্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : এই সপ্তাহের শেষ থেকে টিকিট বিক্রি শুরু করবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মোটামুটিভাবে সব পর্যায়ের অনুমতি এসে যাওয়ার কথা তার মধ্যেই। প্রথমে অনলাইন টিকিট এবং পরে অফলাইন দেওয়া শুরু হবে।

জিতল রেইনবো ক্লাব

আলিপুরদুয়ার, ৫ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার রেইনবো ক্রিকেট ক্লাব ৮১ রানে হারিয়েছে সানরাইজ স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে। অরবিন্দনগর মাঠে রেইনবো ২৭ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রান করে। সত্যজিৎ নিয়োগীর অবদান ৪৫ রান। রাহুল রায় ১৫ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে সানরাইজ ১৫ ওভারে ৭৬ রানে গুটিয়ে যায়। প্রিয়াংশু দত্ত ১৩ রান করে। ম্যাচের সেরা বিশালের শিকার ৩৪ রানে ৪ উইকেট।

উত্তরের খেলা

অনিরুদ্ধর ৮২

জলপাইগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার এইটে বৃহস্পতিবার আসাম মোড় রিক্রিয়েশন ক্লাব ৬ উইকেটে হারিয়েছে পান্ডাপাড়া বয়েজ ক্লাবকে। প্রথমে পান্ডাপাড়া ১৫৪ রানে অল আউট হয়। অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য ৮২ রানে অপরাজিত থাকেন। ধীরাজ রায় ২২ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে রিক্রিয়েশন ৪ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। সুদীপ বৈদ্যর অবদান ৩৫ রান। সতীশ রাউত ৩৮ রানে ২ উইকেট নেন।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছে তানভীর হোসেন। ছবি : অনীক চৌধুরী

বেলাকোবাকে হারাল জুবিলি

জলপাইগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে বুধবার বীরপাড়া জুবিলি ক্লাব ৩৩ রানে হারিয়েছে বেলাকোবা পাবলিক ক্লাবকে। জুবিলি প্রথমে ৩৮ ওভারে ১৫১ রানে অল আউট হয়। তানভীর হোসেনের অবদান ৫১ রান। অনিকেত ভক্ত ২৫ রানে ৪ উইকেট নেয়। জবাবে বেলাকোবা ৩৩ ওভারে ১১৮ রানে সব উইকেট হারায়। মহম্মদ আরমান আলি ৪৪ রান করে। ম্যাচের সেরা তানভীরের শিকার ১৫ রানে ৪ উইকেট।